

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো শিশুর শরীরে 'বার্ড ফ্লু' শনাক্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো কোনও শিশুর শরীরে সংক্রমক রোগ 'বার্ড ফ্লু' শনাক্ত হয়েছে। শুক্রবার জনস্বাস্থ্য বিভাগ সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন জানিয়েছে- ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের আলমেডা কাউন্টির বাসিন্দা ওই শিশুর

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত গ্রেপ্তার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: করোনাকালীন সময়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় আর্থিক ঋণ নিয়ে সেটি আত্মসাতের অভিযোগের মামলায় বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জ্যামাইকায় বসবাসরত ওই ব্যক্তিকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের স্পেশাল এজেন্টরা তাকে গ্রেফতার করার পর জানান, আমেরিকার অভূতপূর্ব সংকটকালে মানুষকে জীবনযাপন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমেরিকার ফেডারেল সরকার যখন

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

The Weekly Bangla Patrika

সফলতার ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯এ পদার্পণ

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১০ ॥ সোমবার অগ্রহায়ণ ১০ ১৪৩১ ॥ জমাদিউল আউয়াল ২১, ১৪৪৬ ॥ Vol. 29 ॥ Issue 10 November 25, 2024 USA. Free in NY, Other State $1

অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে জীবনভর সময় লাগবে

মন্তব্য সিটির আইসিই পরিচালকের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ভূমিধ্বস বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জয়ী হয়েই প্রথম কাজ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণহারে ডিপোর্টেশনের ঘোষণা পুর্নব্যক্ত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রয়োজনে গণডিপোর্টেশনে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হবে বলেও ট্রাম্প জানিয়েছেন। তার এই ঘোষণায় নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী অভিবাসীদেও মাঝেও আতংক বিরাজ করে।

তবে 'নিউইয়র্কে বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে জীবনভর সময় লাগবে' গণমাধ্যমে এমন মন্তব্য করেছেন সিটির আইসিই পরিচালক কেনেথ জেনালো।

এদিকে কেন্দ্রীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করবে না ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস প্রশাসন। এজন্য সেখানে 'স্যাঙ্কচুয়ারি সিটি' অধ্যাদেশ পাস করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস গণ ডেপুটেশন নিয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করে বলেন, নিউইয়র্ক হচ্ছে ল্যান্ড অব ইমিগ্রান্টস। এখানে অভিবাসীদের সুরক্ষায় স্যাংকচুয়ারী নীতি রয়েছে। যাদেও বৈধ কাগজপত্র রয়েছে কিংবা আইনগতভাবে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, তার পাশে সিটি রয়েছে।



শনিবার নিউইয়র্ক পোস্ট নিউইয়র্ক সিটির আইসিই পরিচালক কেনেথ জেনালো'র বক্তব্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন করেছে। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের গণনির্বাসনের সিদ্ধান্ত জানানোর পর এই প্রথম গণমাধ্যমের সামনে কথা বলেন নিউইয়র্ক সিটির আইসিই পরিচালক কেনেথ জেনালো। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭.৮ মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসীদের মধ্যে ৬৬২,৫৮৬ জন দোষী সাব্যস্ত অপরাধী বা অপরাধমূলক অভিযোগে অভিযুক্ত। হাজারেরও বেশি অভিবাসী অপরাধী নিউইয়র্ক গোথেমের রাস্তায় থাকে। ২০২২ এ অভিভাসন সংকট শুরু হবার পর ৫৮ হাজার অভিবাসীকে বিগ এপলে ঢেলে দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৫৮ হাজার বিভিন্ন শেল্টারকেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। তবে আইস অপরাধীদের প্রকৃত সংখ্যা জানায়নি। জানুয়ারীতে দায়িত্ব নেয়ার পর অভিযুক্ত কিংবা কিংবা অপরাধী অভিবাসীদের গণডিপোর্টেশনে ট্রাম্পের ঘোষণা কিভাবে তারা বাস্তবায়ন করবেন সে বিষয়ে অবশ্য কোনো মন্তব্য করেননি জেনালো । তবে তিনি বলেন, নিউইয়র্ক সিটির স্যাংকচুয়ারী নীতি শুধু অপরাধীদের রক্ষা করছে। আর এর কারণে অপরাধীদের নজরদারিতে আনা কিংবা আটকানো সহজ নয়। আর এই অপরাধীরা দুর্বল মহিলা কিংবা শিশুদের উপর ভায়োলেন্স অপরাধে জড়িত। ফেব্রুয়ারিতে, মেয়র এরিক অ্যাডামস স্যাংকচুয়ারীর নিয়মগুলি শিথিল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যাতে "গুরুতর" অপরাধের জন্য "সন্দেহ" অভিবাসীদেরও আইসিই-তে হস্তান্তর করা যেতে পারে। তবে আইন পরিবর্তনের জন্য সিটি কাউন্সিলে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সমর্থন তার নেই।

এর আগে মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস নগর কাউন্সিল একটি 'স্যাঙ্কচুয়ারি সিটি' অধ্যাদেশ পাস করেছে। এর অর্থ হলো, স্থানীয় প্রশাসন থেকে কেন্দ্রীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে অভিবাসন বিষয়ে কোনো ধরনের সহযোগিতা করবে না লস এঞ্জেলস। লস অ্যাঞ্জেলসের সরকারি স্কুল ব্যবস্থাও নিজেদের 'স্যাঙ্কচুয়ারি' অবস্থান পুনর্নিশ্চিত

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তির উত্থান!



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ছাত্র-জনতার নজিরবিহীন অভ্যুত্থানের পর ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দেশ। সংকট-সম্ভাবনার দোলাচল। রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণের লক্ষণ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আভাস মিলছে নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের।এমনটি প্রতিবেদন করেছে দৈনিক মানবজমিন । মানবজমিন তাদের রাজনৈতিক ম্যাগাজিন 'জনতার চোখ' এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের নজিরবিহীন পতনের পর আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে দাবি উঠে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের। তাদের দাবি, জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান পুরনো রাজনীতির যবনিকাপাত ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে নতুন রাজনীতির দুয়ার খুলে দিয়েছে এই অভ্যুত্থান। প্রচলিত দলগুলোকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে রাজনীতি করতে হলে তাদের পুরনো চিন্তা ও কৌশল বদলে ফেলতে হবে। বদলাতে হবে দল পরিচালনার নীতি। দলগুলোর প্রতি শুধু এমন দাবি জানালেই যে পরিবর্তন আসবে না এটিও বিবেচনায় আছে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া নেতাদের। এ কারণে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের প্রয়োজনীয়তাও অনুধাবন করছেন তারা। এমন একটি শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইতিমধ্যে তৎপরতাও শুরু হয়েছে। রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তির উত্থান নিয়ে বাংলাদেশে আলোচনা বহু পুরনো।

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

ম্যানহাটানে ছুরিকাঘাতে দুই ব্যক্তি নিহত, আহত ১

হামলাকারী গৃহহীন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনে ছুরিকাঘাতে দুই ব্যক্তি নিহত ও একজন আহত হয়েছে। সোমবার ম্যানহাটনের পৃথক তিনটি স্থানে এক ব্যক্তি ছুরিকাঘাতের এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এদিকে ছুরি দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগে ৫১ বছর বয়সী সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে। তবে হতাহতদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। নিহতের মধ্যে একজনের বয়স ২৬ অপরজনের বয়স ৬৮ বছর। ছুরিকাঘাতের শিকার দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে স্থানীয়

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

মেক্সিকো সীমান্তে বেড়েছে অভিবাসীদের ঢল



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। এমন আলোচনা যখন বিশ্বের সব গণমাধ্যমে, ঠিক তখনই মেক্সিকো সীমান্তে বেড়েছে অভিবাসীদের ঢল। ২২ নভেম্বর শুক্রবার প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মেক্সিকোর ভেরাক্রুস রাজ্য থেকে একটি মালবাহী ট্রেনে উঠে পড়েন কয়েক শ' অভিবাসী। জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বাদ পড়েনি ট্রেনের ছাদ বা দু'টি বগির সংযোগস্থল। জানা গেছে, শুক্রবার ইউএস-মেক্সিকো সীমান্তগামী একটি কার্গো ট্রেনে অভিবাসীরা যেভাবে ওঠার চেষ্টা করছিলেন, তা দেখে মনে হচ্ছে এই ট্রেন মিস করলে হয়ত তাদের জীবন থেকেই হারিয়ে যাবে সুবর্ণ কোনো সুযোগ। উন্নত জীবন আর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আশায় কয়েক মাইল পথে পাড়ি দিয়ে শুক্রবার মেক্সিকোর বন্দরনগরী কোয়াটজাকোয়ালকোসে জড়ো হয়েছেন হাজারো শরণার্থী। ভেরাক্রুস রাজ্যের এই স্টেশনে বাবা মায়ের হাত ধরে এসেছে ছোট্ট শিশু। বিপদের তোয়াক্কা না করে অবলীলায় এই শিশুদের ট্রেনে ছাদে উঠিয়ে দিচ্ছেন তারা।

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

জ্যামাইকায় দোকানে ডাকাতি, পুলিশের গুলিতে নিহত ১



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কুইন্সের জ্যামাইকা এভিনিউয়ের গায় বুলেভার্ডে ডাকাতির সময় পুলিশের গুলিতে হত্যাসহ একাধিক অপরাধমূলক মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় একজন পথচারি ও একজন পুলিশ অফিসার গুলিতে আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে জ্যামাইকা এভিনিউয়ে দুটি দোকানে ডাকাতির সময় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তি গ্যারি ওয়ার্দি (৫৭)।

জানা গেছে, জ্যামাইকা

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com


Nurul Azim

TIME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই





(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংবাদ সম্মেলনে এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ইমগ্রেশন পরিস্থিতি তুলে ধরতেই এই সংবাদ সম্মেলন। তিনি বলেন, ২০২৫ সালে ২০ জানুয়ারী ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসডেন্ট হিবে দায়িত্ব নেয়ার পর এই দেশের আইনে যা আছে তাই চলতে থাকবে। তড়িঘড়ি কোন কিছু হবে না। এটর্নী মঈন চৌধুরী যে কোন সমস্যা আর প্রয়োজনে নিজ নিজ এলাকার নির্বাচিত জন প্রতিনিধির কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান। প্রয়োজনে স্থানীয় কংগ্রেসম্যান ও সিনেটরকে চিঠি লিখে সমস্যার কথা জানাতে হবে। এছাড়াও তিনি অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে পরামর্শ নেয়ার কথাও বলেন।

এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আইনের দেশ। প্রেসিডেন্ট পুত্র আর ট্রাম্পও আইনের উর্ধ্বে নন। তাদের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে। আইন মেনেই সবাইকে চলতে হবে। তিনি ভয় না পেয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য কমিউনিটির সকলের প্রতি আহ্বান জানান। পরে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, সোস্যাল মিডিয়াতে ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন বিষয়ে নানা কথা আসছে। যা অনেকের মাঝেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। তবে সবার মনে রাখতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের আইনে ইমিগ্রেশন নীতির বিষয়ে যেসব আইন বলবৎ রয়েছে, সে সব আইনের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা ট্রাম্পের নেই। আর ট্রাম্প যদি কোন নতুন আইন করতে চান তার জন্য অনেক সময় প্রয়োজন। তবে যাদের বিরুদ্ধে কোন কেস ইমিগ্রেশন কোর্টে পেনডিং আছে, যাদের কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই, বা ডিপোর্টেশন অর্ডার নেই তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

এসময় তিনি বিভিন্ন কেস বিষয়ের পরিস্থিতিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প মানেই অতঙ্ক নয়, তবে দুই বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আর তা হলো ই-লীগ্যাল ও অনডকুমেন্ট।

অপর এক প্রশ্নে উত্তরে মঈন চৌধুরী বলেন, ডেকা প্রোগ্রাম এখনো চলমান। এই সমস্যারও সমাধান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ট্রাম্প চাইলেই সবকিছু করতে পারবে না। কেননা, এই দেশের প্রশাসনের সবাই কিন্তু প্রেসিডেন্টর কথায় চলে না। সকল বিভাগের নিজস্ব নীতি রয়েছে।

নিউজার্সি বিএনপির সভাপতিকে নিয়ে ঔদ্বত্যপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন





(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জাহাঙ্গির আলম মিলন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিএনপির দলীয় কার্যক্রম এবং দলের নির্বাচিত সভাপতিকে নিয়ে ঢালাওভাবে মিথ্যাচার ও ঔদ্বত্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। একটি এলাকার সামাজিক সংগঠনের নেতা হয়ে রাজনৈতিক সংগঠন বিএনপি এবং দলের কার্যক্রম নিয়ে কথা বলা কোন নৈতিক অধিকার নেই। এটি শিষ্টাচার বহির্ভুত বলে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়।

নিউজার্সি ষ্টেট (নর্থ) বিএনপির উপদেষ্টা আলাউর রহমান খন্দকার সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল (বিএনপি) একটি বহৎ রাজনৈতিক সংগঠন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিএনপি ও অংগসংগঠনের নেতাকর্মীরা বসবাসরত রয়েছেন। তার দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রবাসে দলের শাখা সংগঠনের সাথে দলীয় কার্যক্রমের জড়িত রয়েছেন এবং দলের সাংগঠনিক পদে নিযুক্ত হোন। সম্প্রতি আমাদের নিউজার্সি বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী ও বিএনপিকে নিয়ে মিথ্যাচার এবং ঔদ্বত্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব নিউজার্সি নামে একটি সংগঠনের প্যাডে এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল লতিফ খান ও সহ সভাপতি জাহাঙ্গির আলম মিলন। আমাদের সংগঠন নিয়ে একটি সামাজিক সংগঠনের কর্মীরা এমন শিষ্টাচার বহির্ভূত বক্তব্য দেওয়ার সাহস কিভাবে দেখান? এজন্য তাদেরকে নি:শর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। নয়তো আমরা সংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।

আলাউর রহমান খন্দকার বলেন, সৈয়দ জুবায়ের আলী ২৭ বছর ধরে নিউজার্সি ষ্টেট বিএনপিকে সংগঠিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দলের বার বার নির্বাচিত সভাপতি তিনি। অথচ সামাজিক সংগঠনের ওই ব্যাক্তিরা একটি প্যাডে লিখেছে সৈয়দ জুবায়ের আলী নাকি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিউজার্সি বিএনপির সভাপতি পদ ধরে আছেন। তাদের এমন মন্তব্য করার কোন এখতিয়ার নেই। কারণ তারা আমাদের সংগঠনের কোন সদস্যও না। তারে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। এজন্য উদ্দেশ্য প্রোণোদিতভাবে তারা সামাজিক সংগঠনের আড়ালে আমাদের দল নিয়ে এমন ঔদ্বত্যপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছে। যা আমাদের দলের ও নেতাদের সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে। এতে আমাদের নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি তারা দেশে থাকতে আওয়ামী লীগের ও ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। সৈয়দ জুবায়ের আলী যুক্তরাষ্ট্রে ৩ দশকের বেশি সময় ধরে আছেন। দেশে তিনি বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক সংগঠক হিসেবে বেশ পরিচিত। এখানেও নিউজার্সীসহ যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির রাজনীতির সাথে বেশ পরিচিত ও সক্রিয়। এ ছাড়াও তিনি প্রবাসী কমিউনিটির সংগঠন মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নিউজার্সির প্রতিষ্ঠাতা ও আহবায়ক ছিলেন। মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের দুইবারের সভাপতি ছিলেন। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যের দায়িত্বে রয়েছেন। প্যাটারসন মসজিদ আল ফেরদৌসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও মসজিদ পরিচালনা কমিটি সভাপতি তিনি। দেশে শাহ সৈয়দ রাশীদ আলী ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন মানবিক সংগঠনের সাথে জড়িত। নিউজার্সিতে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এতে কতিপয় ব্যক্তি ইর্ষাণ্বিত হয়ে তাকে নিয়ে মিথ্যাচার ও প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। তাদের এমন মিথ্যাচারের প্রতিবাদ জানাই।

সংবাদ সম্মেলনে সৈয়দ জুবায়ের আলী বলেন, আমার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান দেখে ঈর্ষাণ্বিত হয়ে কয়েকটি লোক মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। আমাকে নিয়ে মন্তব্য করার বিষয়ে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু আমার দলকে নিয়ে যে মিথ্যাচার করছে এজন্য ক্ষমা চাইতে হবে তাদের।

সংবাদ সম্মেলনে নিউজার্সি ষ্টেট (নর্থ) বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হোসেন পাঠান বাচ্ছুর পরিচলানায় বক্তব্য রাখেন, নিউজার্সি ষ্টেট বিএনপির উপদেষ্টা গোলাম রব্বানী শাহিন। এ সময় সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।



কিভাবে কমন কোর শিক্ষার্থীদের কলেজ এবং পেশাগত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করে

নিউইয়র্ক: কমন কোর স্টেট স্ট্যান্ডার্ডস (CCSS) একটি ধারাবাহিক কাঠামো প্রদান করে যা শিক্ষার্থীদের কলেজ এবং কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করতে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান এবং কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার ওপর জোর দেয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং গণিত অন্তর্ভুক্ত করে, এই স্ট্যান্ডার্ডগুলি মুখস্থ করার পরিবর্তে গভীর শিক্ষা এবং বাস্তব জীবনের উপর ভিত্তি করে। এটি কলেজের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, শিক্ষার্থীদের একটি শক্তিশালী একাডেমিক ভিত্তি, উন্নত পাঠ এবং লেখার দক্ষতা এবং জটিল সমস্যাগুলি স্বাধীনভাবে মোকাবেলার সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে।

অতিরিক্তভাবে, কমন কোর কর্মজীবনের প্রস্তুতি উন্নত করে স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতার মাধ্যমে, যা ক্যারিয়ারের প্রস্তুতিকে উৎসাহিত করে এবং বিশ্বব্যাপী কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। পরিবারের জন্য, এই মানগুলি স্বচ্ছতা এবং সামঞ্জস্য প্রদান করে, বিশেষ করে যারা এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্র স্থানান্তরিত হয় তাদের জন্য, যা স্থির একাডেমিক অগ্রগতি এবং সাফল্যের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে।

বিপুল উৎসাহে ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো অনুষ্ঠিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
এবং উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করতে মনোনিবেশ করা, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের নতুন ব্যবসার জন্য পরামর্শ এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ করে স্মল বিজনেসকে প্রমোট করতেই শনিবার (২৩ নভেম্বর) দিনব্যাপী লাগোর্ডিয়া মেরিয়ট হোটেলের বলরুমে এই এক্সপো'র আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এক্সপোতে ১৪ জন বিশিষ্ট নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা জানানো হয়। তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় ক্রেস্ট। এক্সপোতে অর্ধশতাধিক স্টল প্রদর্শনী ছিলো। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য এবং সেবাসমূহ প্রদর্শনের সুযোগ পায়। এতে মর্টগেজ, ব্যাংক, সিপিএ, রিয়েল এস্টেট, রেষ্টুরেন্ট প্রভৃতি ক্যাটাগরীর স্টল দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। আয়োজকদের প্রত্যাশা এমন এক্সপো বাংলাদেশী কমিউনিটির উপকারের পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

সকালে ব্রেকফাস্ট পরিবেশেনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এবারের এক্সপো'র কর্মকান্ড চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এক্সপো'র কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, আমন্ত্রিত অতিথি ও আয়োজকদেও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, বিজনেস সেমিনার, জনপ্রিয় খলিল বিরিয়ানীকে ফ্রানচাইজ-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রভৃতি।

এক্সপো'র বিভিন্ন পর্বে নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান কে মামদানী সহ মূলধারার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। ইউএসবিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোঃ লিটন আহমেদ সহ বোর্ড সদস্য শেখ ফরহাদ, আহাদ আলী সিপিএ, ইসমাইল আহমেদ, মিলি এ ভূঁইয়া, রফিক খান, মোঃ বদরুদ্দুজা সাগর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউএসবিসিসিআই) যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি প্রধান সংস্থা। ইউএসবিসিসিআই বাংলাদেশী-আমেরিকান উদ্যোক্তা এবং পেশাদারদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে যা সহযোগিতা এবং সমর্থনের সুযোগ প্রদান করে। যা বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আরও ক্ষমতায়িত এবং ভবিষ্যতের সাফল্যের পথ তৈরি করে।





















The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

নির্বাচন কমিশন গঠন

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু

অন্তর্বর্তী সরকার নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। গত ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সাবেক সচিব এ এম এম নাসির উদ্দীনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এ নির্বাচন কমিশনে অন্য চার সদস্য হচ্ছেন, সাবেক অতিরিক্ত সচিব আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ অবদুর রহমানেল মাসুদ, সাবেক যুগ্মসচিব বেগম তহমিদা আহমদ এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন তাদের নিয়োগ দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ। উল্লেখ্য, গত ৩১ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন গঠন উপলক্ষে ৬ সদস্যের একটি সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। সার্চ কমিটিতে বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো নাম প্রস্তাব করে। তারই আলোকে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। এই নির্বাচন কমিশনের উপর বিএনপিসহ অন্য রাজনৈতিক দল আস্থা রাখতে চায় বলে ইতোমধ্যে বলেছে। বিএনপি ও তার মিত্র দলগুলো নির্বাচন কমিশন গঠন করে ভোটের দ্রুত প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য বিগত দিনগুলোতে অন্তর্বর্তী সরকারকে তাগিদ দিয়ে আসছিল। নির্বাচন কমিশন গঠনের পর বিএনপির নেতৃবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, এর মাধ্যমে দেশ নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

> **“নির্বাচনী যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাতে অন্তর্বর্তী সরকার একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে পারবে। দেশ নতুন করে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রবেশ করবে। দেশের মানুষ দেখেছে, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা বিগত সাড়ে ১৫ বছরে কীভাবে একের পর এক জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া ধ্বংস করে দেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছিল।”**

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার মেয়াদের ১০০ দিন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে দ্রুত নির্বাচন প্রক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নির্বাচনের ট্রেন চলতে শুরু করেছে। দেখা যাচ্ছে, তাঁর ভাষণের কদিনের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা আশা করছে, এর মাধ্যমে নির্বাচনী যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাতে অন্তর্বর্তী সরকার একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে পারবে। দেশ নতুন করে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রবেশ করবে। দেশের মানুষ দেখেছে, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা বিগত সাড়ে ১৫ বছরে কীভাবে একের পর এক জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া ধ্বংস করে দেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছিল। '১৪, '১৮ এবং '২৪-এ বিনাভোট, রাতের ভোট, ডামি নির্বাচন করে পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য এ ধরনের প্রহসনমূলক ও অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন করেছে। দেশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। আজকের যে তরুণ প্রজন্ম, তারা ভোট কি জিনিস জানে না। তারা ভোট দিতে পারেনি। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ার এমন নজির বিশ্বে বিরল। শেখ হাসিনা যে তিনটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেছিল, তার প্রত্যেকটি ছিল তার অনুগত এবং দলদাস। তারা হাসিনার আঙ্গুল হেলনের বাইরে যেত না। একের পর এক প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন করে এসব নির্বাচন কমিশন দেশকে হাসিনার ফ্যাসিসজমকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। মানুষ অবধারিতভাবেই জানত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তার অনুগত দলের প্রার্থী ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থীর বিজয়ের কোনো সুযোগ নেই। আওয়ামী লীগ যাকেই নমিনেশন দিত, সে নিশ্চিতভাবেই পাশ করত। নমিনেশন পাওয়া মানেই তার পাশ নিশ্চিত এবং ভোট ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ফ্যাসিস্ট হাসিনা এভাবে নির্বাচন করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

মূলত: এর সূত্রপাত হয়, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে তুলে দেয়া নিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের রায়ের মধ্য দিয়ে। এতে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা তার ইচ্ছামতো দলদাস ব্যক্তিদের দিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করে দলীয় সরকারের অধীনে প্রহসনের ভোট আয়োজন করে পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছিল। গণতন্ত্রকে বিদায় করে দিয়েছিল। দুর্নীতি, খুন, গুম, ন্যায়বিচারহীনতাসহ সীমাহীন অনিয়মের মধ্যে দেশকে নিক্ষেপের দায় শেখ হাসিনা, বিচারপতি খায়রুল হক, তিন নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতন ও পলায়নের মধ্য দিয়ে দেড় দশকের বেশি সময় ধরা চলা দেশের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন, জনপ্রশাসন, পুলিশ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও আদালত সংস্কারের কমিশন গঠন করেন। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে কার্যত অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার সূচনা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ প্রশস্ত হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার একজন সৎ ও দক্ষ ব্যক্তি। অন্য নিবার্চন কমিশনাররাও তাদের যোগ্যতাবলে নিয়োগ পেয়েছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, মানুষ যাতে নিজের পছন্দের প্রতীকে ভোট দিতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সার্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয়ার চেষ্টা চালাবেন। তার এই সদিচ্ছা বাস্তবায়নে বিএনপিসহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সম্মিলিত প্রয়াসে নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হবে। নতুন নির্বাচন কমিশনের উপর এখন অনেক দায়িত্ব। ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও ভুয়া ভোটার বাদ দিয়ে একটি সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সময় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করা হয়েছিল। এসব দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করে নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বচ্ছ ও দক্ষ সচিবালয়ে পরিণত করতে হবে। এজন্য যে ধরনের সহযোগিতা ও অর্থের প্রয়োজন, অর্থ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তা দ্রুত সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণের কোনো সুযোগ নেই। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারদের মনে রাখতে হবে, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার বিদায়ের পর যে নতুন বাংলাদেশের সূচনা হয়েছে, তার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তারা যদি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্রকে পুন:প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে তারা দেশের ইতিহাসে 'হিরো' হয়ে থাকবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণবহিষ্কার অভিযান

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতি সব সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের প্রশাসনের সময় অভিবাসন আইনপ্রয়োগের হার এবং বহিষ্কারের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অনথিভুক্ত মেক্সিকান অভিবাসীদের ওপর পরিচালিত হয়েছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণবহিষ্কার অভিযান। যার নাম ছিল 'অপারেশন ওয়েটব্যাক'। প্রেসিডেন্ট ডুইট আইজেনহাওয়ার শাসনামলে চালু হওয়া এই অভিযানে প্রায় ১৩ লাখ মানুষকে তাদের জীবন ও কাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মেক্সিকোতে ফেলে আসা হয়। যদিও এই সংখ্যাটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, অনেকেই বলছেন প্রকৃত সংখ্যা ৩ লাখের কাছাকাছি হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন আইনপ্রয়োগের ইতিহাস বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের প্রশাসনের নীতিমালা এবং সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে। ১৮৯২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অভিবাসন নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল অভিবাসীদের বহিষ্কার। প্রায়ই রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিফলনে বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের অধীনে এই বহিষ্কারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিবাসী বহিষ্কার করেছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, যিনি তার আট বছরের মেয়াদে ৩০ লাখ ৬৬ হাজার ৪৫৭ জন অভিবাসীকে বহিষ্কার করেন। তার পরই রয়েছেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, যিনি তার মেয়াদে ২০ লাখ ১২ হাজর ৫৩৯ জনকে বহিষ্কার করেন। ওবামার নীতিতে অপরাধে জড়িত অভিবাসীদের ওপর জোর দেওয়া হলেও অনেক পরিবার এবং কমিউনিটি এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহিষ্কারের সংখ্যার ভিত্তিতে শীর্ষ পাঁচ প্রেসিডেন্টদের মধ্যে রয়েছেন বিল ক্লিনটন, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রোনাল্ড রিগান। এ তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতির ক্রমবর্ধমান কঠোরতার একটি চিত্র তুলে ধরে এবং এ থেকে বোঝা যায় যে, অভিবাসন আইন প্রয়োগ কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে।

জর্জ ডব্লিউ বুশ : তার সময়ে ২০ লাখ ১২ হাজার ৫৩৯ জন অভিবাসী বহিষ্কার করা হয়। তার প্রশাসন সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অভিবাসন আইন কঠোর করার দিকে জোর দেয়।

বিল ক্লিনটন : আট বছরের মেয়াদে তিনি ৮ লাখ ৬৯ হাজার ৬৪৬ জন অভিবাসী বহিষ্কার করেন। ১৯৯৬ সালের 'ইলিগ্যাল ইমিগ্রেশন রিফর্ম অ্যান্ড ইমিগ্র্যান্ট রেসপন্সিবিলিটি অ্যাক্ট'-এর ফলে বহিষ্কারের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প : চার বছরে তার প্রশাসন ৫ লাখ ৫১ হাজার ৪৪৯ জন অভিবাসীকে বহিষ্কার করেন। তার কঠোর অভিবাসন নীতি বহিষ্কারের ক্ষেত্রে দ্রুততা নিয়ে আসে।

রোনাল্ড রিগান : আট বছরের মেয়াদে তিনি ১ লাখ ৬৮ হাজার ৩৬৪ জন অভিবাসী বহিষ্কার করেন। যদিও এই সংখ্যা পরবর্তী প্রশাসনের তুলনায় কম, তবে তা তার সময়ের অভিবাসন নীতির একটি প্রতিফলন।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতি সব সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের প্রশাসনের সময় অভিবাসন আইনপ্রয়োগের হার এবং বহিষ্কারের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ১৮৯২ সালে বহিষ্কারের ডেটা সংরক্ষণ শুরু হলে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেঞ্জামিন হ্যারিসন (রিপাবলিকান) এক বছরে মাত্র ২ হাজার ৮০১ জন মানুষকে বহিষ্কার করেন। এরপর গ্রোভার ক্লিভল্যান্ডের (ডেমোক্র্যাট) সময় চার বছরে মোট ৯ হাজার ৬৯ জন মানুষ বহিষ্কৃত হয়, যার বার্ষিক গড় ছিল ২ হাজার ২৬৭ জন। ঊনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের শুরুতে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলে ১৭ হাজার ৬৪২ জন এবং থিওডোর রুজভেল্ট ৭৬ হাজার ৩৯০ জন মানুষকে বহিষ্কার করেন। বিশেষত, উইলিয়াম এইচ টাফটের সময় বহিষ্কারের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে বার্ষিক গড় দাঁড়ায় ২০ হাজার ৭৮৮ জন।

ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের প্রশাসন আট বছরে ১ লাখ ৬২ হাজার ৩৭১ জন মানুষকে বহিষ্কার করে, যার বার্ষিক গড় ছিল ২০ হাজার ২৯৬ জন। এরপর রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ওয়ারেন হার্ডিং তিন বছরে ৬০ হাজার ৬৫২ জনকে এবং ক্যালভিন কুলিজ পাঁচ বছরে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯১৩ জনকে বহিষ্কার করেন। কুলিজের বার্ষিক গড় বহিষ্কার ছিল ৩২ হাজার ৯৮৩ জন, যা ওই সময়ে সর্বোচ্চ।

১৯৩০-এর দশকের অর্থনৈতিক মন্দার সময় রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভারের চার বছরে ১ লাখ ১০ হাজার ২৭৫ জন মানুষ বহিষ্কৃত হন। ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, যিনি ১৩ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, তার সময় মোট ১ লাখ ৭১ হাজার ৯৩৯ জন মানুষকে বহিষ্কার করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে হ্যারি এস. ট্রুম্যানের (ডেমোক্র্যাট) সময় সাত বছরে ১ লাখ ৪০ হাজার ৫৫৩ জন মানুষকে বহিষ্কার করা হয়।

ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার (রিপাবলিকান) আট বছরে ১ লাখ ১০ হাজার ১৯ জন মানুষ বহিষ্কার করেন, যার বার্ষিক গড় ছিল ১৩ হাজার ৭৫২ জন। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি (ডেমোক্র্যাট) তার তিন বছরের মেয়াদে ২৩ হাজার ৯৬৯ জন মানুষ বহিষ্কার করেন। লিন্ডন বি জনসনের (ডেমোক্র্যাট) পাঁচ বছরে ৪৮ হাজার ৭৩৭ জন বহিষ্কৃত হন।

১৯৭০ এর দশকে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পাঁচ বছরে ৮১ হাজার ২২ জন এবং জেরাল্ড ফোর্ড তিন বছরে ৮২ হাজার ৩১৬ জন মানুষকে বহিষ্কার করেন। জিমি কার্টারের (ডেমোক্র্যাট) চার বছরের মেয়াদে ১ লাখ ৫ হাজার ৩৭৮ জন মানুষ বহিষ্কার হন। এরপর রোনাল্ড রিগানের (রিপাবলিকান) আট বছরের প্রশাসনে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৩৬৪ জন মানুষ বহিষ্কৃত হন।

১৯৯০ এর দশকে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ চার বছরে ১ লাখ ৪১ হাজার ৩২৬ জন মানুষকে বহিষ্কার করেন, যার বার্ষিক গড় ছিল ৩৫ হাজার ৩৩২ জন। তার পরবর্তী ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের আট বছরের মেয়াদে ৮ লাখ ৬৯ হাজার ৬৪৬ জন মানুষ বহিষ্কার হন, যা প্রতি বছর গড়ে ১ লাখ ৮ হাজার ৭০৬ জন।

২০০০ সালের পর অভিবাসীদের বহিষ্কারের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তার আট বছরের মেয়াদে ২০ লাখ ১২ হাজার ৫৩৯ জন মানুষকে বহিষ্কার করেন, যার বার্ষিক গড় ছিল ২ লাখ ৫১ হাজার ৫৬৭ জন। তবে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময় (ডেমোক্র্যাট) বহিষ্কারের সংখ্যা সর্বোচ্চ রেকর্ড ছোঁয়। তার আট বছরের প্রশাসনে ৩০ লাখ ৬৬ হাজার ৪৫৭ জন মানুষ বহিষ্কার হন, যা প্রতি বছর গড়ে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৩০৭ জন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের (রিপাবলিকান) প্রশাসনের প্রথম দুই বছরে ৫ লাখ ৫১ হাজার ৪৪৯ জন মানুষ বহিষ্কার হন, যার বার্ষিক গড় ছিল ২ লাখ ৭৫ হাজার ৭২৫ জন। যদিও ট্রাম্প অভিবাসন নীতিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন, তবে তার প্রশাসন বারাক ওবামার বহিষ্কারের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট উভয়েই তাদের সময়ে অভিবাসন নীতি প্রয়োগে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। তবে বারাক ওবামার প্রশাসনের বহিষ্কারের সংখ্যা অভিবাসন নীতির কঠোরতার একটি নজির হয়ে থাকবে। অভিবাসন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় রয়েছে, যা মানবিক দৃষ্টিকোণ এবং কার্যকর নীতিমালা উভয়ই বিবেচনা করতে আহ্বান জানায়।

জানা গেছে, ১৯৪২ সাল থেকে শুরু হওয়া ব্রাসেরো প্রোগ্রাম-যেখানে মেক্সিকোর শ্রমিকরা বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পার- এর মাধ্যমে প্রচুর মেক্সিকান কর্মী দেশটিতে প্রবেশ করেছিলেন। তবে এর বাইরেও হাজার হাজার অনথিভুক্ত অভিবাসী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ খুঁজে নিচ্ছিলেন।

কিন্তু ১৯৫৩ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই অনথিভুক্ত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দক্ষিণ টেক্সাসের কৃষকরা ব্রাসেরো প্রোগ্রাম এ অংশ না নিয়ে, নিয়ম বহির্ভূতভাবে কম বেতনে অভিবাসীদের কাজ করাচ্ছিলেন। এ নিয়ে বর্ডার পেট্রোলের প্রধান হারলন বি. কার্টার প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে বললেন, এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বড় ধরনের অভিযান চালানো প্রয়োজন। ১৯৫৪ সালে 'অপারেশন ওয়েটব্যাক' শুরু হয়। এই অভিযানে সামরিক কৌশল ও প্রোপাগান্ডা ব্যবহার করে সীমান্ত পেট্রোল বাহিনী ও স্থানীয় কর্মকর্তারা অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। তারা কারখানা, কৃষিক্ষেত্র এবং অন্যান্য কর্মস্থলে অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার অভিবাসীকে ধরে নিয়ে যায়।



১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অনথিভুক্ত মেক্সিকান অভিবাসীদের ওপর পরিচালিত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণবহিষ্কার অভিযান 'অপারেশন ওয়েটব্যাক'।

অভিযানের নৃশংসতা

অভিযানের সময়, অভিবাসীদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষকে বাস, নৌকা এবং প্লেনে করে এমন মেক্সিকান অঞ্চলে পাঠানো হয়, যেখানে তাদের কোনো পরিচিত জন ছিল না। অনেকেই এই অজানা অঞ্চলে নিজেদের জীবন নতুন করে শুরু করতে হিমশিম খেয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে, অভিবাসীদের এমন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে পরিবেশ ছিল চরম প্রতিকূল। টেক্সাসে, অভিবাসীদের একটি বড় অংশকে জাহাজে গাদাগাদি করে পাঠানো হয়, যা পরে 'দাস জাহাজের' সাথে তুলনা করা হয়। অনেকেই হিটস্ট্রোক, রোগ এবং অন্যান্য কারণে মৃত্যুবরণ করেন। বর্ণবাদ ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন 'অপারেশন ওয়েটব্যাক' একটি বর্ণবাদী উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত। মেক্সিকান অভিবাসীদের প্রতি তৎকালীন সমাজের মনোভাব ছিল অত্যন্ত নেতিবাচক। তাদের 'নোংরা', 'রোগবাহী', এবং 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' হিসেবে চিত্রিত করা হতো। এই অভিযানে শুধু অনথিভুক্ত অভিবাসী নয়, অনেক আমেরিকান নাগরিককেও অবৈধভাবে মেক্সিকোতে পাঠানো হয়েছিল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মেক্সিকান অভিবাসীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের পদক্ষেপ নতুন কিছু ছিল না। ১৯৩০-এর মহামন্দার সময়ও, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৮ লাখ মেক্সিকানকে, যাদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই আমেরিকান নাগরিক, দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ব্রাসেরো প্রোগ্রামের অধীনে ১৯৪২ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে প্রায় ৪৬ লাখ মেক্সিকান শ্রমিক বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করেছিলেন। তবুও অনথিভুক্ত অভিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং কঠোর আইন প্রয়োগ অভিবাসন সমস্যা আরো জটিল করে তোলে।

'অপারেশন ওয়েটব্যাক' ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। এটি শুধু অনথিভুক্ত অভিবাসীদের উপরই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত লাতিনো সম্প্রদায়ের ওপর দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট।

রাজনীতিতে তৃতীয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এক/এগারোর সময়ও এমন আলোচনা সামনে এসেছিল। নতুন রাজনৈতিক শক্তি গড়ার বড় চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু তখন তা হালে পানি পায়নি। কারণ যেসব দল ও পক্ষকে এক করে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছিল তাদের কোনো জনসমর্থন ছিল না। রাজনীতির মাঠে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। জনমানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। যে কারণে তখন বিএনপি-আওয়ামী লীগের বাইরে তৃতীয় কোনো শক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। উল্টো ক্ষমতার ছায়ায় গড়ে ওঠা দলগুলোর কিংস পার্টির খেতাব পেয়েছিল। এক/এগারোর সরকার ২০০৮ সালে যে নির্বাচন দিয়েছিল সেখানে এই বিএনপি ও আওয়ামী লীগই ছিল মূল রাজনৈতিক শক্তি। বাকিরা বড় কোনো চমক দেখাতে পারেনি। বলা হচ্ছে এবারের প্রেক্ষাপট আর এক/এগারোর প্রেক্ষাপট এক নয়। এবার ভিন্ন এক পরিস্থিতি হাজির হয়েছে। ছাত্র-জনতা যে নজিরবিহীন অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছে তার মাধ্যমে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষ অনাস্থা জানিয়েছে। একতান্ত্রিক মানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত সরকার ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। জুলাই-আগস্টের গণআন্দোলনে মানুষ সক্রিয় অংশ নিয়ে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য রায় দিয়েছে। আর এটি নিশ্চিত করতে হলে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন বলেও মনে করছেন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

☒আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দায়িত্ব নেয়া অন্তবর্তীকালীন সরকার ইতিমধ্যে সাড়ে তিন মাস সময় পার করেছে। এই সময়ে সংস্কারের নানামুখী পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে আলোচনাও আছে। সময়ে সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন নিয়ে যেসব বক্তব্য দেয়া হচ্ছে তাতে সংশয়-সন্দেহও তৈরি হয়েছে দলগুলোর মধ্যে। ঠিক কবে নাগাদ নির্বাচন হতে পারে তার স্পষ্ট কোনো ঘোষণা এখনো দেয়া হয়নি। নির্বাচনের কোনো রূপরেখাও প্রকাশ করা হয়নি। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস অবশ্য জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে নির্বাচনী ট্রেন ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন। ট্রেনটি শেষ স্টেশনে কখন পৌঁছাবে তা অবশ্য খোলাসা করেননি প্রফেসর ড. ইউনূস। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে বল ঠেলে দিয়েছেন তিনি। দেড়, দুই বা তারও বেশি সময় পর নির্বাচন হতে পারে- এমন কথাবার্তা অবশ্য সরকারের উপদেষ্টাদের মুখ থেকেই আসছে। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এ এম এম নাসির উদ্দীনকে। এ ছাড়া অন্য চার কমিশনারও নিয়োগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। এই নির্বাচন কমিশনই আসন্ন জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করবে। নতুন ইসি গঠনের মাধ্যমে সরকার নির্বাচন আয়োজনের প্রাথমিক পর্ব শুরু করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো, যখনই নির্বাচন হোক, এই নির্বাচনে কোন কোন দল অংশ নেবে, গণআন্দোলনে বিদায় নেয়া আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে কোনো ফরম্যাটে অংশ নিতে পারবে কিনা? বিদ্যমান দলগুলোর সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক দল বা শক্তি এই নির্বাচনে যুক্ত হবে কিনা? এসব প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট উত্তর পেতে অবশ্য আমাদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবে আপাতত আলামত বলছে, বিদ্যমান দলগুলোর সঙ্গে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে নতুন রাজনৈতিক দল বা শক্তির অংশ নেয়া প্রায় নিশ্চিত। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া ছাত্রনেতারা ইতিমধ্যে এ ধরনের রাজনৈতিক শক্তি গড়ার তৎপরতা শুরু করেছেন। এটি রাজনৈতিক দল হবে নাকি রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম হবে তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শীর্ষ নেতারা নতুন রাজনৈতিক দলে যুক্ত হবেন কিনা, সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে যেসব নেতা দায়িত্ব নিয়েছেন তারা শেষ পর্যন্ত কী করবেন তা নিয়েও আলাপ আলোচনা হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। সূত্রের দাবি, শুধু আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়াদের নিয়ে নতুন দল বা শক্তি হবে না, এতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অভিজ্ঞ ও পরিচ্ছন্ন নেতাদের কাউকে কাউকে এই দলে দেখা যেতে পারে। এজন্য কিছু নেতার সঙ্গে আলাপ আলোচনাও হচ্ছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা জাতীয় নাগরিক কমিটিতে থাকা নেতৃবৃন্দ এবং বাইরের বিভিন্ন দলের নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন হতে পারে নতুন দল বা প্ল্যাটফরম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটি সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত হবে নাকি তারা নেপথ্যে থেকে কাজ করবে- এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। এই দুই প্ল্যাটফরমের অবস্থান যাই হোক নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থানে তারাই নেপথ্যে ভূমিকা রাখতে চাইছে। জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন অবশ্য জানিয়েছেন, জাতীয় নাগরিক কমিটি সিভিল সোসাইটির কাজগুলোই করবে। কিন্তু এখান থেকে একটা অংশ যারা রাজনীতিতে আগ্রহী তারা মিলে একটি রাজনৈতিক দল হতে পারে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা তাদের সংগঠনের বিষয়ে বলেছেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কোনো রাজনৈতিক দলে রূপ দেয়া হবে না বলে আমরা একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমরা আমাদের সংগঠনকে সে রকমই রাখতে চাই। তবে কেউ যদি আলাদাভাবে নির্বাচন করতে চায় সেটি তারা করতে পারেন। কার্যক্রম জোরদার করতে ইতিমধ্যে জাতীয় নাগরিক কমিটির ব্যানারে সারা দেশে থানা কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটিও হচ্ছে সারা দেশে। কেন্দ্রীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গ কমিটিও ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করতে গত ৮ই আগস্ট গঠন করা হয় লিয়াজোঁ কমিটি। সেদিন উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেয়ার আগ মুহূর্তে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ছয় সদস্যের লিয়াজোঁ কমিটি ঘোষণা করেন। যেখানে সদস্য করা হয়- মাহফুজ আলম, নাসির উদ্দিন পাটোয়ারী, আরিফুল ইসলাম আদিব, ভূঁইয়া আসাদুজ্জামান, আকরাম হোসাইন ও মামুন আব্দুল্লাহকে। সেদিন সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ ইসলাম বলেছিলেন, লিয়াজোঁ কমিটি আগামী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের লক্ষ্যে সকল অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ ও প্রস্তাবনার কাজ করবে। লিয়াজোঁ কমিটি গঠনের ঠিক এক মাস পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ৮ই সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ ঘটে জাতীয় নাগরিক কমিটির। লিয়াজোঁ কমিটির একাধিক সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটির আত্মপ্রকাশ হয়। ৫৫ সদস্যের ওই কমিটিতে মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে আহ্বায়ক ও আখতার হোসেনকে সদস্য সচিব করা হয়। ওইদিন নাগরিক কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বলা হয়, রাষ্ট্র পুনর্গঠন, ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ ও 'নতুন বাংলাদেশের' রাজনৈতিক বন্দোবস্ত সফল করার লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক অন্যতম সমন্বয়ক ও বর্তমান জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম গত সপ্তাহে টাঙ্গাইলে সাংবাদিকদের বলেন, যে তরুণ প্রজন্ম খুনি হাসিনার পতন ঘটিয়েছে তারা রাজনৈতিক দল গঠন করবে কিনা সেটা বাংলাদেশের মানুষই ঠিক করবে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে বিশ্বাস করি যে, তাদের একত্রিত হয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল থাকা উচিত। যখন বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক দল দুটোর জায়গায় চারটা হবে তখন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মানুষের জন্য কাজ করার যে প্রতিযোগিতা, সেটি বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, জুজুর ভয় দেখিয়ে অনেকে বলছেন মাইনাস ওয়ান, মাইনাস টু ফর্মুলা। আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান বাংলাদেশের ডিমান্ড হচ্ছে মাইনাস টু না বরং প াস টু ফর্মুলা। ☒সারজিস আলম প াস- মাইনাসের যে বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, এটি নিয়ে নানা আলোচনা আছে। এক/এগারোর সময় প্রধান দুই দলের নেতাকে জেলে ভরে মাইনাস টু ফর্মুলা বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তখন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের জেলে দেয়া হয়েছিল। কাউকে কাউকে কিংস পার্টিতে যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন মাইনাস চেষ্টা সফল হয়নি; কারণ মাঠের রাজনীতি বা আমজনতা তাতে সমর্থন দেয়নি। বরং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য উল্টো চাপের কারণ হয়েছিল এই চেষ্টা। এবারো অন্তবর্ত্রতীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর মাইনাস চেষ্টার বিষয়ে আলোচনাও এসেছে। বিএনপি'র কোনো কোনো নেতা এই আলোচনা সামনে আনার চেষ্টা করেছেন। তবে মাঠে কিন্তু এমন কোনো আলামত নেই। বৃহস্পতিবার সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে অবশ্য অন্যরকম দৃশ্য দেখা গেছে। এক যুগ পর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া অংশ নেন এই অনুষ্ঠানে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সরকার, ছাত্র আন্দোলনের নেতারা খালেদা জিয়ার প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন তাতে বিএনপিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। ☒এর বাইরে আওয়ামী লীগকে নিয়ে নানা আলোচনা আছে। দলটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও ধোঁয়াশামোড়া। গণহত্যা-লুটপাটে জড়িত নেতারা আর রাজনীতিতে ফিরতে পারছেন না। পরিচ্ছন্ন নেতাদের নিয়ে দল পরিচালনার মতো অবস্থাও তৈরি হয়নি। নির্বাচনের আগে এমন কোনো চেষ্টা হলেও হতে পারে। কারণ প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি চাইছে আসন্ন নির্বাচনে যাতে সব দল অংশ নিতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসও এ বিষয়ে কথা বলেছেন। বিচারের পর নির্দোষ আওয়ামী লীগ নেতারা রাজনীতি করতে পারবেন- এমন বার্তা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকেও দেয়া হয়েছে। ☒তাই এবার পুরনো মাইনাস তত্ত্ব ফিরতে পারবে তা খুব একটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। বরং ছাত্র আন্দোলনের নেতা সারজিস আলমের প াস তত্ত্ব অনুযায়ী সামনে নতুন রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব হচ্ছে এটি জোর দিয়ে বলা যায়। তবে দেখার বিষয়, নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয় নাকি অন্য কোনো উপায়ে।

সূত্র মানবজমিন

ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আর্থিক সহায়তা দিচ্ছিল তখন এই ব্যক্তি বৈধ আইন এবং নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে মিথ্যা তথ্য দিয়ে অর্থ আত্মসাত করেছে। এইচএসআই'র দেয়া তথ্য অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি ট্যাক্স পেইং অর্থ থেকে জালিয়াতি করে নিজের সম্পদ গড়তে চেয়েছে।

তার বিরুদ্ধে ৯ কাউন্টের ক্রিমিনাল অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রান্ড লারসেনি সেকেন্ড ডিগ্রি, তিন কাউন্টের চুরির অপরাধে সেকেন্ড ডিগ্রি, ২ কাউন্টের অপর গ্রান্ড লারসেনির অপরাধে থার্ড ডিগ্রি, ব্যবসার ভুয়া তথ্যর জন্য ফার্স্ট ডিগ্রি। অপরাধ প্রমাণিত হলে তার সর্বোচ্চ ১৫ বছর জেল হতে পারে।

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি জানিয়েছেন ২০২০ সালের জুন মাসে উক্ত ব্যক্তি কোভিডড়১৯ ইকোনমিক ইনজ্যুরি ডিজাস্টার লোনের জন্য আবেদন করেন ট্রান্সপোর্টেশন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন এমন তথ্য দেখিয়ে। তাকে ৫০,১০০ ডলার প্রদান করা হয় তার ব্যক্তিগত একাউন্টে। পরের বছর মার্চে অপর একটি আবেদন করেন স্মল বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছ পেচেক প্রটেকশন প্রোগ্রামে লোনের জন্য। সে সময় তাকে ২০,৮৩৩ ডলার অনুমোদন দেয়া হয়। এর দুই মাস পরে আবার আবেদন করেন পিপিপি লোনের জন্য। পুনরায় তাকে একই পরিমাণ অর্থ অনুমোদন দেয়া হয়। একই বছর আগস্ট মাসে তিনি ইআইডি লোন চাইলে তার লোনের পরিমাণ ১৫৫,২০০ ডলারে বাড়ানো হয়।

ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি জানান, ২০২৩ সালে নিউইয়র্ক স্টেটের ফ্রড মনিটরিং সার্ভিস তার লোনের অর্থ কোন্ খাতে খরচ হয়েছে তা তদন্ত করতে গিয়ে ধরা পড়ে যে তিনি উক্ত তথ্যে আপস্টেটে তিনটি বাড়ি কিনেছেন। এই মামলাটি ডিএ'র অফিসে ট্রান্সফার করা হয় এ বছর জানুয়ারি মাসে। তদন্তে ধরা পড়ার পর উক্ত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ব্যক্তি ২১ নভেম্বর প্রিসিংক্টে আত্মসমর্পন করেন।

ম্যানহাটানে ছুরিকাঘাতে দুই ব্যক্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছুরিকাঘাতে আহত তৃতীয় ব্যক্তি একজন নারী। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস সাংবাদিকদের বলেছেন, হামলাকারী একজন গৃহহীন ব্যক্তি। সম্প্রতি এক ফৌজদারি মামলায় তাঁর সাজা হয়েছে।

অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে জীবনভর

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করেছে। এর ফলে বৈধ নথিবিহীন অভিবাসীরা সরকারি স্কুলে বিনা বাধায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাবে।

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন ব্যাস ওই অধ্যাদেশে সই করলে এটি কার্যকর হবে।

অপরদিকে ভুল তথ্যে অভিবাসীদের আতংকিত করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক এডামস। সিটি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, অভিবাসীদের গণডিপোর্টেশন বিষয়টি সামনে এলে, তারা সে সব বিষয়ে নজর দিবেন। মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক এডামস এ ব্যাপারে তার অবস্থান ব্যক্ত করে বলেন, নিউইয়র্ক হচ্ছে ল্যান্ড অব ইমিগ্রান্টস। এখানে অভিবাসীদের সুরক্ষায় স্যাংকচুয়ারী নীতি রয়েছে। যাদেও বৈধ কাগজপত্র রয়েছে কিংবা আইনগতভাবে যে প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, তার পাশে সিটি রয়েছে। আর যারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছেন কিংবা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন কিংবা কোনো হিংসাত্মক অপরাধে যুক্ত রয়েছেন-তাদের এ দেশে থাকা উচিত হবে না বলে মন্তব্য করেছেন। এরিক এডামস অবশ্য অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধিও জন্য ভঙ্গুর অভিবাসী ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, সময় এসেছে অভিবাসী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ঠিক করার দিকে জোর দেয়া উচিত।

অবশ্য ট্রাম্প তার ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য এর মধ্যে নিয়োগ দিয়েছেন দু'জনকে। এদের মধ্যে একজন সীমান্ত জার হিসেবে খ্যাতি পাওয়া টম হোম্যান। ট্রাম্পের 'সীমান্ত জার' হিসেবে পরিচিত টম হোম্যান বলেছেন, নগরগুলো নিজেদের 'স্যাঙ্কচুয়ারি' ঘোষণা করে ভবিষ্যৎ ট্রাম্প প্রশাসনকে তাদের লক্ষ্য পূরণে আটকে রাখতে পারবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো শিশুর শরীরে 'বার্ড ফ্লু' শনাক্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শরীরে বার্ড ফ্লু শনাক্ত হয়। শিশুটির বয়স ও বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশ করেনি কর্তৃপক্ষ।

ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, শিশুটির শরীরে বার্ড ফ্লুর মৃদু অবস্থা শনাক্ত হয়, যা সম্ভবত অন্যের শরীরে ছড়িয়ে পড়ার মতো আশঙ্কাজনক ছিল না। চার দিন পর পুনরায় পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাস্থ্য বিভাগ দেশবাসীকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

মেক্সিকো সীমান্তে

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা এই মালবাহী ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছেন তাদের কাছে দুর্ঘটনার চেয়ে বড় ভাবনার বিষয় অর্থনৈতিক মুক্তি। কারণ এর আগে এভাবে ট্রেনে চড়তে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বা পঙ্গু হয়েছেন- এমন অভিবাসীর সংখ্যা কম নয়। তবুও উন্নত দেশে বসবাসের স্বপ্নে বিভোর এই অভিবাসীরা মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে পাড়ি জমানোর আশা করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর পাড়ি জমানো অভিবাসীদের মধ্যে মেক্সিকো সীমান্তে দিয়ে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ইউএস মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ, স্মরণকালের সবচেয়ে কঠোর অভিবাসন নীতি কিংবা সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিবাসীকে দেশে ফেরত পাঠানো- এমন নানা ঘোষণা দিয়ে নিজের অভিবাসী বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ ২০ জানুয়ারির পর যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করার বেআইনি পদ্ধতিটি আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি কঠিন হতে পারে, এমন আশঙ্কায় তড়িঘড়ি করেই সীমান্তে জড়ো হচ্ছেন অনেক অভিবাসী। আর ট্রাম্পের অভিবাসননীতি জেনেও ভেনেজুয়েলা থেকে মেক্সিকোতে আসা অভিবাসীরা এখনও আস্থা রাখছেন ইউএস প্রেসিডেন্ট ইলেক্টের ওপর। গেল সপ্তাহে ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টের মাধ্যমে ট্রাম্প নিশ্চিত করেন, সীমান্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি জারি করা হবে। নামানো হবে সেনাবাহিনী।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে পাড়ি জমানোর পথ থেকে সরে আসতে হবে অভিবাসন প্রত্যাশীদের।

জ্যামাইকায় দোকানে

প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এভিনিউয়ে স্মোক শপে ঢুকে অস্ত্র দেখিয়ে ও গুলিবর্ষণ করে নগদ অর্থ নিয়ে যায় এক ব্যক্তি। পরে ওই ব্যক্তি আরেকটি ফাস্ট ফুডের ঢুকে ডাকাতির চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে ওই ব্যক্তি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে থামতে বললে সে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে অফিসার রিচ ওং হাঁটুতে গুলিবিদ্ধ ও এক পথচারি মহিলা গুলিবদ্ধ হন। অফিসার রিচ ওং ১০৩ প্রিসিঙ্কটে দায়িত্ব পালন করছেন। পুলিশ পাল্টা গুলি ছুঁড়লে ওই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে সড়কে লুটিয়ে পড়ে।

পুলিশ জানায়, জ্যামাইকা হাসপাতালে নেয়ার পর গুলিবদ্ধ গ্যারি ওয়ার্দিকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তার নাম গ্যারি ওয়ার্দি (৫৭)। তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ ১৭টি গুরুতর অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আছে। অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে ওয়ার্দিকে জীবনভর প্যারোলে রাখা হয়েছিল এবং মাত্র ৬ দিন আগেও তাকে একবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়েও গ্যারি আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তিনটি ডাকাতির ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। গুলিবিদ্ধ পুলিশ অফিসার রিচ ওং এবং অপর আহত ২৬ বছর বয়স্কা নারী পথচারিকে জ্যামাইকা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি সোসাইটি'র কোষাধ্যক্ষ মহিউদ্দিনের ইন্তেকাল

নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অতি সম্প্রতি সৌদি আরবে পবিত্র ওমরাহ পালনের সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি বাংলাদেশে যান এবং দেশে শারীরিক পরীক্ষার পর তার ডেঙ্গু জ্বর সনাক্ত হয়। পরবর্তীতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বাংলাদেশ সময় গত ২০ নভেম্বর বুধবার সকাল ১০টার দিকে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে যান। তার আকস্মিক ইন্তেকালের খবরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নোয়াখালীবাসীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শোক প্রকাশ: মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের ইন্তেকালে নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক ও সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, নব নির্বাচিত সভাপতি াতাউর রহমান সেলিম ও নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এদিকে মহিউদ্দিনের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় নোয়াখালী সোসাইটির পক্ষ থেকে শুক্রবার বাদ জুম্মা বেলাল মসজিদে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

দোয়া মাহফিল: বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএস'র ক্যাশিয়ার মরহুম মহিউদ্দীনের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের উদ্যোগে, নিউকার্ক বেলাল মসজিদে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন মসজিদের খতিব মুফতি আনসারুল করীম। মাহফিলে মরহুম মহিউদ্দীনের অতীত জীবনের বিভিন্ন কর্মতৎপরাতার উপর স্মৃতিচারণ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সংগঠনের সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্টি বোর্ড চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু। মাহফিলে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী নর-নারী উপস্থিত ছিলেন। এর আগে নোয়াখালীর সোহেল নামে এক ব্যক্তির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সোহেল ভার্জিনিয়াতে ইন্তেকাল করেন। তবে তার কোন আত্বিয় স্বজনের খবর পাওয়া যায়নি। জাহিদ মিন্টু নিজ দায়িত্বে মরহুম সোহেলের দাফন-কাফন সহ যাবতীয় কাজ সমাধা করেন। জানাজায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কাজি আযম, আব্দুর রব মিয়া, শহীদ উল্লাহ কাইছার, আবদুল মান্নান, মফিজুর রহমান, রুহুল আমিন সিদ্দিকী, মামুনুর রশিদ প্রমুখ অংশ নেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়ুদূষণ : সংকটাপন্ন বিশ্ব



ম আমিনুল হক চুন্নু

বিশ্বব্যাপী মানবজাতির সামনে সবচেয়ে বড় সংকট এখন জলবায়ু পরিবর্তন। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা ক্রমেই বাড়ছে। ক্রমেই বেশি করে ডুবছে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল। বাড়ছে জলবায়ু উদ্বস্তুর সংখ্যা। এই অবস্থায় বৈশ্বিক উদ্যোগ আরো জোরদার করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে বৈশ্বিক উদ্যোগ যেমন কম, সেসবের বাস্তবায়ন আরো হতাশাজনক।

তবে যুদ্ধ মহামারি শুধু মানুষের জীবনকেই বিপন্ন করে না। অনেক কিছুই বদলে দেয়। সভ্যতার নিকট ইতিহাসেই আমরা এমন দেখেছি। স্প্যানিশ ফ্লু পরবর্তী পালটে যাওয়া বিশ্ব, বিপন্ন মানুষের উঠে দাঁড়ানোর ইতিহাস আমাদের জানা। গত শতাব্দীতে দুই দুই বিশ্বযুদ্ধ আমাদের গোটা পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দিয়েছে। সমাজ, পরিবেশ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এনেছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকায়। এর জের ধরে দেশে দেশে যুদ্ধের দামামা বেজেছে। বদলে গেছে বহু দেশের সরকার। মানুষ মরেছে অগনিত।

আমাদের চলমান সময়ে কোভিড-১৯ মহামারি এমন করে বদলে দিয়েছে পরিবেশ ও জলবায়ু এবং মানুষের জীবন। বদলে গেছে কর্মপদ্ধতি। মানুষের আচরণ, বিশ্ব বাস্তবতার এ পরিবর্তন আমাদের চলমান ঘটনা বলেই ঠিক অনুধাবন করতে পারছি না। একসময় ফিরে দেখার অবকাশ হবে, ইতিহাস এ পরিবর্তনের সময়কে কিভাবে চিহ্নিত করবে আমরা জারি না।

বিশ্বের ৮০ লাখের বেশি শিশু এতিম হয়ে গেছে মহামারির কারণে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার অভিভাবকহীন শিশুরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জরিপে দেখা গেছে, শুধু ভারতেই ৩৫ লাখ শিশু তাদের মা-বাবা বা অভিভাবক হারিয়েছে মহামারির সময়। লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক লোরেইন শেইর বলেন, অভিভাবকহীন শিশুদের জন্য বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ও পরিবেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। তবে মা-বাবা ও অভিভাবকহীন অবস্থায় বেড়ে ওঠা শিশুরা মানসিক সুস্থতা নিয়ে কতটা বেড়ে উঠবে, এ নিয়েও উদ্বেগ শুরু হয়েছে।

মহামারি শুধু গত চার বছরেই বিশ্বের সামাল দেয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। এর কারণে বদলে যাওয়া বিশ্বকে কীভাবে সামাল দেয়া হবে বা বিশ্ব এ জলবায়ু পরিবর্তনকে কীভাবে ধারণ করবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার সমূহ কারণ রয়েছে।

গত দুই সপ্তাহ ধরে বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছে তীব্র দাবদাহ। অসহ্য গরমে মানুষসহ সব প্রাণীর নাভিশ্বাস উঠেছে। তীব্র দাবদাহ, দাবানল আর খরায় পড়ছে পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে ভারত মহাসাগর অবধি আবহাওয়ার এ অস্বাভাবিক আচরণে বিপন্ন হয়ে পড়েছে প্রাণীজগত। উইরোপজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র তাপপ্রবাহ আর দাবানল। পুড়ছে ইউরোপ, ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে মরক্কোতেও দাবানলের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। তীব্র দাবদাহে গত দুই সপ্তাহে ইউরোপে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কেবল স্পেন ও পর্তুগালেই মারাগেছে ১ হাজার ১০০ জনের বেশি মানুষ।

ইউরোপ থেকে শুরু করে চীন, মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, ভারত, পাকিস্তান ও মধ্য এশিয়াজুড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'- ১৫ জুলাই ২২ বিভিন্ন দেশে তাপ প্রবাহের একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে, স্পেনের সেভোল শহরে তাপমাত্রা উঠেছে ৪২.২ ডিগ্রী সেলসিয়াসে; ইরানের আহভাজ শহরের তাপমাত্রা উঠেছে ৪৬.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে এবং চীনের সাংহাই শহরের তাপমাত্রা উঠেছে ৩৭.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। আর মধ্যপ্রাচ্যেও বেশিরভাগ বড় শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৫ থেকে ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে। তীব্র দাবদাহে ব্রিটেনে জাতীয় অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখানে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে এমন পূর্বাভাসের পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, গত কয়েক যুগের মধ্যে ভয়াবহ তাপদাহ ও খরায় পুড়ছে পূর্ব আফ্রিকা। এই খরা গত বছর শুরু হয়ে এখনো চলছে। চার মৌসুম পরও সেখানে বৃষ্টির দেখা নেই। এ অঞ্চলের প্রায় ২ কোটি মানুষ চরম অনাহারে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছে, ভারত মহাসাগরের স্রোতের সঙ্গে সম্পর্কিত বসন্তকালীন বৃষ্টি এ অঞ্চলে পৌঁছানোর আগেই সমুদ্রে ঝড়ে পড়েছে, যার কারণে বৃষ্টি হচ্ছে না ভূমি অঞ্চলে।

তাছাড়া পরিবেশ ও বায়ুদূষণে বিশ্বের সব শহরকে পেছনে ফেলে দূষণে শীর্ষে চলে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ দুপুরে এই প্রতিবেদন লেখার সময়েও দূষণে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল শহরটি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এয়ার ভিজুয়ালের তথ্যানুসারে, গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ সকাল পৌনে ৯ টায় ঢাকার বায়ুদূষনের মাত্রা ছিল ২৩৭ পিএম। একই সময় ২৩৬ পিএম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল মঙ্গোলিয়ার উলানবাটোর।

বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্টভিত্তিক এয়ার ভিজ্যুয়ালের তথ্যানুযায়ী ১৯৭ পিএম নিয়ে আফগানিস্তানের কাবুল তৃতীয়, ১৯১ পিএম নিয়ে পাকিস্তানের লাহোর চতুর্থ, ১৮৩ পিএম নিয়ে চীনের চেংদু পঞ্চম এবং ১৮২ পিএম নিয়ে ষষ্ঠ ছিল ভারতের রাজধানী দিল্লী শহর।

২০১৯ সালের মার্চে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ঢাকার বায়ুদূষণের তিনটি প্রধান উৎস হলো ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধোয়া। সবাই জানে কীভাবে এ শহরে দুষণ বাড়ছে, অথচ দূষণরোধে কঠোর বিধিমালা থেকেও তা অকার্যকর হয়ে আছে। বায়ুদূষণ রোধে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয় গত বছর বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ণ করে, এতে জরিমানা অথবা উভয় দন্ডের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে কিন্তু এর কার্যকারিতা চোখে দেখবেন না। তবে মনে রাখতে হবে, সব দোষ কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একার নয়। আপনি আমি যেকোনো আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে কতটুকু সহযোগিতা করছি, সেটা খেয়াল করা খুব দরকার। তবে আইনের সাতপাঁচ না বোঝা খেটে খাওয়া লোকটা সরল ভাষায় আফসোস করে, সে জন্য বলে 'এসব আইন লইয়্যা আমরা কী করব'?

গত (১ জুলাই ২০২৩) কয়েকদিন হতে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলা নেত্রকোনা, সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা শুরু হয়েছে। শিগগিরই বন্যা শুরু হতে পারে তিস্তাবিধৌত নীলফামারী ও লালমনিরহাটে। দেশের ভেতর এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়সহ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে ভারি থেকে অতিভারী বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলের কারণে এমনটি হয়েছে। তাছাড়া অনেকে মন্তব্য করেছেন, জলাবদ্ধতা, খাল ও নদী ভরাট, পানি নিষ্কাশন না হওয়া এবং দখলের কারণে বায়ুদূষনের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে ঈদের ছুটিতে ৩/4 দিন ঢাকাসহ প্রায় সারা দেশে বৃষ্টি হয়। এতে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছিল জেলা শহর ও রাজধানীর মানুষ। আবহাওয়া-জলবায়ু এবং বন্যা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে বর্তমানে বর্ষাকাল চলছে। এই সময়ে বৃষ্টি এবং এ থেকে স্বল্পমেয়াদি বন্যার ঘটঘটা স্বাভাবিক। তবে অল্প সময়ে সেভাবে বিভিন্ন জনপদ বন্যাকবলিত হচ্ছে, সেটাই অস্বাভাবিক।

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণায় বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছিলেন যে, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার হবে। চলতি বছরে দফায় দফায় তাপপ্রবাহ, কয়েক দিনের ব্যবধানে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি, মৌসুমের শুরুতেই বন্যা এবং গত কয়েক বছরের বন্যা ঘূর্ণীঝড় ও দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সতর্কতা বাস্তবতায় পরিনত হয়েছে।

২০২০ সালে জলবায়ুর প্রতিকুল অবস্থার কারণে বিশ্বকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এ কারণে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১৫ হাজার কোটি ডলার। চ্যারিটি সংস্থা ক্রিস্টিয়ান এইড এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য দিয়েছে (সাপ্তাহিক ঠিকানা, ১ জানুয়ারী ২০২১)। এ সময় প্রায় সাড়ে ৩ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১ কোটি ৩৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এসব দূর্যোগের ৬টির শিকার এশিয়া। চীন ও ভারতের বন্যায় ৪ হাজার কোটি ডলারের বেশি ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া বন্যায় বাংলাদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় আমফানে কয়েকদিনেই ১৩শ কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে হ্যারিকেন ও দাবানলে ৬ হাজার কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার দাবানলে দেশটির ২০ ভাগ বন পুড়ে গেছে, মারা গেছে হাজারো বন্যপ্রাণী। আফ্রিকায় শস্যক্ষেত ও সবজি বাগানে পঙ্গপালের আক্রমণের ফলে ৮৫০ কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে। ফেব্রুয়ারীতে আয়ারল্যান্ড, ব্রিটেন ও কয়েকটি ইউরোপের দেশে ঝড় সিয়ারা-র আঘাতের ফলে ১৪ জন প্রাণ হারিয়েছে। ক্ষতি হয়েছে ২৭০ কোটি ডলারের।

এ দিকে দ্য ল্যানসেটের প্রতিবেদনে বলা হয়, নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আর্থিক ক্ষতির মাত্র ৪ শতাংশ বীমাকৃত, যেখানে উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে এই হার ৬০ শতাংশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কতটা চরম হতে পারে চলতি বছর তা হাড়েহাড়ে টের পেয়েছে বিশ্বের অনেক অঞ্চলের বাসিন্দা। পৃথিবীর কোথাও চলতি বছর তীব্র খরা চলছে আবার কোথায় চলছে ব্যাপক বন্যা। এসময় আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বড় বড় নদীর পানিপ্রবাহ কমতে শুরু করেছে। এর প্রভাবে একদিকে সুপেয় পানির উৎস কমে যাচ্ছে, আরেক দিকে চাষাবাদের জন্য পর্যাপ্ত পানির ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে আশংকা করা যাচ্ছে। স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া বিশ্বের ছয়টি বড় নদীর ছবি বিশ্লেষণ করে সিএনএন এ তথ্য দিয়েছে।

কলোরাডো নদী: যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে খরার তীব্রতা কমার তেমন লক্ষণ এখনও দেখা যায়নি। খরার প্রভাবে কলোরাডো নদীর তীর শুকিয়ে যাচ্ছে এবং সরু হয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর দুটি জলাধারের মধ্যে একটি হচ্ছে এই নদী। যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও প্রতিবেশী আফ্রিকার চার কোটি মানুষ এই নদীর ওপর নির্ভরশীল।

ইয়াংজি নদী: এশিয়ার ইয়াংজি নদীর কিছু অঞ্চল শুকিয়ে যাচ্ছে এবং ওই সব এলাকায় নদীর তলদেশ এখন দেখা যাচ্ছে। চীন নয় বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী খরা সতর্কতা ঘোষণা করেছে। ৮ কোটি ৪০ লাখ মানুষের প্রদেশ সিচুয়ানের জলবিদ্যুৎ বিদ্যুতের ৮০ শতাংশ উৎপাদন হয় এই নদী থেকে। নদীতে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার সাথে সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে গেছে।

রাইন নদী: সুইস আল্পসে জন্ম নিয়ে রাইন নদী জার্মানী ও নেদারল্যান্ডের মধ্য দিয়ে উত্তর সাগরে গিয়ে পড়েছে। এটি ইউরোপীয় জাহাজ যাতায়াতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল। কিন্তু এই মুহূর্তে এতে জাহাজ চলাচল মুশলি হয়ে পড়েছে।

পো নদী: এই নদীটি ইতালির পার্বত্য অঞ্চল থেকে বের হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়ে পড়েছে। এটি আপ্লসের শীতকালীন তুষার এবং বসন্তে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতি বছর নদীর চারপাশে বিধ্বংশী বন্যা হয়।

কিন্তু এখন, পো-নদীর চেহারা বদলে গেছে। উত্তর ইতালিতে শীতকাল শুষ্ক ছিল, তাই তুষার থেকে সামান্য জল প্রবাহিত হয়েছে এবং বসন্ত ও গ্রীষ্ম শুষ্ক ছিল, এই অঞ্চলটিতে গত সাত দশকের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র খরা সইতে হচ্ছে। নদী এখন এতটাই শুকিয়ে গেছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের একটি বোমা সম্প্রতি এর শুকনো তলদেশ থেকে পাওয়া গিয়েছে।

তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহর ঘেঁষা টেমস নদীর উৎস অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ মাত্রায় শুকিয়ে গেছে। আশংকা করা হচ্ছে, খরার কবলে পড়তে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য। দেশে শুষ্ক অবস্থা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। দেশটির কয়েকটি অংশে এ বছর উল্লেখযোগ্য পরিমান বৃষ্টিপাতই হয়নি। ইউরোপের অধিকাংশ দেশের মতো ব্রিটেনেও গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম অনুভূত হচ্ছে এবার। তাছাড়া জলবায়ু উষ্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পরিবেশের সঙ্গে বাড়িঘর সময় উপযোগী করে তুলতে না পারলে তাপপ্রবাহে মৃত্যুর আশংকা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হবে বলে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা জনস্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষা। একটি দেশের জনগনের স্বাস্থ্য, গড় আয়ুসহ অনেক কিছুই নির্ভর করে সে দেশের জলবায়ু ও পরিবেশের ওপর। বর্তমানে দেশের পরিবেশের যে অবস্থা তা শুধু চিন্তিত হওয়াই নয় বরং উদ্বেগেরও। তবে ঢাকাসহ দেশের বেশির ভাগ নদ-নদী এখন দখলদারদের কবলে। ভয়ানক দূষণের শিকার প্রতিটি নদী। দখল, দূষণসহ নানা কারণে দেশের নদ-নদী মরতে বসেছে। এ ছাড়া পাথর ও বালু উত্তোলনেও অনেক নদী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সরকারী হিসাবে নদী দখলের সঙ্গে প্রায় ৫৪ হাজার ব্যক্তি ও প্রতিষ্টান জড়িত। যদিও বাস্তবে এ সংখ্যা লক্ষাধিক। দখলবাজরা শুধু নদীর দুই পাড় দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা প্রবহমান নদীর পানিতে বাঁশ-কাঠের মাচা তুলে বানিয়েছে ঘরবাড়ি ও দোকানপাট। পানি প্রবাহে বাধা দিয়ে করছে মাছ চাষ। অন্যদিকে নারায়নগঞ্জে নদী দূষণের তালিকায় রয়েছে ৭৪টি প্রতিষ্টান। দূষণকারীদের মধ্যে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শীর্ষে রয়েছে ঢাকা ওয়াসা। সরকারী হিসাব অনুযায়ী, প্রতিদিন নদীতে ২২৫কোটি লিটার পয়:বর্জ্য ফেলছে ঢাকা ওয়াসা।

বাংলাদেশ ও বিশ্বের পরিবেশ রক্ষায় নিবেদিত আন্তর্জাতিক সংগঠন বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন)-এর পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব ও পরিবেশ মেলা-২০২৩ এর বৈশ্বিক সমন্বয়ক ড. মোঃ খালেকুজ্জামান, আহবায়ক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক ফারুক জামান ও সদস্য সচিব মিনহাজ আহমদ বলেছেন, বাস্তবে ঢাকার চারপাশের চার নদী, সিলেট এর সুরমা ও কুশিয়ারা এবং নারায়নগঞ্জে নদী শীতলক্ষ্যাসহ দেশের আধিকাংশ নদীর অবস্থা আরও করুণ। আর সারা দেশে দূষণের চিত্র ভয়ংকর। নেতারা আরো বলেন, বুড়িগঙ্গা নদীসহ আরো অনেক নদীর দূষণ রোধে আদালতের নির্দেশ, একাধিকবার জরিমানা, নানা ধরণের শাস্তি দেয়া হয়েছে নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা শিল্প কল-কারখানাগুলোকে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও নদী দূষণ বন্ধ করা যাচ্ছে না। পরিবেশবাদী নেতারা বলেন জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষার জন্য সবাইকে কিছু না কিছু কাজ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে যেমন তৎপর থাকতে হবে, তেমনি জনগনকেও সচেতন করার আহবান জানান।

পরিবেশ সুরক্ষায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থানের যে ধারাবাহিক অবনতি ঘটছে, তা সাধারণ মানুষের জন্য বিরাট উদ্বেগ ও আতংকের বিষয়। বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দূষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকিতে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ, বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। বাংলাদেশে প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হয়, তার ২৮ শতাংশ মারা যায় পরিবেশ দূষণজনিত বিভিন্ন অসুখ-বিসুখে। কিন্তু সারা বিশ্বে এ ধরণের মৃত্যুর গড় মাত্র ১৬ শতাংশ। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে এ দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। পরিবেশ দূষণে ২০১৫সালে দেশটির বিভিন্ন শহরে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি-ইপিআই গত বছর বিশ্বের ১৮০টি দেশে সরকারের পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তাতে দেখা যায়, ২০১০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪০ ধাপ পিছিয়ে ১৭৯তম অবস্থানে পৌঁছেছে। আর এই সুচকের ১৮০তম অবস্থানে রয়েছে আফ্রিকার যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ বুরুন্ডি। বনভূমি ধ্বংস, বায়ু, পানি ও প্লাস্টিক-পলিথিন দূষণের শীর্ষে থাকা ১০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম। তবে মানুষের অসচেতনতার কারণে বাড়িয়ে দিচ্ছে পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্যের হুমকি। তাই সবার আগে প্রয়োজন সচেতনতা ও আইনের কঠোর প্রয়োগ।

বাংলাদেশ এনভায়রলমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন) এর উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাক্তার জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, পরিবেশের দূষণ ক্রমে বাড়ছেই। আমাদের বেশ কিছু সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নয়ন কাংখিত পর্যায়ে নেই। অথচ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশ দূষিত হলে অবধারিতভাবে তার প্রভাব পড়ে জনস্বাস্থ্যে। নদী, খাল-বিল-জলাশয় ও বন দখলের হোতাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাষ্ট্রকেই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল।

শাহজালাল (র.) ডিগ্রী কলেজ এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বাকবিশিস নেতা মোঃ শাখাওয়াৎ হোসেন আজাদ বলেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরী। তাছাড়া অন্য একটি বিষয় নির্মম সত্য যে, আমাদের শহরাঞ্চলের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই বললেই চলে। ঢাকার বেশিরভাগ পয়ঃবর্জ্য বুড়িগঙ্গা বা তুরাগ নদে গিয়ে পড়ে, যার ফলে পানি ও পরিবেশ দূষিত হয়ে নানাবিধ রোগব্যধি ছড়াচ্ছে।

বিশ্বের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জনসংখ্যা যতই বাড়ছে বন কেটে, নদী, জলাশয় ভরাট করে বসতি স্থাপনে আবাদি জমি বা ফসলি জমি কমে যাচ্ছে। আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে। পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে বাসযোগ্য ধরনীর পরিবেশকে আমরা ধ্বংস করে ফেলছি, তাই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রতি বছর বৃক্ষরোপন অভিযান পরিচালনা করতে হবে, বনাঞ্চল সংরক্ষণ করতে হবে। সুন্দর ও সুস্থ্য পরিবেশ মানব জীবনকে সুন্দর করে, তাই পরিবেশ যাতে সুন্দর থাকে, মানুষের বাস উপযোগী হয়, সেদিকে আমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা অতি জরুরী।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্টানগুলোর ইতিবাচক ভূমিকা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত রাজনীতিকে জোরালো অবস্থানে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। সারা বিশ্বেই প্রায় রাজনীতির রমরমা সময় এখন। ইউরোপে এ অবস্থা বেশ লক্ষনীয়। সবশেষ গ্রীসেও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 'গ্রীণ পার্টি' পার্লামেন্টে আসন পেয়ে নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ক্ষমতায় আনতে অবদান রেখেছে। ইতিমধ্যেই দেশের প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। জার্মানি, ফ্রান্স, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া, হল্যান্ড, আইসল্যান্ড সর্বত্রই সবুজ অর্থনীতিকে সামনে রেখে রাজনীতি করা দলগুলো ভালো অবস্থানে, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশবান্ধব সরকার, উন্নয়ন সংস্থা ও এনজিও এক সঙ্গে কাজ করছে।

আমেরিকার আসন্ন নির্বাচনে জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি প্রধান ইস্যু হিসেবে ডেমোক্রেটিক দলের সব প্রার্থীই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে স্থান পেয়েছে। ডেমোক্রেটিক দলের কংগ্রেস সদস্য আলেক্সান্দিয়া ওয়াসিও কর্টেজ 'গ্রিন নিউ ডিল' নিয়ে রাজনীতির মাঠে নামার পর থেকেই অনেকেই বিষয়টিকে সবিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছেন। বার্ণি স্যান্ডার্সসহ সব প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থীরাই জলবায়ু পরিবর্তনকে নির্বাচনী এজেন্ডায় অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গিয়েছে, মোট ভোটারদের ৮১শতাংশ (রিপাবলিকান কট্টর পন্থীদের ৫৭ শতাংশসহ) জলবায়ু পরিবর্তনকে ঘিরে হওয়া আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তবে সাবেক প্রেসডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরই জলবায়ু পরিবর্তন ধারার কট্টর বিরোধী। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে গত ২২ ও ২৩ এপ্রিল ২০২৩ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জলবায়ু বিষয়ক শীর্ষক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এতে বিশ্বের ৪০টিরও বেশী দেশ উক্ত সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল। এ সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকায় এসে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরিকে। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান, যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তিতে ফিরে আসায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বৈশ্বিক উদ্যোগে নতুন করে গতি সঞ্চারিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তবে প্যারিস সম্মেলনে বড় অর্থনীতির দেশগুলো জলবায়ু অর্থায়নের জন্য ১০০বিলিয়ন ডলারের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছে খুবই সামান্য। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়েছে আমরাও আশা করছি প্যারিস সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের ফিরে আসা নড়বড়ে বৈশ্বিক উদ্যোগকে জোরদার করবে।

তবে পরিবেশ দূষণের মাত্রা প্রকট হওয়ায় মানব সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। এ থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে চলছে নানা গবেষণা। তারই প্রেক্ষিতে বৈশ্বিক অঙ্গনে তরুণ ও যুবশক্তি সুইডেনের ১৬বছর বয়সী গ্রেটা থানবার্ড যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন গত কয়েক বছর আগে, তা আজ বিস্তৃত ও বেগবান হয়ে এক আপনহীন আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তারুণ্যের শক্তি আজ অপ্রতিরোধ্য। এর ঢেউ বিশ্বের সব দেশেই কমবেশি পড়েছে। বাংলাদেশেও সম্প্রতি গ্রিন পার্টির ব্যানারে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যৌথভাবে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)। বেন প্রতিষ্টাতা সভাপতি ড. নজরুল ইসলাম, বাপা সভাপতি সুলতানা কামাল ও সাধারণ সম্পাদক জামিল নজরুল গত দু'এক বছর আগে ঢাকায় অনুষ্টিত এক সমাবেশে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবি অ্যাসোসিয়েশনের (বেলা) প্রধান সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রমুখ এ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করে বক্তারা গ্রিন পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন সেখানে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গ্রিন পার্টির আবির্ভাব ও সাফল্যের ইতিহাস তুলে ধরে ড. নজরুল ইসলাম বাংলাদেশেও এর উজ্জ্বল সম্ভাবনার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তাই এখনই প্রয়োজন সমন্বিত পরিকল্পনা। তাছাড়াও এই শহর, এই দেশ ও বিশ্বকে বাঁচাতে হবে। সম্মিলিতভাবে মানুষবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি মানুষের মাঝে গণসচেতনা তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। বায়ুদূষণ শুধু ঝুঁকি নয়, এটি অর্থনৈতিক এবং ইকো সিস্টেমের ঝুঁকির কারণ। বায়ুদূষণ শুধু স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ নয়, পরিবেশ ও অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব ফেলছে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা একে অন্যের পরিপূরক। আমাদের জনস্বাস্থ্যে পরিবেশের প্রভাব এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদের অবশ্যই পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন,

৩ কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট, বিজিবি মোতায়েন

দ্বিতীয় দিনেও অস্থিরতা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: রাজধানীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা থামছেই না। রোববার পুরান ঢাকায় হামলা, সংঘর্ষের পর গতকালও ব্যাপক সংঘাত হয়েছে যাত্রাবাড়ী এলাকায়। আগের দিনের ঘটনার সূত্র ধরে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। এসময় তিনটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী চেষ্টা চালালে অবস্থা স্বাভাবিক হয়। হামলা ও ভাঙচুরের কারণে মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর মতো অবস্থা নেই। হামলায় অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাদের কয়েকজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গত রোববার ঢাকা জেলার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা 'সুপার সানডে' ঘোষণা দিয়ে যৌথভাবে হামলা চালায় সোহরাওয়ার্দী, কবি নজরুল ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। এরই প্রেক্ষিতে গতকাল 'মেগা মানডে' ঘোষণা দিয়ে হামলা চালানো হয় মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে। এই কলেজের অধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ নয়ন সংবাদ সম্মেলন করে ৫০/৬০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন। ওদিকে গুলিভর্তি ম্যাগাজিন চুরির অভিযোগে আট হাজার শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যাত্রাবাড়ী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিজিবি। এর আগে রোববার রাতে তেজগাঁও এলাকায় সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলের (বুটেক্স) শিক্ষার্থীরা। রাতে ঘণ্টাব্যাপী এই সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন।

গতকাল সকালে ছোট ছোট দলে সরকারি সেহরাওয়ার্দী কলেজের সামনে জড়ো হতে থাকেন কবি কাজী নজরুল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজসহ অধিভুক্ত ৭ কলেজের শিক্ষার্থীরা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সকাল ১১টার দিকে সোহরাওয়ার্দী কলেজের সামনে আসেন নজরুল কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ। উত্তেজিত শিক্ষার্থীদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করেন তারা। ঝামেলায় না যাওয়ার জন্য তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। তবে অধ্যক্ষদের বাধা উপেক্ষা করে সোহরাওয়ার্দী কলেজের সামনে জড়ো হওয়া প্রায় ৩ থেকে ৪ হাজার শিক্ষার্থী পুরান ঢাকা থেকে হেঁটে যাত্রাবাড়ী হয়ে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ডেমরা এলাকার ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের সামনে পৌঁছান। তাদের অনেকের হাতে ছিল লাঠি। এদিকে নিজেদের কলেজকে রক্ষার জন্য আগে থেকেই ওই কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কয়েকশ' শিক্ষার্থী। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়। এসময় মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দেন এলাকাটির বাসিন্দারাও। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে এলাকাটিতে সংঘর্ষ চললেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো সদস্যকে দেখা যায়নি। এসময় রাস্তায় যাকে পেয়েছে তাকেই বেধড়ক পিটিয়েছেন সোহরাওয়ার্দী-নজরুলের শিক্ষার্থীরা। আহত অনেককে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। কয়েকজন রক্তাক্ত আহত হয়ে আশ্রয় নেন কলেজের ভেতর। এসময় রাস্তায় পার্ক করে রাখা নাহিদ হাসান নামে এক সংবাদকর্মীর মোটরসাইকেলও ভাঙচুর করা হয়। আতঙ্কে পুরো এলাকার যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সংখ্যায় কম হওয়ায় এক পর্যায়ে মূল গেটে তালা দিয়ে কলেজ ছেড়ে চলে যান ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এরপর কলেজটিতে প্রবেশ করে ভাঙচুর ও লুটপাট করে সোহরাওয়ার্দী ও কবি নজরুল কলেজ আরও কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীরা। ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের ১০ তলা দু'টি ভবনের পুরোটা জুড়েই ভাঙচুর চালানো হয়। প্রিন্সিপালের রুম থেকে শুরু করে সকল রুম তছনছ করা হয়। কলেজের লিফট থেকে শুরু করে ল্যাব রুম কিছুই রেহাই পায়নি। বেলা ৩টার পর সেখানে আসেন সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা। তখনো ৭ কলেজের শিক্ষার্থীদের দখলে ছিল মোল্লা কলেজ। পরে সেনাসদস্যরা মাইকিং করে তাদের শান্ত হওয়ার অনুরোধ করেন। ফিরে যেতে বলেন। এক পর্যায়ে বিকাল চারটার পর সেখান থেকে ফিরে যান তারা। শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে পুলিশ কোনো ধরনের টিয়ার গ্যাস বা গুলি না ছুড়লেও মোহাম্মদ নাফী নামে মাহবুবুর রহমান কলেজের একাদশ শ্রেণির এক শিক্ষার্থী পেটে গুলিবিদ্ধ হন। তিনি ডেমরার বামৈল বাজার এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। তার মাথায়ও ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। আহত কলেজ শিক্ষার্থীর খালু মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, সকালে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মারামারির খবর শুনে বাসা থেকে বের হয় নাফী। একটু পরেই সে গুলিবিদ্ধ হয়। পরবর্তীতে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ডেমরার রয়েল হাসপাতালে নিয়ে যান। আমরা খবর পেয়ে তাকে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি। কারা গুলি করেছে আমরা জানতে পারিনি। রাফীর বড় ভাই নিলয় বলেন, আমার ভাই মারামারি দেখতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। সে যখন গুলিবিদ্ধ হয় সেই সময় স্পটে কোনো পুলিশ ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে থেকেই কেউ না কেউ গুলি করেছে।

মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রাতুল সরকার বলেন, আজকে আমাদের কলেজে হামলা করার জন্য তারা আগে থেকেই 'মেগা মানডে' কর্মসূচি ফেসবুকে ঘোষণা দিয়েছিল। এটা সবাই জানে। আমরা একাধিকবার পুলিশকে জানিয়েছি। আজকে তারা হামলা করলে আমরা পুলিশকে আসতে বলি ৯৯৯ এ কল দিয়ে। কিন্তু পুলিশ এসেছে অনেক পরে। মোল া কলেজের শিক্ষার্থী আব্দুল হাই শিকদার বলেন, হামলা করতে আসারা তো অনেক বড়। কারও কারও আইডি কার্ড ছিল গলায়। বাকিদের ছিল না।

সোহ রাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থী তুহিন বলেন, মোল্লা কলেজের নেতৃত্বে ঢাকার বেশ কয়েকটি কলেজ একত্রিত হয়ে কবি নজরুল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এ ঘটনায় সোহ্রাওয়ার্দী কলেজের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে। আমরা রোববার রাত থেকে সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত প্রশাসনকে সময় দিয়েছিলাম এ ঘটনার সুষ্ঠু একটা সমাধান করার জন্য। কিন্তু আমাদের দেয়া সময়ের ভেতর তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি তারা। তাই সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে আমরা দুইটি কলেজের শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে সেখানে গেলে তারা আমাদের ওপর হামলা চালায়। তুহিনের ভাষ্য, আমাদের কিছু শিক্ষার্থী তাদের ধাওয়া করে মোল্লা কলেজের দ্বিতীয় তলায় উঠলে তারা আমাদের অনেক শিক্ষার্থীকে অবরুদ্ধ করে রাখে।

গত ১৬ই নভেম্বর মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থী অভিজিৎ হাওলাদার ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয়। ১৮ই নভেম্বর তার মৃত্যু হয়। ওইদিন রাতে তার পরিবার ও কলেজের কিছু শিক্ষার্থী ভুল চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ করে হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়। ২০শে নভেম্বর পুনরায় ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের ৫০০/৬০০ শিক্ষার্থী ওই হাসপাতালে এসে ভাঙচুর চালায়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এ সময় প্রতিবাদকারীদের চাপে হাসপাতালের পরিচালক ৪ জন ডাক্তার ও ২ জন শিক্ষার্থীসহ অভিজিতের চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু ওই সময় হাসপাতাল চত্বরে অবস্থানরত ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। সন্ধ্যার পর স্থানীয় শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে আসে। এ সময় ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা সমঝোতা না মানায় উভয়পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

২৪শে নভেম্বর দুপুর ২টার দিকে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পুনরায় ভাঙচুর চালায়। একপর্যায়ে তারা শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। এরপর প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। ৩৫টি বিভিন্ন কলেজ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ইউনাইটেড কলেজ অব বাংলাদেশ (ইউসিবি) নামে একটি ফোরাম গঠিত হয়।

সংঘর্ষের পর ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনজন শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার কথা বলা হয়। তবে এর কোনো সত্যতা মেলেনি। গতকাল সন্ধ্যায় মোল া কলেজের অধ্যক্ষ ওবায়দুল াহ নয়ন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, কলেজে হামলার ঘটনায় ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় প্রায় একশোরও বেশি শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট নষ্ট করে দিয়েছে, টাকা পয়সা নিয়ে গেছে। তিন হাজার ফ্যান নষ্ট করেছে, ২০-৩০টা ল্যাপটপ নিয়ে গেছে, ৩০০ এর ওপর সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট করা হয়েছে, ৫টা লিফট নষ্ট করা হয়েছে, ১২ তলা ভবনের একটা কাঁচও অবশিষ্ট নেই। আইসিটি ল্যাবের ১০০টির মতো কম্পিউটার নিয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, আজকের এই ক্ষতি কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমি চাই না কোনো শিক্ষার্থীর মাধ্যমে দেশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোক। আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি একটি কলেজের সঙ্গে আরেকটি কলেজের মারামারি ঘটছে। সরকারের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে শিক্ষার্থীদের কলেজমুখী করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া দরকার তা দ্রুতই নেয়া হোক। তা না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন কুচক্রী মহল জড়িত রয়েছে।

এদিকে মোল্লা কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে হামলার ঘটনায় সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ সংবাদ সম্মেলন করে দাবি করেছেন কলেজে হামলা করতে বের হওয়ারা আমাদের কোনো শিক্ষার্থী নয়। সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ ড. কাকলি মুখোপাধ্যায় বলেন, যারা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করবে, লুটপাট করবে, সন্ত্রাসী হামলা চালাবে তারা আমাদের ছাত্র হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, সোমবার ও মঙ্গলবার কলেজের ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানানো হয়েছে মঙ্গলবারের অনাসের ফাইনাল পরীক্ষাও স্থগিত থাকবে।

কবি নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, যারা সন্ত্রাসী হামলা, লুটপাট-ভাঙচুর করবে তারা আমাদের ছাত্র হতে পারে না। কবি নজরুলের যারা মাহবুবুর রহমান মোল া কলেজে হামলা করবে তাদের দায় কলেজ প্রশাসন নেবে না। ডিএমপি সংঘর্ষের ঘটনায় কেউ নিহত হয়নি বলে জানায়।

ওদিকে পরিস্থিতির কারণে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত রাজধানীর সরকারি সাত কলেজের স্নাতক চতুর্থ বর্ষের মঙ্গলবারের চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বাহালুল হক চৌধুরীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা স্থগিতের কথা জানানো হয়।

ভাঙচুর ও গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন চুরির অভিযোগে ড. মাহবুবুর রহমান মোল া কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের আট হাজার শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। রোববার রাতে পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) এ কে এম হাসান মাহমুদুল কবীর বাদী হয়ে রাজধানীর সূত্রাপুর থানায় এ মামলা করেন।











খলিল বিরিয়ানী ফ্রানচাইজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু





বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের জনপ্রিয় 'খলিল বিরিয়ানী'র ফ্রাঞ্চাইজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। শনিবার (২৩ নভেম্বর) নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে আয়োজিত এ জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রানচাইজের আনুষ্ঠানিক যাত্রার ঘোষণা দেন খলিল বিরিয়ানী হাউজের সিইও শেফ খলিলুর রহমান। এসময় তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি শহরে ইতোমধ্যে এই ফ্রানচাইজ রেষ্টুরেন্ট খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রথমটি উদ্বোধন হবে বাফেলোতে। পর্যায়ক্রমে চালুর অন্যান্য শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে মিশিগানের ডেট্রোয়েট, ফ্লোরিডার মায়ামী, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্কের আলবেনী ও বিংহ্যামটন এবং পেনসিলভিনিয়ার ফিলাডেলফিয়া। পরে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। উল্লেখ্য, গত ১৮ সেপ্টেম্বর খলিল বিরিয়ানী ফ্রানচাইজ নিউইয়র্ক স্টেট থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পায়।

সংবাদ সম্মেলনে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন সিপিএ আহাদ আলী ও শামীম আল আমীন। ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাসের সভাপতি লিটন আহমেদ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টশিয়াল অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শেফ খলিলুর রহমান বলেন, পেশাদার রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ী 'খলিল বিরিয়ানী'র ফ্রানচাইজ নিতে পারবেন। এতে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ ডলার। ফ্রানচাইজ ফি ৩৫ হাজার ডলার। রয়ালিটি ফি গ্রস সেলসের শতকরা ৫ ভাগ প্রদান করতে হবে। তিনি বলেন, মালয়েশিয়া, লন্ডন, অস্ট্রেলিয়া ও দুবাইতেও এই ফ্রানচাইজ চালু হবে ইনশাল্লাহ।

শেফ খলিলুর রহমান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীরা ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্টের তকমা নিয়ে ব্যবসা করছেন। আর আমরা বাংলাদেশী ব্রান্ড প্রসারে কাজ করছি। এই ফ্রানচাইজের খাবার বাংলাদেশী খাবার হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করবে। ইতোমধ্যেই খলিল বিরিয়ানী যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী বাংলাদেশী খাবার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

খলিল বলেন, দক্ষ সেফ গড়ে তুলতে 'খলিল বিরিয়ানী ফাউন্ডেশন' একটি কুলিনারী স্কুল চালু করেছে। ঢাকায় এই স্কুলটি জানুয়ারীতে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। ফ্রানচাইজের খাবারের মান রক্ষায় আমাদের একটি মনিটরিং টীম থাকবে। প্রাথমিকভাবে ৫০টি রিসিপি নিয়ে ফ্রানচাইজ যাত্রা শুরু করবে। আমাদের নিজস্ব কারাখানা থেকে স্পেশাল মশলা সরবরাহ করা হবে। ক্রেতাদের সুবিধার্থে প্রয়োজনে খাবার মেনু পরিবর্তন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে সিপিএ আহাদ বলেন, ফ্রানচাইজ রেষ্টুরেন্ট খোলার বেলায় ব্যাংক লোন পাওয়া খুবই সহজ। এজন্য অন্যান্য প্রাইভেট লোনের মতো ঝামেলা পোহাতে হবে না। এই প্রক্রিয়ায় তার প্রতিষ্ঠান সার্বিক সহায়তায় প্রস্তুত বলে জানান।

অপরদিকে শেফ খলিলুর রহমান শনিবার রাতে টাইম টেলিভিশনের 'টাইম এক্সক্লুসিভ' লাইভ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন, ফ্রানচাইজ নীতিমালার ভিত্তিতেই সকল নিয়ম-কানুন মেনে ফ্রানচাইজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কের বাফেলো, বিংহ্যামটন ও লং আইল্যান্ডের হিকসভীল-এর রেষ্টুরেনট প্রতিষ্ঠার কাজ পায় শেষ। আগামী বছরের শুরুতেই এগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। আর এর মধ্য দিয়ে শুধু খলিল নয়, বাংলাদেশের বিজয় হবে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের প্রথম প্রয়োরিটি কোয়ালিটি মেইনটেন করা। এক্ষেত্রে আমরা কোন আপোষ করবো না। এজন্য আমরা সার্ভিস টিম গঠন করেছি। এই টিম কোয়ালিটি মেইনটেন করবে। ইতিমধ্যেই ১০টি ষ্টেট থেকে ফ্রানচাইজ চালুর প্রস্তাব এসেছে এবং এই লক্ষ্যে কাজ চলছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশী খাবার হিসেবে খলিল বিরিয়ানী সহ অন্যান্য ফুড পৃথিবীব্যাপী তুলে ধারাই আমার মূল লক্ষ্য। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ খলিল বলেন, রেষ্টোরেন্টের শেফ সংকট মোতাবেলায় আমরা ঢাকায় নিজস্ব কুলিনারী স্কুল চালু করেছি। সেই স্কুলে জানুয়ারী থেকে কোর্স চালু করা হবে। পাশাপাশি নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস শাখায় কর্মী ট্রেনিং চলছে।

নিউইয়র্কে প্রক্রিয়জাত টার্কিসহ খাবার বিতরণ









বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে ডিপ্লোমেসি ফর ওয়ার্ল্ড পিস এর উদ্যোগে পাঁচ হাজার মানুষকে প্রক্রিয়জাত টার্কিসহ বিভিন্ন খাবার দেয়া হয়েছে। রোববার নিউইয়র্ক সিটির হানড্রেড সেভেনটি ফাইভ এন্ড নিকোলাস এভিনিউতে থ্যাংকস ডে গিভিং ডে এর সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এই খাবার বিতরণ করা হয়।

আয়োজকরা বলছে, হাংগার প্রিভেনটেশন এন্ড চাইল্ড প্রোটেকশন কর্মসূচীকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন বেসরকারী কোম্পানী এই উদ্যোগে সহায়তা করেছে। ডিপ্লোমেসি ফর ওয়ার্ল্ড পিস নামের অলঅভজনক সংগঠনটি প্রতিবছরই এমন উদ্যোগসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। ভবিষ্যতেও তাদেও এমন কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিপ্লোমেসি ফর ওয়ার্ল্ড পিস এর বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা।

ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার কোন পথে?

প্রদীপ মালাকার

অন্তর্বর্তী সরকারের একমাস পূর্তিতে প্রথম আলোর ফেসবুক পেজে পরিচালিত জনমত জরিপে প্রশ্ন ছিল সরকারের উদ্যোগ ও কার্যক্রমে আপনি কি সন্তুষ্ট? এই প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বলেছেন ৪৫ শতাংশ এবং না বলেছেন ৫১ শতাংশ মানুষ। বাকি ৪ শতাংশ মানুষ পক্ষে-বিপক্ষে কোন মত দেননি। তারপর থেকে সরকারের প্রতি দ্রুত সমর্থন কমতে থাকে। অভ্যুত্থানের প্রায় তিন মাসের অধিক হতে চলেছে। সরকারের উপদেষ্টাদের সাফল্য-ব্যর্থতা দুটোই আছে। তবে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার পাল্লাটাই ভারী। শিক্ষাঙ্গনে তুলনামূলক স্থিতিশীলতা এলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঠেকানো যায়নি। নিত্যপণ্যের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাহিরে চলে গেছে ।

সাধারণ খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ যারা দিন আনে দিনে খায় এরূপ মানুষের রোজগারে এক বেলা খাবার ও জুটছে না। সাম্প্রতিক বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ নিয়ে ও অনেক অভিযোগ আছে। সমন্বয়কদের বিরুদ্ধে ত্রাণের টাকা আত্মসাতের অভিযোগও আছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, উপদেষ্টারা মন্ত্রণালয় ছেড়ে তাদের দুর্দশা দেখার জন্য আসেননি। আওয়ামী সরকারকে হটাতে যে ছাত্ররা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে তৈরি জাতীয় নাগরিক কমিটি প্রথম সংবাদ সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘটে চলা মব জাস্টিস, মন্দির ও মাজারে আগুন দেওয়া, ভাঙচুরের ঘটনা প্রতিরোধে অন্তর্বর্তী সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের দাবি, মানুষ যে আকাঙ্খা থেকে আন্দোলনে নেমে এসেছিল, সেসব আকাঙ্খা এখনো অপূর্ণ। বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা নিয়েও তাদের অভিযোগ আছে।

গত ৫ আগস্ট হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে সারাদেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর, আগুন দেওয়া হয়। পাশাপাশি সারা দেশের চারশতটি থানায় হামলা চালিয়ে ভাংচুর, আগুন দেওয়া হয়, থানা থেকে অস্ত্র লুট হয় এবং সেই সাথে অসংখ্য পুলিশ সদস্যকে হত্যা করা হয় এবং অনেক স্থানে পুলিশকে হত্যা করে গাছে টাঙিয়ে রাখা হয়। তারপর থেকে অচল পুলিশ প্রশাসন সেনারা দেখভাল করছে। তিন মাসের মধ্যে পুলিশ সদস্যরা কাজে যোগ দিলেও পুলিশ সদস্যরা আগের মত সার্ভিস দিচ্ছে না।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র সমন্বয়কদের সুপারিশে সদ্য বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও নিয়োগ পাওয়া ৪০তম ব্যাচের ৩৬৯ জনকে রাজশাহী পুলিশ একাডেমী সারদায় প্রশিক্ষণরত অবস্থায় চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে সারদা কর্তৃপক্ষের বয়ান হলো ক্লাশে তারা অমনোযোগ ও গণ্ডগোল করেছে। পক্ষান্তরে ছাত্রদের দাবী, তাদেরকে আওয়ামী-লীগ সমর্থক ও হিন্দু হওয়ার কারনে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থীর অভিযোগ "বৈষম্যহীন রাষ্ট্রেই বৈষম্যের স্বীকার" আজকে আমার জয়েনিং লেটার নিয়ে বাসায় ফেরার কথা, অথচ ফিরতেছি অব্যাহতি পত্র নিয়ে। অভিযোগ ক্লাসে অমনোযোগী হওয়া। কারোর বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ নেই। শুধু ৩৬৫ দিনের প্রতি ফোঁটা ঘামের বিচার দিলাম মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে। এই অন্যায়ের বিচার একদিন হবেই। কারণ সৃষ্টিকর্তা ছাড় দেন, কিন্তু ছাড়ে না।

বিচারালয়েও সমন্বয়কারীদের নগ্ন হস্তক্ষেপ। আওয়ামী ট্যাগ দিয়ে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে তাড়িয়ে তাদের সমর্থিত বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতির আসনে বসান। বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের চাপে প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টে বারজন বিচারপতিকে বেঞ্চবিহীন অবকাশে পাঠান। আর প্রধান উপদেষ্টা সমন্বয়কারীদের এসকল অন্যায় দাবী অনায়েসেই অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছেন। একজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বলেছেন, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই। তবে তাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

জনকল্যাণমুখী সরকারকে সততার পাশাপাশি যোগ্যতার পরীক্ষায়ও পাস করতে হয়। উপদেষ্টা পরিষদের কথা ও কাজের মিল না থাকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথম থেকেই সরকারের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বাংলাদেশের বন্যা নিয়ে ভারতকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক তলানিতে নিয়ে যান। আরেক উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ান হাসান ভারতে ইলিশ মাছ পাঠানো (ইলিশ মাছ কূটনীতি) নিয়ে যে দুই মন্ত্রণালয়ে রশি টানাটানি হয়েছে, তাতে তাদের দুর্বল পারফর্মেন্সই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে বলেছেন, গণরোষের মুখে ফ্যাসিবাদী সরকার প্রধান দেশ ত্যাগ করার পর আমরা এমন একটি দেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার থাকবে পুরোপুরি সুরক্ষিত। আমাদের লক্ষ্য একটাই, উদার, গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। আমরা এক পরিবার। আমাদের এক লক্ষ্য। কোন ভেদাভেদ যেন আমাদের স্বপ্নকে ব্যাহত করতে না পারে, সে জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু সরকারের অনেক কাজেই এক পরিবার দর্শন প্রতিফলিত হয়নি।

নির্বাচন, সংবিধান, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন, জনপ্রশাসন ও পুলিশ সংস্কার-ছয়টি বিষয়ে যে কমিশন গঠিত হয়েছে, তাতে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের কোন প্রতিনিধি নেই। নারী সদস্য ও তুলনামূলক কম। বিভিন্ন মহলে সমালোচনা সত্ত্বেও এসব জনগোষ্ঠী থেকে এপর্যন্ত কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অথচ জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন নিয়ে আপত্তি ওঠার পর সেখানে প্রশাসন ক্যাডারের বাইরে থেকে তিনজন সদস্য নেওয়া হয়। যে রাষ্ট্রকে আমরা সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের দাবি করি, সেই রাষ্ট্রের সংবিধান সংস্কার কমিশনে সংখ্যালঘুদের কোন প্রতিনিধি না থাকা দুর্ভাগ্যজনক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক সংক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন, এই কমিশনকে আমি লাল কার্ড দেখালাম।

এদিকে ইউনুস সরকার নতুন করে ৩ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগ দিয়ে ঘরে বাহিরে প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়েন। নতুন তিনজন উপদেষ্টা হলেন- প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম, চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী ও ব্যবসায়ী শেখ বশির উদ্দিন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা সারজিস আলম দাবি করেন, শুধু একটা বিভাগ থেকে ১৩ জন উপদেষ্টা। অথচ উত্তর বঙ্গের রংপুর, রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলা থেকে কোন উপদেষ্টা নেই। তার ওপর 'খুনি হাসিনা'র তেল বাজরাও উপদেষ্টা হচ্ছে। মি. ফারুকী ও তার অভিনেত্রী স্ত্রী তিশা শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ।

প্রসঙ্গত মিজ তিশা বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তৈরি করা ফিল্মে শেখ হাসিনার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অন্যদিকে বাজারে এমন খবরও চাওর আছে ব্যবসায়ী বশির উদ্দিন মোটা অর্থের বিনিময়ে উপদেষ্টা পদ বাগিয়ে নেন। এবার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, প্রধান উপদেষ্টার সহকারী পদ থেকে উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টার সহকারী নিয়োগের সময়ে মাহফুজের বিরুদ্ধে জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহেরির সঙ্গে সংস্রবের অভিযোগ ছিল। এবার উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পেয়েই বঙ্গভবনের দরবার হল সহ অন্য উপদেষ্টাদের অফিস থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি সরিয়ে নেওয়া হলে, এ নিয়ে সারা দেশে তুমুল সমালোচনার ঝড় উঠে।

উপদেষ্টা মাহফুজ আলম সহ অন্য সকল উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস বর্তমান সংবিধানকে মান্যতা দিয়েই শপথ নেন। দরবার হলে শপথ নেওয়ার সময় বঙ্গবন্ধুর ছবি পিছনে রেখেই সকলে শপথ নেন। সংবিধানেই প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি সহ সকল সরকারি বেসরকারি অফিস আদালতে বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙানোর বিধান রয়েছে। এই সমন্বয়করা প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেনি, রাষ্ট্রপতির এই বয়ানকে কেন্দ্র করে, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের জন্য আন্দোলন করে। কিন্তু বিএনপি সহ অন্য রাজনৈতিক দল গলোর সম্মতি না থাকায়, তাদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সমন্বয়করা আওয়ামী-লীগকে নিষিদ্ধ চেয়ে হাইকোর্টে রিট করে। সেখানেও বিএনপি'র সম্মতি না থাকায় তারা পিছু হটে। আসিফ নজরুল আইন উপদেষ্টা, তিনি তার মন্ত্রণালয় সামলানোর চেয়ে ভুতরে বা গায়েবি মামলা বেশী চিন্তিত! তবে সমন্বয়ক এবং উপদেষ্টাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে, তারা সবকিছুতে তালগোল বা লেজে গোবরে পাকিয়ে ফেলেছে।

আবেগ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না, আবেগ দিয়ে সরকার নামানো যায়। প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে, 'ছাগল দিয়ে যেমন ধান মাড়াই করা যায় না, তেমনই যাকে তাকে দিয়ে দেশ শাসন হয় না'। এবার দেশের মানুষ বুঝে গেছে।

ঢালাও মামলা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপ কী?

বিবিসি নিউজ বাংলা, ঢাকা

শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় ও আদালতে যেসব হত্যা মামলা হয়েছে তাতে নাম উলে খ করে ও অজ্ঞাতনামা ঢালাওভাবে কয়েকশ জনকে আসামি করার বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীরা ও সরকারের কর্মকর্তারাও একে 'ঢালাও মামলা' বলে বর্ণনা করছেন।

এরকম অনেক মামলায় মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, পেশাজীবী, রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ নামে-বেনামে অনেককে আসামি করা হয়েছে।

এরকম মামলায় সরকারও বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে বলে তাদের নানা বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে, যদিও এ ধরনের মামলা বন্ধে জোরালো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বহু নিহতের ঘটনায় করা এসব মামলায় কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাদীরাও জানেন না আসামি হচ্ছে কারা। অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবীরা বা পুলিশ মামলা সাজিয়ে দিচ্ছে।

এসব মামলায় এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় দুই ডজনেরও বেশি নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এছাড়াও পুলিশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ অন্তত ২০ জন কর্মকর্তাকে এসব মামলাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে। শীর্ষ পর্যায়ের সরকারি সাবেক অন্তত ছয় জন কর্মকর্তাও রয়েছেন এ তালিকায়।

শুধু তাই নয় ৫৩ জন সাবেক সচিবকেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক হত্যা মামলায় আসামি করা হয়েছে। এমনকি অনেক পেশাদার সাংবাদিককে হত্যা মামলাতেও আসামি করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়েও বিভিন্ন আন্দোলন চলার সময় অনেক সাধারণ মানুষকে আসামি করার এবং গ্রেফতার করার অভিযোগ ছিল। কিন্তু সরকার বদলের পরে সেই চিত্র পাল্টে নি।

ফলে প্রশ্ন উঠেছে এ ধরনের মামলার বিষয়ে বিব্রত হওয়া ছাড়া সরকারের ভূমিকা কী হতে পারে?

কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে সরকার? আইনিভাবে এ ধরনের মামলার ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্নার বিরুদ্ধে রাজধানীর খিলগাঁও থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা হলেও সমালোচনার মুখে তার নাম বাদ দেয়া হয়

মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্নার মামলাটির উদাহরণ দিয়ে প্রশ্ন তোলেন হয়রানি বন্ধে অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রেও একই ধরনের ব্যবস্থা কেন নেয়া হবে না?

গত ১৭ই অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এবং বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপার্সন জেড আই খান পান্নার বিরুদ্ধে রাজধানীর খিলগাঁও থানায় এমনই একটি হত্যাচেষ্টা মামলা করা হয়।

বাদী মো. বাকের সে সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলেছেন তিনি মি. পান্নাকে চেনেন না এবং মামলায় কাদের আসামি করা হয়েছে সেটি জানা নেই তার।

ব্যাপক সমালোচনার পরে ওই মামলার বাদী মি. বাকের 'অজ্ঞতা ও ভুলবশত আসামি করা হয়েছে' এমন কারণ দেখিয়ে আবেদন করলে এজাহার থেকে মি. পান্নার নাম বাদ দেয়া হয়।

মিজ হোসেন বলেন, " যদিও জামিন দেয়ার সিদ্ধান্ত বিচারকের কিন্তু সরকার জামিনের বিরোধীতা না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটা তারাই চিহ্নিত করেছে মামলাগুলোতে কোন কোন আসামির নামের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই অযৌক্তিক এবং মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে"।

ফলে এসব মামলা কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এজাহারে আসামি কে হবে কারা তা নির্ধারণ করছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এই জ্যেষ্ঠ আইনজীবী।

" কারা ভুক্তভোগী পরিবারগুলির কাছে এফআইআরে আসামির নামের তালিকা দিচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছে? হয়রানি বন্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় এটা আইনজীবী জেড আই খান পান্নার মামলায় পরিষ্কার হয়েছে। তাহলে অন্য মামলার ক্ষেত্রে কেন একই ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে না?" বলেন মিজ হোসেন।

একইসাথে এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়া যায় সেটা সরকার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তার কাছেও জানতে চাইতে পারে বলে মন্তব্য করেন মিজ হোসেন।

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবীদের মতে, এ ধরনের মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে আদালত এবং থানাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ যতগুলো মামলা হয়েছে সবগুলোর এজাহারই প্রায় এক।

ফলে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ হিসেবে থানায় পুলিশ এবং আদালতে রাষ্ট্রপক্ষকে উদ্যোগী হতে হবে বলে জানান আইনজীবীরা।

একইসাথে কাউকে হেনস্তা করতে, ষড়যন্ত্রমূলক বা মিথ্যা মামলা করা হলে তার প্রতিকার ফৌজদারী আইনেই রয়েছে বলে জানান জ্যেষ্ঠ আইনজীবীরা।

এদিকে, সরকারই কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারে বলে মনে করেন এ ধরনের মামলার মুখোমুখি হওয়া জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মি. পান্না।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, " এ ধরনের মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ অন্তত জামিনের ব্যবস্থাতো করতে পারে। মামলা নেয়ার সময় আদালততো দেখবে এ মামলাটা কী রকমের। আর আমরাতো দেখছি যে সবগুলোতেই স্ক্রিপ্ট এক।"

"আবার কোর্ট যদি প্রাইমা ফেসি মানে প্রাথমিক সত্যতা না পায় তাহলে সে মামলা খারিজও করতে পারে" বলেন মি. পান্না।

আবার সরকারি কর্মকর্তারাও ঢালাও মামলা রোধের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে বলে জানান এই জ্যেষ্ঠ আইনজীবী। এক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থানাকে নির্দেশনা দিতে পারে বলে মন্তব্য করেন মি. পান্না।

"থানা দেখবে এর কোন 'প্রাইমা ফেসি' কেস আছে কি না। থানাতো এমনিতেই রেগুলার রিফিউজ করে। এগুলাতো তারা রিফিউজ করতে পারে" বলেন মি. পান্না।

আওয়ামী লীগ ও সহযোগী দলগুলোর নেতাকর্মীদের আসামি করার পাশাপাশি মামলায় অনেক নিরীহ ব্যক্তিকেও আসামি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছেছবির উৎস,এবঃঃ ওসধমবং

ছবির ক্যাপশান,আওয়ামী লীগ ও সহযোগী দলগুলোর নেতাকর্মীদের আসামি করার পাশাপাশি মামলায় অনেক নিরীহ ব্যক্তিকেও আসামি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে

'আইনেই রয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা'

বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনেই মিথ্যা মামলা, কাউকে হেনস্তা করা বা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মামলা করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে বলে জানান সুপ্রিম কোর্টের আরেকজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক।

বিবিসি বাংলাকে মি. মালিক বলেন, " থানায় এজাহার করার সময়ই মামলার বাদীকে যদি প্রশ্ন করা যায় যে ঘটনার সময় তারা ছিল কী না, ৫০ জন জ্ঞাত বা দেড়শ জন অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে মামলা করছে তাদের চেনে কী না যদি পুলিশ প্রশ্ন করে একটারও উত্তর তারা দিতে পারবে না"।

"থানায় যে ইন্সপেক্টর বা সাব ইন্সপেক্টর মামলা নিচ্ছে তাকে কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিতে হয়। কোর্টে গিয়ে তাকে বলতে হয় মামলা আমি লিখেছি, তাকে জিজ্ঞেস করেছি। তারা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। প্রমাণ তো হয়ে যাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কিনা তাতেই"।

এ ধরনের মামলা আওয়ামী লীগের আমলেও হয়েছে মন্তব্য করে মি. মালিক বলেন, " ওইসব মামলার জন্য কাউকে আইনের মুখোমুখি করা হয় নি বলে তা এখনও চলছে। রেশ রয়ে গেছে"।

কয়েকজন বাদীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এসব মামলা দায়ের করা হ্রাস পাবে বলেও মন্তব্য করেন মি. মালিক।

"ঢালাওভাবে জেনেশুনে এসব মিথ্যা মামলা করার জন্য দুই-চারজনকে আইনের মুখোমুখি করলে তাহলে ধারণা করা যায় যে এ ধরনের মামলা করার প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে" বলেন তিনি।

এদিকে গত শনিবার পুলিশের নবনিযুক্ত মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম নির্দেশ দিয়েছেন, মামলার নামে নিরীহ মানুষকে যেন হয়রানি করা না হয়। নিরীহ কারো বিরুদ্ধে মামলা হলে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা প্রত্যাহার করার জন্য ব্যবস্থা নিতেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে গত ১৮ই নভেম্বর একটি সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, "কোনও ভুক্তভোগী যদি মামলা দেয়, তাকে তো আমরা বলতে পারি না, আপনি মামলা দিয়েন না। তবে পুলিশকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে দ্রুত তদন্ত করে মামলার নামে যাদের হয়রানি করা হচ্ছে তাদের বাদ দেওয়ার জন্য। যাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই, তাদের যেন দ্রুত বাদ দেওয়া হয়।"

আওয়ামী লীগের সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়েও বিভিন্ন আন্দোলন চলার সময় অনেক সাধারণ মানুষকে আসামি করার এবং গ্রেফতার করার অভিযোগ ছিল (ফাইল ফটো)ছবির উৎস,এবঃঃ ওসধমবং

ছবির ক্যাপশান,আওয়ামী লীগের সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়েও বিভিন্ন আন্দোলন চলার সময় অনেক সাধারণ মানুষকে আসামি করার এবং গ্রেফতার করার অভিযোগ ছিল (ফাইল ফটো)

ঢালাও মামলার প্রসঙ্গ যেভাবে এলো

ঢালাও মামলার বিষয়টি নিয়ে সরকারও যে বিব্রত, তা তাদের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের বক্তব্যে নানা সময়ে বেরিয়ে এসেছে।

১২ই নভেম্বর ঢাকার বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত সংস্কার কমিশনের সদস্যদের সাথে প্রথমবারের মতো বৈঠক করেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ।

এরপর এক ব্রিফিং এ মি. নজরুল সাংবাদিকদের জানান বিগত সরকারের আমলে সরকারের পক্ষ থেকে গায়েবি মামলা করা হতো। এ সরকার (অন্তবর্ত্তী সরকার) কারো বিরুদ্ধে কোন মামলা করছে না।

"বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে গায়েবি মামলা হতো। সরকারের পক্ষ থেকে গায়েবি মামলা দিত। আর এখন আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো-মামলা টামলা দিচ্ছি না। সাধারণ লোকজন, ভুক্তভোগী লোকজন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তারা অন্যদের ব্যাপারে ঢালাও মামলা দিচ্ছে" বলেছেন মি. নজরুল।একইসাথে এসব 'ঢালাও মামলা' বিব্রতকর উলে খ করে তিনি বলেন, "ঢালাও মামলার একটা খুব মারাত্মক প্রকোপ দেশে দেখা দিয়েছে। এটা আমাদেরকে অত্যন্ত বিব্রত করে"।

এ মাসেই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ঢালাও হত্যা মামলায় অন্তবর্ত্তী সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে একটি বিবৃতি দিয়েছে সম্পাদক পরিষদ। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলার তথ্য চেয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। তবে এ নিয়ে আর কে উদ্যোগ দেখা যায়নি।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, "এখন অনেক মামলা হচ্ছে, তাতে অনেক নিরপরাধ লোকদের আসামি করা হচ্ছে। আমরা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি, কারও বিরুদ্ধে হয়রানি করতে মামলা দায়ের করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

যদিও এ ধরনের ঘটনায় কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে এখনো জানা যায়নি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 490 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 2059 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

212-691-4343

seemagulianiesq@gmail.com

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

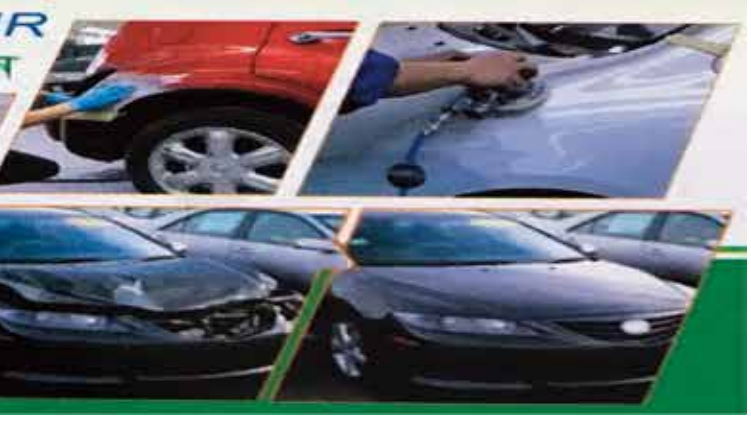
NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.

COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Nur Bhai
President
718-551-1405

35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

OPEN 24 HOURS



মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মিশিগানের কমিটি গঠন



মিশিগান: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মিশিগানের নয়া কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত রোববার কমিটি গঠনের লক্ষ্যে মিশিগানে বসবাসরত মৌলভীবাজারের সর্বস্তরের জনগনের উপস্থিতিতে মতবিনিময় ও সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশিগানের ওয়ারেন সিটির রয়েল বেঙ্গল রেস্টুরেন্টে এ সভা সম্পন্ন হয়।

মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও আলী ছন্দর খান বাবরের সঞ্চালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলায়াত করেন হাফিজ মাহি। এরপর মিশিগানের বসবাসরত প্রয়াত মৌলভীবাজারের সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দাড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ সিকন্দর আলী, নাজমুজ্জামান ইয়ামিন, মাইকেল মহসিন, মো: হাবিবুর রাহমান চৌধুরী, এ্যাড: আনোয়ার আখতার চৌধুরী শিউলী, সৈয়দ আকবর আলী, ইকবাল চৌধুরী সহ আরও অনেকেই। শতাধিক প্রবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় ৪১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্য্যকরী কমিটি-গঠন করা হয়। এছাড়া কার্যকরী কমিটির ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদে আছেন- মোঃ আফতাব উদ্দিন, মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল চৌধুরী, সৈয়দ আইয়ুব আলী, আব্দুল খালিক চৌধুরী, বজলুর রহমান, আব্দুল মুক্তাদির, সৈয়দ আকবর আলী, আনোয়ার আক্তার চৌধুরী শিউলি, মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী, আব্দুস সালাম, আবিদুর রহমান, মাহবুবুর রহমান তরফদার, মতিউর রহমান, সৈয়দ এনামুল হক।

তাছাড়া ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটিতে আছেন সভাপতি পদে মোঃ নাজমুজ্জামান ইয়ামিন, সহ-সভাপতি পদে সৈয়দ সিকন্দর আলী, মোঃ রায়হান আহমেদ, শাহজাহান আহমেদ, জামিল মরতুজা, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আহমেদ আলী (পলাশ), ১ম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল হাদী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুম আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলী ছন্দর খান (বাবর), সহ সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ খসরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাইফুল চৌধুরী (সাদি), দপ্তর সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান (মাসুম), ক্রীড়া সম্পাদক শফিউল আজিম চৌধুরী নাইম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান এহতেশাম হায়দার চৌধুরী (নাজিব)। সদস্য হিসেবে আছেন মাইকেল মহসিন, সৈয়দ মোস্তাক আলী, সৈয়দ কাওছার আলী, সৈয়দ এম আলী (জিয়া), একরাম বকত, আনসার আহমদ, মাহবুবুর রহমান, খালিলুর রহমান, সৈয়দ আদিল, ছালেক আহমদ, শেখ মহিবুর রহমান রুমান, সাইফুল আহমেদ, দেওয়ান এম ফাহিম, আব্দুল মুকিত, মোহাম্মদ আলী রায়হান।

-প্রেস বিজ্ঞপ্তি



মিশিগানে 'বাংলাটাউন' নামফলকের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

টনায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

একদিকে আমেরিকা ও বাংলাদেশি পতাকা এবং অন্যদিকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ খচিত স্বাগতম বাংলাটাউন নামক দৃষ্টি নন্দন ফলকটি।

এর আগে ২০২২ সালের ৪ অক্টোবর রাতের আধারে দুর্বৃত্তরা বাংলা টাউন সাইনটিকে কালি দিয়ে লেপন করে দেয়। তখন বিষয়টি ডেট্রয়েট সিটি পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলেও এর অগ্রগতি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।

বাংলাদেশের ঐতিহ্য বহন করা দৃষ্টিনন্দন 'বাংলাটাউন' ফলকটি সবদেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। এটি মিশিগানে বেড়াতে আসা বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় স্পট।

এর আগে ২০১৫ সালে ৬ নভেম্বর মিশিগান স্টেটের তৎকালীন গভর্নর রিক স্নাইডার এই এলাকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাটাউন স্বীকৃতি দেন।

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা খচিত বাংলাটাউন এই ফলকটি নির্মাণ করে বাংলাদেশি আমেরিকান পাবলিক অ্যাফেয়ার্স (বেপাক)। ২০১৭ সালের ২০ অক্টোবর ডেট্রয়েট সিটির মেয়র মাইক ডোগান আনুষ্ঠানিকভাবে ফলকের উদ্বোধন করেন।

জানা যায়, উদ্বোধনের আগে ফলকটি বানানো হয়েছিল লালনের একতারা ও দেশীয় রিকশার ছবি দিয়ে। কিন্তু এ নিয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর বাংলা টাউবের ফলকে আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি দিয়ে ফলক উন্মোচন করা হয়।

ঘটনাটি প্রকাশ হওয়ার পর থেকে এ নিয়ে সরগরম সোশ্যাল মিডিয়া। মিশিগানে বসবাসরত বাংলাদেশি আমেরিকান অনেকেই বলছেন, এই পতাকাটি মুছে ফেলার ঘটনাটি ঘটেছে প্রায় ২ মাস আগে। কারো নজরে না আসায় এই বিষয়টি নিয়ে কোনো কথাও বলেননি।

ঘটনার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কথা হয় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ মিশিগান (বাম) এর সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আহাদের সঙ্গে।

তিনি জানান, বাংলাটাউন নামের সাইনবোর্ডটি আমাদের গৌরব ও ঐতিহ্যের প্রতীক। দুই বছর আগেও কালো কালি দিয়ে ফলকটি নষ্ট করা হয়েছিল। এখন আবার আমাদের দেশের জাতীয় পতাকাটি একেবারে মুছে দেওয়া হয়েছে।

বেপাকের ট্রেজারার আব্দুল আজিজ খন্দকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, আমরা এই বিষয়টি নিয়ে অবগত নই।যিনি এটি দেখাশোনার দায়িত্বে, তিনিও আমাদের অবগতি করেননি। যেহেতু আমরা অনেক দূরের শহরে বাস করি, সংগঠনের অনেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক কারণে এবং সাংগঠনিক কারণেও সহযোগিতা করেন না। কীভাবে সাইনটি পুনঃসংস্কার করা যায়, সবার সাথে আলোচনা করে সমাধান করব।

হ্যামট্রামেক সিটি কাউন্সিলর ও বেপাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট কামরুল হাসানের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, বাংলা টাউনের সাইনটিতে বেপাক জড়িত থাকলেও এটা তো বাংলাদেশিদের জাতীয় পতাকা। সবাই মিলে কাজটা সম্পন্ন করলে অনেক ভালো ও সুন্দর হবে। বিগত সময়ে সাইনটিতে কালি লেপনে পুলিশ তদন্ত করেছে ঠিকই, রিপোর্টও পেয়েছি। পতাকা মুছে দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, দ্রুত সাইনটিতে পতাকা বসানো হবে এবং ফলকটি নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আনার জন্য বাংলা টাউন সাইনটিকে লক সিস্টেম গ্যাসের ভেতরে রাখা হবে এমনকি সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা যায় কি না সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ'র কার্যকরী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমেরিকান বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ। গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও নব নির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। নিম্নি রহমান ও আব্দুল আজিজের উপস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনা করবেন নাজু আখন্দ, কৃষ্ণা তিথি, শাহ মাহবুব, মোস্তফা কামাল মাহবুব, আমানত হোসেন আমানত, মোস্তাক রহমান।

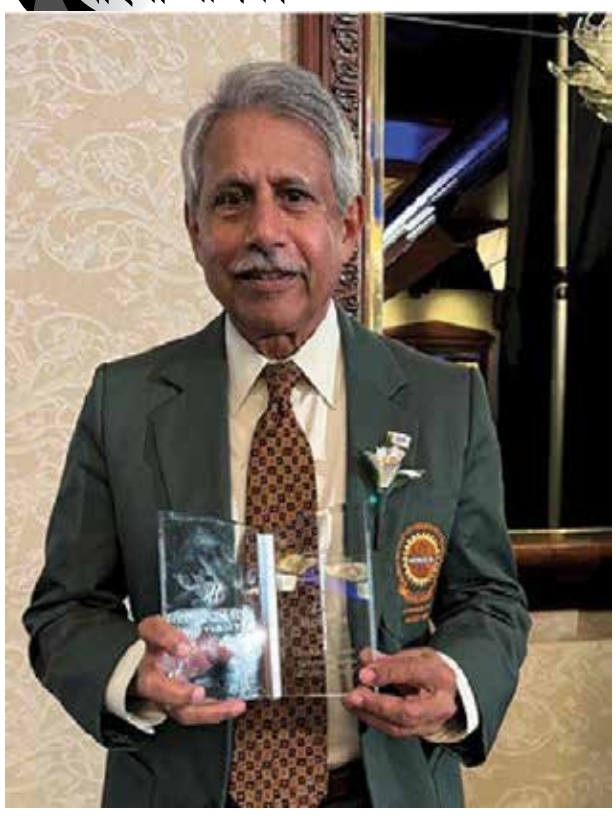
অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির মধ্যে আরো যারা রয়েছেন, আয়োজক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মো: কবির আহমদ খান, মো: আজাদুর রহমান, আমীর আফতাব যুগ্ম সদস্য সচিব দেওয়ান কাউছার, মোহাম্মদ আলী সবুজ, আকতার সিদ্দিকী শামীম, পৃষ্ঠপোষক মো. নুর আমিন, রবিউল আলম, মো: ফরিদ খান, অভ্যার্থনায় তানভীর আহমেদ, সাইফুল আসলাম সুমন, মো: ইউসূফ ভুঁইয়া, ব্যবস্থাপনায় মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, শারমিন লিপা, মো: তোফাজ্জুল হোসেন মো: লাভলু মিয়া, আপ্যায়নে আকতার হোসেন বিপ্লব, মো: আওলাদ হোসেন।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'
এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোস অফিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

হফস্ট্রা ইউনিভার্সিটির সম্মাননা পেলেন জাকি হোসেন



নিউইয়র্ক: পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষ সৃষ্টি হয়েছে একই সেল থেকে, আমরা সকলেই এসেছি এক বায়োলজিক্যাল উৎস থেকে। তারপরও আমরা প্রত্যেকেই পৃথক। আমাদের এই পার্থক্যই আমাদের সম্মিলিতভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে। লং আইল্যান্ডের বৃহত্তম ও ডাইভার্স শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হফস্ট্রা ইউনিভার্সিটি সাবআরবান ডাইভারসিটি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিশাল অনুষ্ঠানে কিনোট স্পিকারের ভাষণ দিতে গিয়ে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কম্যুনিটির সবচেয়ে সম্মানিত ফিলানথ্রপিস্ট এবং শিল্পপতি জাকি হোসেন এই কথা বলেন। বিভিন্ন কম্যুনিটির প্রায় ৮০০ অতিথি ও শিক্ষার্থী এই ডাইভারসিটি উদযাপন অনুষ্ঠানে পিনপতন নিরবতায় তার বক্তব্য শোনেন। গত মঙ্গলবার উডবারির ক্রেস্ট হলো কান্ট্রি ক্লাবে এই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের মূল হলো চারজন ইমিগ্রান্টকে সম্মাননা প্রদান।

কিনোট স্পিকার জাকি হোসেন বলেন, আমার পরিবারের সদস্যরা বিয়ের মধ্য দিয়ে ২০টি জাতিগোষ্ঠির সদস্যদের সংযুক্ত করেছে। এরা হচ্ছেন সুদানিজ, বৃটিশ, ক্যানাডিয়ান, আমেরিকান, চাইনিজ, ভিয়েতনামি, কিউবান, চিলিয়ান প্রভৃতি। তাছাড়াও তারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠির যেমন খৃস্টিয়ান, হিন্দু, জ্যু, শিখ ও জৈন। আমাদের প্রত্যেকের সাথে যেমন অনেক মিল আছে, তেমনই অমিলও আছে। এই মিলঢ়অমিলই আমাদের শক্তিশালী করে তুলেছে। আমাদের সম্পর্ক দৃঢ়তর করেছে। আমরা একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করে চলেছি। একে অপরের কাছ থেকে সংস্কৃতি, জীবনযাপন পদ্ধতি শেখার চেষ্টা করছি। প্রত্যেকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেয়া নেয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিই।

জাকি হোসেন ম্যানহ্যাটান থেকে জ্যাকসন হাইটস সর্বত্র হালাল চিকেন কার্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন কম্যুনিটির ব্যবসা বাণিজ্যের কথা তুলে ধরে বলেন এরাই আমেরিকার অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখছে। এরপর তিনি মাথাভর্তি স্বপ্ন নিয়ে কৈশোরউত্তীর্ণ বয়সে কঠোর পরিশ্রমের ব্রত নিয়ে এবং জীবনের উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্য নিয়ে আমেরিকায় আসার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি পদক্ষেপে যে চ্যালেঞ্জ ছিল তা হাসিমুখে বরণ করে তার মাঝেই সুযোগের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছি। তিনি তার মডার্ন প্যাকেজিং গড়ে তোলা এবং স্ত্রী রাহাত হোসেনকে নিয়ে মানবসেবার কথা তুলে পিনটেল কফি ইনকএর ধারণার কথাও বলেন। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ লভ্যাংশই ক্ষুধার্ত মানুষদের ক্ষুধা নিবারণে এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার্থে দান করেন।

তিনি বলেন, ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে অর্থ অনুদান দেয়ায় অনেকে আমাকে বলেন, আমি মুসলিম হয়ে কেন ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে দান করছি। আমি তার উত্তরে বলেছি, আমরা সকলে একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। এছাড়াও এই ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়াশুনা করে তারাও একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। জাকি হোসেন বলেন, আমার উদ্দেশ্য মানুষকে সেবা করা। কেবল যারা আমার মত দেখতে তাদের মধ্যে আমি এই সাহায্য সীমিত রাখতে চাই না।

জাকি হোসেনের বক্তব্য গভীর মনোযোগ সহকারে সকলে শোনেন। এবং শেষে দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দন জানান। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জাতি বৈচিত্র উদযাপন। এবং চার কম্যুনিটির চারজনকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান। জাকি হোসেনসহ সম্মাননা প্রাপ্ত অন্য তিনজন হলেন কোরিয়ান কম্যুনিটি থেকে ওং হওয়া হা, হফস্ট্রা ইউনিভার্সিটির ড. মরভিন লিভিংস্টন স্লোস ডিসটিংগুইশড প্রফেসর ড. ক্রেইগ এম. রাস্টিসি এবং এলজিবিটি নেটওয়ার্কের সিইও রবার্ট ভিটেলি।

এদের প্রত্যেকের ওপর নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয় তাদের মঞ্চে আহবানের আগে। জাকি হোসেনকে বিশেষভাবে পরিচিত করান হফস্ট্রা ইউনিভার্সিটির সাবআরবান স্টাডিজের এক্সিকিউটিভ ডিন লরেন্স লেভি। তিনি বলেন, আমাদের অনেকেরই দিনের শুরু হয় জাকি হোসেনের কে কাপে চুমুক দিয়ে কফি পান করে। তাকে লং আইল্যান্ডের 'টপ ডোনার' আখ্যা দেন তিনি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ট্যাপ ড্যান্স পরিবেশন করেন কর্টিয়ার উইলিয়ামস, ইউনিয়নডেল হাইস্কুল শো কয়্যার পরিবেশন করে দ্য রিদম অব দ্য নাইট। নিউইয়র্ক চাইনিজ কোরাস পরিবেশন ছাড়াও চীনা বংশোদ্ভুত শিল্পীরা পরিবেশন করেন চিলি সং ও ড্রাগন বোট টিউন। এই সাথে হফস্ট্রাড়বেথপেজ ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়ন ও সাবআরবান ডাইভারসিটি হাইস্কুলের রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের স্কলারশিপ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লরেন্স লেভি। এই অনুষ্ঠানে সাথে লং আইল্যান্ডের বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরাও উপস্থিত ছিলেন।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
■ Road Lesson Local & H.Way
■ Road Test Appointment
■ Car for Road Test
■ 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
■ 6 Hours DDC Class (Operate by JH office)
■ Good For TLC, Insurance & Point Redaction. (Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS Please
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
Scan & Visit us!
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl.
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত



নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় একটি রেস্টুরেন্টে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সদস্য ও ডিরেক্টরদের এক যৌথ সভায় কমিটির নতুন তিন বছর মেয়াদী কার্য্যকরী পরিষদ, পরিচালনা পরিষদ, বোর্ড অফ ট্রাস্টী এবং এ্যাডভাইজারি কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রায় এক শ' সাধারণ সদস্য ও ডিরেক্টরের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত পাঁচ ঘন্টা স্থায়ী সভায় সদস্যপদ নবায়ন ও নির্বাচন ছাড়াও দেশে চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ের উপর একটি আলোচনা সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের অন্যতম সভাপতি অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত আর সভাটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু গোপ। নতুন কার্য্যকরী পরিষদ : সভাপতি ডাক্তার টমাস দুলু রায়, ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য ও রণবীর বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু গোপ, কোষাধ্যক্ষ চন্দন সেনগুপ্ত, সহ সভাপতি পদে প্রদীপ মালাকার, রীণা সাহা ও তপন সেন; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পার্থ তালুকদার, কুমার বাবুল সাহা, ও সুমন মিত্র, অর্গেনাইজিং সেক্রেটারি সুকান্ত দাস। এছাড়া অন্যান্য সেক্রেটারি পদে নির্বাচিতরা হচ্ছেন: পিয়াস দাস, জলি সাহা, বামেশ রায়, সুজন রায়, রণজিৎ পুরকোয়স্থ, প্রদীপ কুন্ডু, জয়ন্ত চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ দেব, এ্যাডওয়ার্ড হলসানা, রাজীব নন্দী, বিশ্বজিৎ সাহা, রাণা দত্ত, আশীস পাল, ঝলক রায়, বিকাশ সরকার, গৌতম সরকার, রণি দাস, মৈত্রিশর বড়ুয়া, ও বিপ্লব পাল। এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিমাদ্রী বণিক, অনিমেষ রায়, অসীম কুমার ধর, শৌমিক চৌধুরী, গোপাল চন্দ্র গোপ, হিরালাল রায়, সুমন দাস, শেখর রঞ্জন পাল, ও স্টিভেন মন্ডল।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত, সিতাংশু গুহ, ডক্টর জিতেন রায়, প্রদীপ মালাকার, রূপ কুমার ভৌমিক, ডক্টর দিলীপ নাথ, চঞ্চনা চাকমা, চন্দন সেনগুপ্ত, ভজন সরকার, সুশীল সিনহা, ডাক্তার প্রভাত দাস, ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বক্তারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অব্যাহত বৈষম্যমূলক আচরন ও সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করেন; তাঁরা বিশেষ করে অ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর মত নিরপরাধ সংখ্যালঘু নেতাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মামলা, ও জাতীয় পতাকার অবমাননার কথিত অভিযোগে ৩০শে অক্টোবর ১৯ জনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বানোয়াট রাষ্ট্রদ্রোহের মামলাগুলো প্রত্যাহার করা এবং হাজারিগলির ঘঠনায় গ্রেফতারকৃত নির্যাতিতদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য জোর দাবি জানান। বক্তাগণ প্রশ্ন তোলেন, ৫ই আগস্টের সরকার পতনের সময় থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, উপাসনালয়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন এবং হত্যা, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষক সহ অসংখ্য সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে জোরপূর্বক পদত্যাগে বাধ্য করার ঘটনার জন্য দায়ি সাপ্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো দৃশ্যমান আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন!

দেশের রাজনৈতিক সঙ্কট বিষয়ে বলতে গিয়ে বক্তারা সম্প্রতি অ্যাটর্নি জেনারেল সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাদ দেওয়ার যে প্রস্তাব করেছেন এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। ফ্যসিবিাদী বা তাদের দোসর বলে এক ডজনের ওপর দলকে আগামী নির্বাচনের বাইরে রাখা উচিৎ বলে ক্ষমতায় আসীন কোন কোন উপদেষ্টা জোর গলায় যে বক্তব্য দিচ্ছেন এর প্রেক্ষিতে বক্তাগণ বলেন, যেসকল দল সংবিধানেই বিশ্বাস করে না, মুক্তিযুদ্ধ বা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, গণহত্যার অপরাধে দোষী এবং যারা নারী-পুরষ, ও সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করে না, কিংবা যে দল লোগাং এবং ২০০৪-এর একুশে আগষ্ট ম্যাসাকার করেছে তারাও তো এই মানদন্ডে নির্বাচনে অংশ গ্রহনের অযোগ্য। বক্তারা বলেন যে তাঁদের মতে এই সমস্ত অপরিপক্ক চিন্তা ভাবনা জাতিকে বিভক্ত করবে এবং দেশে অস্থিরতার সৃষ্টি করবে, যা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকেই ব্যর্থ করে দেবে; তাই,বরং সকল দলকেই নির্বাচন করতে দেওয়া উচিৎ, এবং জনগণ ভোটের মাধ্যমে ঠিক করবে কারা দেশ পরিচালনা করবে।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ সভায় আগতদের এই বলে নিশ্চয়তা দেন যে, ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠানটির জন্মের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ যেভাবে দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও তাঁদের ওপর সরকার এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী, মৌলবাদী ও উগ্রপন্থীদের নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছে এবং প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বের সংশ্লিষ্ট সকল সরকার, আইন প্রণেতা, ও সংস্থাকে অবহিত করে এসছে সেটা অব্যাহত থাকবে।

সভার পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনুস সাহেবের উদ্দেশ্যে বিনীত প্রশ্ন রাখা হয়, উনি নিজে এবং ওনার সহযোগী "ছাত্র সমন্বয়করা" ন্যায় বিচার, ন্যয্যতা ও সমতা-ভিত্তিক সমাজের কথা বলছেন, কিন্তু সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে না কেন।

সভা আশা ব্যক্ত করে যে, প্রধান উপদেষ্টা ও শান্তির জন্য নোবেল বিজয়ী ডক্টর ইউনুস সাহেবের তত্বাবধানে সংবিধানের মূল নীতি ধর্ম-নিরপেক্ষ-গণতন্ত্র এবং জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সম-অধিকার, এবং ভাষা-ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুরক্ষিত থাকবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদ সহ দেশে আন্দেলনরত সকল সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোর আট দফা দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে বলা হয় যে, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইনের একটি ড্রাফট বিল, যা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেওয়া হয়েছিল, শিগগীরই প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনুসের কাছে প্রেরণ করা হবে।

লিবার্টি পিওর ফার্মার্স সুপার মার্কেটের মেলায় দেশীয় মাছের সমাহার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: শুরু হলো দেশীয় মাছের মেলা। লিবার্টি পিওর ফারমার্স সুপার মার্কেটসের আয়োজনে এ মেলায় রয়েছে শতাধিক দেশীয় প্রজাতির বাহারি মাছের সমাহার। মেলায় গাড়ি পাকিংয়ের সুবিধা রয়েছে। ২৪ দিনব্যাপী এই মেলা থেকে ক্রেতারা অর্ধেক দামে সকল ধরনের দেশীয় মাছ কিনতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কর্তৃপক্ষ।

দিনভর মেঘলা আকাশ। সাথে ঝিড়ি ঝিড়ি বৃষ্টির মধ্যেও গত ২২ নভেম্বর শুক্রবার জুম'আর নামাজ শেষে ক্রেতার ভিড়ে মুখরিত ছিলো পিওর ফার্মার্স সুপারমার্কেট। ভিন্ন কোন দেশ নয় সরাসরি দেশীয় মাছের স্বাদ দিতে ব্যতিক্রমী এই আয়োজন দেখতে ক্রেতার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের ভিড় পড়ে যায় পিওর ফার্মার্স সুপার মার্কেসটসের মাছের মেলায়।

মার্কেটটির কর্ণধার শামসুল হক ও জহির উদ্দিন জুয়েল জানান, হাওর, নদী, সমুদ্র সহ সব ধরনের মাছের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই সাজানো হয়েছে এই মেলা। বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির কাছ থেকে সরাসরি মাছ এনে তা বিক্রি করছেন পিওর ফার্মার্স। পিওর ফার্মার্স সুপার মার্কেটে শুধু মাছ নয় এখানে সব ধরনের গৃহস্থালী পণ্য বিক্রি হয় সাশ্রয়ী বা সুলভ মুল্যে। এতে খুশি ক্রেতারা।

প্রতারণার ফাঁদ থেকে রক্ষায় কন এডিশনের সতর্কতা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি ও রেসিডেনশিয়াল গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কন এডিসন কতৃর্পক্ষ সাপ্তাহিক বাঙালীতে পাঠানো তথ্যে সরল সোজা ইমিগ্রান্টদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে তারা যেন দুবর্ত্ত প্রতারকদের থেকে সাবধানে থাকেন। কন এডিসনের সাথে যোগ দিয়েছে আমেরিকা ও ক্যানাডার ১৫০টিরও বেশি এনার্জি ও ওয়াটার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। কিভাবে প্রতারকরা মানুষের ক্ষতি করে তার কয়েকটি নমুনা দিয়েছে কনএডিসন।

যেমনঃ দুবর্ত্তরা কন এডিসন বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রাহকদের কাছে ফোন করে পরামর্শ দেয় তারা যেন প্রিড়্পেইড কার্ড কেনে, তাহলে গ্যাস ও ইলেকট্রিসিটির দাম ৫০ শতাংশ কম পে করতে হবে। অনেকে এই প্রতারকদের বিশ্বাস করে ফোনে তাদের ক্রেডিট কার্ড নম্বরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়। প্রতারকরা ক্রেডিট কার্ড থেকে টাকা তুলে নিয়ে উধাও হয়। কনএডিসন বলেছে, তারা কখনোই প্রিপেইড ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে কোনো পেমেন্ট গ্রহণ করে না। এ ধরনের কোনো কর্মসূচী তাদের নেই।

প্রতারকরা কনএডিসনের পক্ষে কাস্টমারকে ফোন করে ক্যাশ এ্যাপ, ভেনমো ও জেলের মাধ্যমে বিলের পেমেন্ট দাবি করে। এইসব মাধ্যমে কনএডিসন কখনো পেমেন্ট গ্রহণ করে না বলে জানিয়েছে তারা।

অনেক প্রতারক তাদের কনএডিসন একাউন্ট নম্বর, সোশাল সিকিউরিটি নম্বর অথবা অন্য ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চায়। কনএডিসন এসব তথ্য কখনো চায় না। কনএডিসন জানাচ্ছে, প্রতারকরা প্রযুক্তির মাধ্যমে এমন ফোন নম্বর ব্যবহার করে যে মনে হবে তারা কনএডিসন থেকেই ফোন করছে। কনএডিসন আমেরিকার বৃহত্তম এনার্জি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। বছরে তাদের রেভিনিউ প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার। তাদের এ্যাসেটের পরিমাণ ৬৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের। নিউইয়র্ক সিটির ৫ বরো এবং ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে তারা ৩৭ লক্ষ বাড়িতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। প্রতারণা বিষয়ে যোগাযোগঃ 800-75-Coned. ---প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে সিলেট দক্ষিণ সুরমা ইউনাইটেড'র আহবায়ক কমিটি

আহ্বায়ক কামরান, সদস্য সচিব শাহ সেলিম



নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে সিলেট দক্ষিণ সুরমা ইউনাইটেড ইউএস এ ইনকের নতুন আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ১৮ নভেম্বর ব্রঙ্কসের নিরব রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সিলেট দক্ষিণ সুরমা ইউনাইটেড ইউএসএ ইনকের এক সভায় ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কর্মকর্তারা হলেন : আহ্বায়ক রিয়াজ উদ্দিন কামরান, সদস্য সচিব শাহ সেলিম আহমেদ, সদস্য মনসুর আহমেদ চৌধুরী, কফিল আহমদ চৌধুরী, আব্দুল আহাদ হেলাল, সাজন খান, শ্যামল কান্তি চন্দ্র, শাহ কামাল উদিন, শাহেদ খান, মাজলুল আহমেদ কামরান, হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরি, মুজিবুর রহমান মেম্বার, শফিকুল আলম, মিজানুর রহমান বনাম, মোহাম্মদ রেজাউল হক রুহেল, জিয়াউল ইসলাম জিনুক ও আজাদুল ইসলাম আলমগীর।



এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত ফারিয়ান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক পুলিশের কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত ফারিয়ান ইসলাম। তিনি বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরা কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল নজরুল ইসলাম ও রুকসানা ইসলাম দম্পতির পুত্র।

তিনি ২০২৩ সালে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে নিউইয়র্ক পুলিশে যোগদান করে ট্রেনিং নিয়ে সম্প্রতি এনওয়াইপিডির অফিসিয়াল এক আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কের কুইন্সস্থ ১১২ প্রিসেন্টে কর্মরত রয়েছেন। ফারিয়ান তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে সবার ছোট। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হলিসে বসবাসরত রয়েছেন।

কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এজন্য ফারিয়ান সবার দোয়া কামনা



বাফেলো বিএনপির উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

বাফেলো: জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে গত ২০শে নভেম্বর বুধবার বাফেলো বিএনপির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক নাজমুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় দোয়া পরিচালনা করেন বরিশাল বিভাগীয় সোসাইটি অফ বাফেলোর সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ।

প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি ওয়েস্ট গঠন সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক মতিউর রহমান লিটু। অনুষ্ঠানের শুরুতে ৭ই নভেম্বর- জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা ও বরিশাল বিভাগীয় সোসাইটি অফ বাফেলোর সভাপতি সৈয়দ ঝিলু।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন বিএনপি নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর এর সাবেক সদস্য আবু জাফর ফরাজী এবং নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি দক্ষিণের সাবেক সদস্য তারিকুল ইসলাম প্রিন্স মৃধা।

এতে উপস্থিত ছিলেন বাফেলো সিটি হলে কর্মরত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার ও নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি ওয়েস্ট গঠন আন্দোলনের অন্যতম নেতা জাভেদ মোস্তফা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা ও বরিশাল বিভাগীয় সোসাইটি অফ বাফেলোর সিনিয়র সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান মিয়া, বাফেলো বিএনপি নেতা সালমান সরকার, ছাত্রনেতা সিয়াম আহাম্মেদ, কবির উদ্দিন, ছাত্রনেতা রাকিব , মিলাদুল ইসলাম, কাজী করিম, সামসুল আলম রিটু, মোহাম্মদ রিপন মল্লিক, সানজিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ তাওহীদুল রাফি, মোহাম্মদ পুনম, সাখাওয়াত হোসেন সহ আরো অনেকে। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।-- প্রেস রিলিজ

নিউইয়র্কে ভাসানী ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভায় বক্তারা

মওলানা ছিলেন রাজনীতিকদের আইকনিক নেতা : রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে যথাযথ সম্মান জানাতে হবে







বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা দেশ ও প্রবাসে ভাসানীকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন মওলানা বাংলাদেশের রাজনীতিকদের আইকনিক নেতা, নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর মতো নেতা ভারত উপমাহাদেশে বিরল। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি ক্ষমতার শীর্ষে থাকার রাজনীতি না করে মেহনতি মানুষের পাশে থেকে রাজনীতি করেছেন। কুঁড়ে ঘরে থেকে রাজনীতি করেছেন। তিনি সকল ধর্মের উর্দ্ধে উঠে সর্বাগ্রে মানবতা আর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করেছেন। তাঁকে নিয়ে দেশ ও প্রবাসে বেশী বেশী গবেষণা হওয়া দরকার। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে যথাযথ সম্মান জানাতে হবে। এজন্য সবাইকে কাজও করতে হবে।

মওলানা ভাসানী'র ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা উপরোক্তস কথা বলেন। সভায় গভীর শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় মওলানাকে স্মরণ করেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। স্মৃতিচারণ করেন মওলানা ভাসানীর সান্নিধ্য পাওয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক গত ১৭ রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে এই সভার আয়োজন করে। ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ আলোচক ছিলেন কানাডা প্রবাসী ভাসানী গবেষক ড. আবিদ বাহার এবং কলকাতার ভাসানী চর্চ্চা কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান ড. আসিফ আক্রাম। সভা পরিচালণা করেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের। সভার শুরুতেই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এছাড়াও স্লাইড শো-তে মওলানা ভাসানীকে তুলে ধরা হয়।

সভায় সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সিনিয়র সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের ও সাঈদ তারেক, বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ড. মাহফুজ চৌধুরী, সাবেক এমপি লুৎফর রহমান চৌধুরী হেলাল, মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাকের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, এডভোকেট মজিবুর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাহাতাব উদ্দিন, এবিএম ওসমান গনি, কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, ডা. নার্গিস রহমান, কাজী ফৌজিয়া, শামসুন্নাহার নিরা, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নিউইয়র্কের দেলোয়ার হোসেন শিপন ও আব্দুল কাদের প্রমুখ বক্তব্য আলোচনায় অংশ নেন।

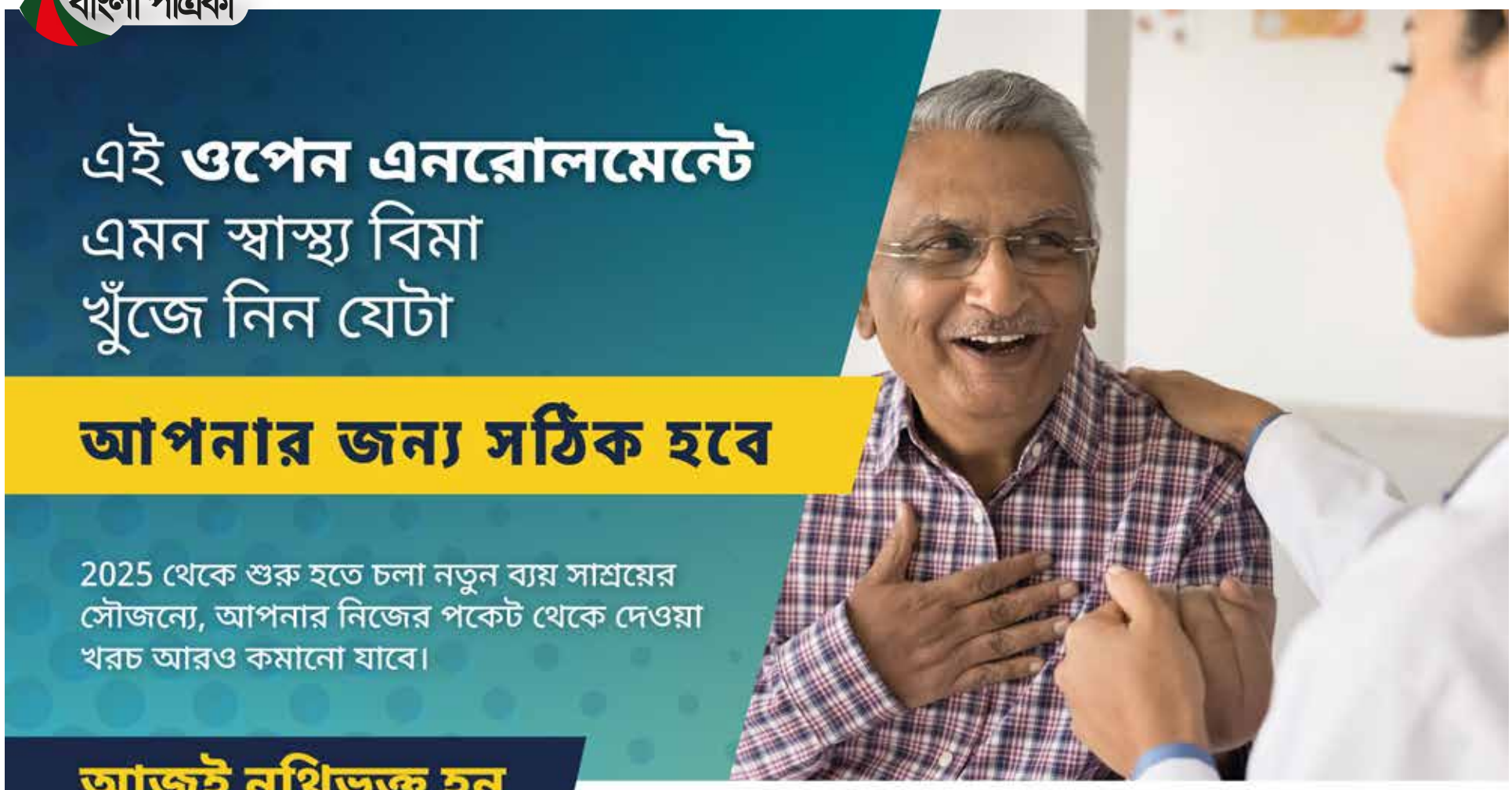
সভায় বক্তারা বলেন, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। ভারত উপমহাদেশের মজলুম জননেতা খ্যাত অন্যতম রাজনীতিবিদ। ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি। বক্তারা বলেন, মওলানা ভাসানী ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা, আপসহীন নেতা। যার কাছে ধনী-গরিব কোন কিছুই ভেদাভেদ ছিলনা। বক্তারা দেশের চলমান পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানীর মতো নেতার বড় প্রয়োজন উল্লেখ করে বলেন, দেশে 'খামোশ' বলার মতো নেতার দরকার।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে মওলানা ভাসানীর সঠিক ইতিহাস পৌঁছানো না হলে ভবিষ্যতে সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মানে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি না হওয়ার সম্ভাবনার আশঙ্কাও প্রকাশ করেন কোন কোন বক্তা।

মওলানা ভাসানীকে বাংলাদেশের 'ফাউন্ডার ফাদার' হিসেবে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানীর অবদান জাতির কাছে চিরদিন অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্য পাঠ্যবইতে সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। পাশাপাশি সভা-সমাবেশের মাধ্যমে সর্বস্তরে ভাসানীকে তুলে ধরতে বর্তমান অন্তবর্তী সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয় সভায়।

সভায় ড. আসিফ আক্রাম 'রবুবিয়াত : এ র‍্যাডিক্যাল অ্যাপ্রোচ টু ইসলামিক সোস্যালিজম' শীর্ষক মূল বক্তব্যে 'অনেকের ধারনা ভাসানী ছিলেন বামপন্থী বা মুসলিমবিরোধী, আসলে কি তাই'- এমন প্রশ্ন করে বলেন, ভাসানীর রাজনীতি ছিলো গণ মানুষের জন্য রাজনীতি। তাঁর দর্শন ছিলো ইসলাম আর সমাজতন্ত্রের সন্নিবেশন। মওলানাকে বুঝতে হলে তাঁর রবুবিয়াত সম্পর্কে জানতে হবে, পড়তে হবে। এজন্য বেশী বেশী গবেষণার দরকার।

ড. আবিদ বাহার বলেন, মওলানা ভাসানীকে বুঝতে হলে তাঁকে জানতে হবে, চিনতে হবে। আর এজন্য মওলানাকে নিয়ে দেশ ও প্রবাসে বেশী বেশী গবেষণা প্রয়োজন। পাশাপাশি মওলানাকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। সবাই মিলেই এই কাজ করতে হবে।


এই ওপেন এনরোলমেন্টে
এমন স্বাস্থ্য বিমা
খুঁজে নিন যেটা
আপনার জন্য সঠিক হবে
2025 থেকে শুরু হতে চলা নতুন ব্যয় সাশ্রয়ের সৌজন্যে, আপনার নিজের পকেট থেকে দেওয়া খরচ আরও কমানো যাবে।
আজই নথিভুক্ত হন
nystateofhealth
The Official Health Plan Marketplace
nystateofhealth.ny.gov
1-(855) 355-5777


TiME TV PLUS
TV BOX
১৫০ + চ্যানেল
নন-স্টপ
বিনোদনকে
হ্যালো বলুন
TiME TV PLUS TV BOX
TiME television
টোটাল চ্যানেল ১৫০+
প্রবাসী ১৭
বাংলাদেশী ৪১
ইন্ডিয়ান বাংলা ১৫
ইংলিশ ২৩
হিন্দি ২০
স্পোর্টস ১৯
কিডস ৬
ইসলামিক ৮
মিউজিক ২
Address: 3650, 38th St, 2nd Fl Long Island City, NY 11101. Mobile: +1 (718) 753 0086.

সাহিত্য সাময়িকী

পানি লাগবে, পানি
দুখু বাঙাল

সব ডাক কানে বাজে, বেজে ওঠে কানের দুয়ারে
বিজয়ের জয়ধ্বনি, মেঘের গম্ভীরা কিংবা সমুদ্রগর্জন
কোনো কোনো ডাক এসে আছড়ে পড়ে চিত্তের পলিতে।
হৃদয় উজাড় করা ব্যাকুলিত এই আহবান-
পানি লাগবে, পানি?
হাতপাখা আর ঘটিভরা জলদানের একটি জাতিকে
কী সহজেই তুলে দিয়ে গেলে এক মিথের শিখরে!
সেই থেকে বদলে গেল সমুদ্র আর মেঘের স্বভাব
আকাশের আর্তনাদে সাড়া দিতে জলশুঁড়ও করে উচ্চারণ-
পানি লাগবে, পানি?
মেঘের বিলাপে এখন ঝরে যায় মৃত্তিকায় অমোঘ সঙ্গীত-
পানি লাগবে, পানি?
শ্রাবণের সেই দিন মুখভার করে বসেছিল পুরোটা আকাশ
কখন যে রাজপথে ছড়ালে বসন্ত তুমি আপন শোণিতে।
সমস্বরে ডেকে ওঠে সব নদী, সব চোখ, সব জলাশয়-
পানি লাগবে, পানি...

আরশির বিপ্রতীপ চিত্রে
মঈনুস সুলতান

ইনকা যুগের ইঁদারা থেকে আদিবাসী কিশোরী দড়ি টেনে তুলছে জল,
আরশির বিপ্রতীপ চিত্রে দেখি- জানালার পাশে দাঁড়িয়ে
তুমি কাটগ্লাসে পান করছো শেরী,
বুঝেও বুঝতে পারিনি ভ্রূভঙ্গীতে ছিলো কী যে ছল
গল্পে মশগুল আমাদের পাড়ে ফেলে রেখে ছেড়ে গিয়েছিল ফেরী;

অ্যান্ডিজ উপত্যকার সূর্য-বিধুর অপরাহ্নে দেখেছি যুগল রঙধনু,
পথ চলতে-
তাকিয়েছি পেছন ফিরে- স্প্যানিশ গির্জার দারু স্তম্ভে
দেখেছি- সংরক্ষিত প্রাণহীন বৃক্ষের তন্বী তনু,
ছবি হাটে দাঁড়িয়ে যা শুনতে চেয়েছো- তা পারিনি বলতে;

এখনো জানালার পাশে পানপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে শোন বুঝি ঝিঁঝির নামগান,
চাও না অজুহাত- কিউরেটরের দক্ষতায় সংরক্ষণ করো কী সম্ভ্রান্ত
অভিমান?

হিউম্যান জু
সায়ীদ আবুবকর

কার্ল হ্যাগেনবেকের হিউম্যান জুগুলো কি আজও ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ?
কোথা থেকে আসে তবে এত মানুষের কান্না?
তার সেই মানবচিড়িয়াখানাগুলোতে এখনো বুঝি
ভুখানাঙ্গা হাড়সর্বস্ব ময়লা চামড়ার মানুষেরা
কি দারুণ দর্শনীয় জন্তু;
সভ্য সাদা চামড়ার মানুষেরা এসে দেখছে আর
'কি-দারুণ! কি-দারুণ!' বলে ফেটে পড়ছে উন্মত্ত উল্লাসে।
ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে কেউ আপেল কমলা কলা;
নরপশুগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে তা গোগ্রাসে,
আর সভ্য মানুষেরা পরম বিস্ময়ে উঠতেছে বলে,
কিরকম মানুষের মতো খায়!

না, কার্ল হ্যাগেনবেক নেই, নেই তার সেইসব লোহার খাঁচাও।
কিন্তু গোটা পৃথিবীই হয়ে আছে আজও এক অত্যাশ্চর্য
মানবচিড়িয়াখানা। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদীদের এই জু-এ
ছটফট করছে মানুষ; ক্ষুধায়, দারিদ্র্যে, অসুখে-বিসুখে
আর্তনাদ করছে তারা; তাই দেখে সভ্য মানুষেরা পরম বিস্ময়ে
করতেছে বলাবলি, দ্যাখো কিরকম মানুষের মতো কাঁদে!



অজ্ঞাতবাস
জাফর ওবায়েদ

কারও দৃষ্টির আগুনে পুড়েছে বেনামী কারও পোষমানা সংসার
আর, দুজনে ঘুমিয়ে আছে অনাত্মীয় বেডের হিম হিম মিথ্যায়
কালিঘন অন্ধকারে, গহীন উদরে, সহমরণ ঘুমের ডেকে আনা ফাঁদে;
এ কথা দুয়ের, কেউই জানে না, হয়তো জানবে না কস্মিনকালে।

আকাশের নীলফ্রকে চোখ রেখে তারা এক পেয়ালা হলুদ রোদ্দুরের সোপ
একঠোঁটে পান করবে বলেই পড়ে নিচ্ছিল পরস্পরের মুখ ও চোখের বই
হেলে পড়া বিশ্বাসের গায়ে আশ্বাসের টিক দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে ভেবে
হতাশার বিপরীতে প্রত্যাশার চারাও রুয়ে যাচ্ছিল একের পর এক
যদিও, হতাশার তুমুল তুফানদামে আশার ভর্তুকি প্রায়শই অকার্যকর।

তাদের যুথবদ্ধ প্রেমপুস্তকের পাতায় শান্ত স্বভাবেই শুয়ে আছে অনুযোগ
কোমলগান্ধার মতো চোখ খোলে মার্জিত পোশাকে বসে, বর্ণ-শব্দ-বাক্য
কোনও কথাও নেই, মিছিল-মিটিং নেই; নেই কোনও না-পাওয়ার আক্ষেপ!
কেমন কাটবে দিন? দৌলতের ঘোরে? আদর্শের নাকি সংগ্রামের ইঙ্গিতে?
দুজনেই ভাবে, দুই হাত এক হয়ে যাক, পরাজিত প্রেমের প্রসূনঘ্রাণে।

ত্রিপদী ত্রিবিধ
আশরাফ হাসান

সংকীর্ণ হতে হতে আকাশ
পীঠেও কি ঠেকে যায় দেয়াল?
আয়ুর কলস তো ফুরোবে সবার
না হয় আমি হবো আগাম রুদ্ধশ্বাস!

০২.
নর্তকী নমস্য চিরকাল
চিন্ময় চিবিয়ে খাওয়া সাপ'লা দাঁত
মানুষের ডেরায় এলো 'হাবিয়া'- ড্রাগন
ইসাবেলা যমের সাথে করে নে আঁতাত

০৩.
বিত্তেই সুখ খোঁজা টাকা-ই বিহিত
মানুষের চেয়ে বেশি পাতকী পিরিত!

দ্বিধার আধিপত্য
গোলাম রববানী

চিন্তাচিতা জ্বলে, চিন্তা চূর্ণচিন্তন আঁচলে-
বস্ত্রের শরীরে, বাঙলা শুধু ক্বিবলার কবলে;
দেখা হলো, জানা হলো আরো শোনা হলো
নির্বুদ্ধিতার আধিপত্য বাজারে- আহা! এই বুঝি
ফিকে হাসি দিলো
বোধগম্য ফাঁকে গেলো, সূর্যনগর পড়ে শরমে।

ধ্বনি প্রতিধ্বনি বন্ধকে গেছে দ্বিধার আধিপত্যে
প্রমোদ বাতাসের যৌবনদেহে। হাবাগোবা ল্যাওড়ার কল
লোলা লোলা লোলা গাইছে সকল যৌবনপোড়া গান
একখণ্ড দ্বিধার আধিপত্যজুড়েই এখন কেবল
জল পড়ে পাতা নড়ে।



অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ

Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ

ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ

এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন:
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-ঈঝ), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।

যোগাযোগ:

abdurrahman.bd144@gmail.com

(পাত্র নিজে)

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Ave. যোগাযোগ : **917-495-1391 917-495-3908.**

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:

১ঃ ফ্লোর , একজন চাকুরী জীবি মহিলার নিকট ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। ১৪৪ (১৪৪) স্ট্রিট এফ ট্রেন (F train) সংলগ্ন।

ফোন- ১ (৬৪৬) ৬২৪-৯৪৮৪

রুম ভাড়া:

১লা অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাঁটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে text বা call (কল) করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬

বাসা ভাড়া :

ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।

যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০ ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা | 347- 235-7322 (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।

যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

রুম ভাড়া:

১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ

October থেকে ২ room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।

ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

evmv fvov:

Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।

Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.

যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। ৩৪৭-৩৪৫-৫২৪৩, ৩৪৭-৬৫৩-০৬৩২.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।

যোগাযোগঃ ৯২৯-২৬১- ৯৯৪১.

বাসা ভাড়াঃ

রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-

স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

House for Rent:

3 bed rooms in Parkchester, Bronx, rent $3200. On sutter Ave. in East New York/ Ozone Parki, 4 beds, 2 baths, rent $3500. In Saint Albans, 4 beds, 2 baths duplex. Rent $4000. We accept City PHEPS & Section 8.

Please call to rent : 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or

email:
kamruzbaccu1@gmail.com

House for rent:

(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.

Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :

3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:

1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:

2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent. Please contact Mojib at (347) 234-8295.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.

ড্রাইভারঃ TLC বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.

আটলান্টিক সিটির মসজিদ আল হেরায় সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত





নিউজার্সি: নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে মসজিদ আল হেরার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ মাগরীব এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ আল হেরার সভাপতি ওবায়দুল্লাহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম সোহাগ এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুহাদ্দিস মাহমুদুল হাসান, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুনা ইষ্ট জোনের সাধারন সম্পাদক মাওলানা ফারুক আহমেদ। মাহফিলে মসজিদ আল হেরার খতিব মুহাদ্দিস মোঃ আজিম উদ্দীন সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন। আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র মাহফিলে অংশগ্রহন করেন ও বক্তৃতা করেন। আলোচনা সভায় বক্তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেন। বক্তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন থেকে সমাজ বিনির্মাণের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন এবং বর্তমান সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মপন্থা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

বক্তারা আরো বলেন, পৃথিবীতে আমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)। আমাদের জীবনকে সুন্দর কাঠামো দিয়ে গড়তে হলে রাসুল (সা.) এর আদর্শকে ধারণ করতে হবে। মসজিদ আল হেরার সভাপতি ওবায়দুলল্লাহ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে মসজিদের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আল হেরা ইসলামিক এডুকেশান সেন্টারের বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী সভা মোঃ হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোঃ রিয়াজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে ট্রফি ও ছাত্র ছাত্রীদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আল হেরা ইসলামিক সেন্টারের ছাত্ররা জানাযা নামাজ প্রদর্শন করে। শেষে বিশ্ব উম্মাহর মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

গণ ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া জানতে 'আইসে'র বিরুদ্ধে মামলা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের পরপরই আমেরিকায় অবস্থানরত প্রায় এক কোটি আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্টকে ডিপোর্ট করার কথা বলছেন। তারই প্রেক্ষিতে গত সোমবার সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন ফাউন্ডেশন অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া সেখানকার ফেডারেল কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছে ইউএস ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের বিরুদ্ধে।

মামলায় তারা আইসের কাছে স্বচ্ছতার সাথে জানতে চেয়েছে তারা কোন প্রক্রিয়ায় স্বল্প সময়ে এত অধিক সংখ্যক মানুষকে গ্রেফতার করে ডিপোর্ট করবে।

অঈখট জানতে চেয়েছে, এর জন্য তারা কোন কোন এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করেছে, কোন গ্রাউন্ড যানবাহন ব্যবহার করবে, কোন্ এয়ারফিল্ড ব্যবহার করবে? যাদের সাথে শিশু আছে তাদের জন্য কী ব্যবস্থা করা হবে ইত্যাদি।

তারা আইস এবং তাদের কন্ট্রাক্টরদের অনুরোধ করেছে যেন ইমিগ্রান্টদের সাথে অমানবিক আচরণ করা না হয়। ওয়াশিংটন পোস্ট তাদের প্রতিবেদনে জানায়, তারা ৪.১ মিলিয়ন বা ৪১ লক্ষ ইমিগ্রেশন কোর্ট রেকর্ড বিশ্লেষণ করে দেখেছে এরা কে কোন দেশ থেকে এসেছিল এবং ডিপোর্টেশনের পরে সে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। দীর্ঘদিন পর ডিপোর্টেড হওয়ার কারণে উক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই তাদের ফেলে আসা দেশকে চেনে না।

আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের নিজস্ব সিনিয়র এটর্নি কাইল ভার্জিয়েন ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন, গত ৯ মাস ধরে আমরা গণ হারে ডিটেনশন এবং ডিপোর্টেশন এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছি। এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্টড়ইলেক্ট। মনে হচ্ছে এখন আমাদের লড়াই শুরু করতে হবে।

ট্রাম্প ট্রানজিশনের মুখপাত্র ক্যারোলাইন লিভিট বলেন, ট্রাম্প চান ফেডারেল এবং স্টেট গভর্নমেন্টের যত ক্ষমতা প্রয়োজন তা ব্যবহার করে গণহারে ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া কার্যকর করতে। বিশেষ করে অবৈধ ক্রিমিনাল, ড্রাগ ডিলার, মানব পাচারকারি ইত্যাদিদের।

ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তিনি গণ ডিপোর্টেশনের সবরকম উদ্যোগ নিলেও বিভিন্ন সিটি ও স্টেটের অসহযোগিতার কারণে সফল হয়নি। তবে এর পাশাপাশি আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন ঐ সময় প্রেসিডেন্টের ডিপোর্টেশন কর্মসূচীকে চ্যালেঞ্জ করে ৪৩০টি মামলা করে।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates SAUDIA ETIHAD AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

NIGAR
SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD



প্রতি ঘণ্টার বেতন বাড়ছে নিউইয়র্কসহ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এলাকায় ন্যূনতম মজুরি ১৬ ডলার থেকে বেড়ে ১৬.৫০ ডলার হবে।

স্ট্যাটিস্টা অনুসারে, ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ-সময়ের সমতুল্য কর্মচারীপ্রতি গড় মজুরি ও বেতন ছিল ৮১ হাজার ৩৫৯ ডলার। নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী একজন কর্মী জানুয়ারির নুন্যতম মজুরিতে দিনে আট ঘণ্টা করে বছরে ৫২ সপ্তাহে ৩৪ হাজার ডলার আয় করবেন।

নিউইয়র্ক স্টেটের দুটি প্রধান অঞ্চলের জন্য পৃথকভাবে কার্যকর হবে। বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেটে দুটি আলাদা ন্যূনতম মজুরি বা মিনিমাম ওয়েজ চালু রয়েছে। একটি নিউইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড এবং ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির জন্য এবং অন্যটি স্টেটের বাকি অংশের জন্য। নিউইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড এবং ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে মিনিমাম ওয়েজ ১৬ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১৬.৫০ ডলার প্রতি ঘণ্টা করা হবে এবং স্টেটের বাকি অংশে এটি ১৫ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১৫.৫০ ডলার প্রতি ঘণ্টা করা হবে।

নিউইয়র্ক স্টেট যুক্তরাষ্ট্রের ৩০টি স্টেটের মধ্যে একটি স্টেট যেখানে ফেডারেল মিনিমাম ওয়েজ প্রতি ঘণ্টার ৭.২৫ ডলারের চেয়ে বেশি। সর্বশেষ ২০২৪ সালের জানুয়ারি ১ তারিখে মিনিমাম ওয়েজ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তখন মিনিমাম ওয়েজ বাড়িয়ে ১৫ ডলার প্রতি ঘণ্টা করা হয়েছিল। এই পরিবর্তন যুক্তরাষ্টের সর্বোচ্চ মিনিমাম ওয়েজের মধ্যে একটি স্টেট শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে সহায়ক হবে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে আরো বৃদ্ধি করা হবে।

ইলিনয়ে মজুরি প্রতি ঘণ্টায় ১৪ ডলার থেকে ১৫ ডলারে বৃদ্ধি পাবে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় নুন্যতমজুরি ১৬ ডলার থেকে বেড়ে ১৬.৫০ ডলার হবে। কিন্তু ৫ নভেম্বরের ব্যালটে প্রস্তাব ৩২ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তা আরও বাড়তে পারে। যদি প্রস্তাবটি পাস করা হয়। তবে এটি শর্ত দেয় যে ২৬ জনের বেশি কর্মী নিয়োগকারীদের প্রতি ঘণ্টায় ন্যূনতম মজুরি ১৮ ডলার, আর ২৫ বা তার কম শ্রমিকের নিয়োগকর্তাদের প্রতি ঘণ্টায় ১৭ ডলার নুন্যতম মজুরি দিতে হবে।

তবে এ পর্যন্ত গণনা করা ভোটের সংখ্যা নির্দেশ করে যে এটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ বর্তমান গণনা করা ভোটের ৫১.১ শতাংশ (৮৭ শতাংশ) ইঙ্গিত দেয় যে ক্যালিফোর্নিয়ানরা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করবে। আরও অনেক অঙ্গরাজ্য নতুন বছরে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করবে এবং বড় ব্যবধানেই তা করবে। হাওয়াইতে প্রযোজ্য কর্মচারীরা প্রতি ঘণ্টায় অতিরিক্ত ২ ডলার পাবেন। অর্থাৎ তাদেও মজুরি ১৪ ডলার থেকে বেড়ে ১৬ ডলার হবে। মিশিগানে কর্মীরা প্রতি ঘণ্টায় ১.৯২ ডলার বেশি পাবেন। অর্থাৎ এ রাজ্যে ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টায় ১০.৫৬ ডলার থেকে বেড়ে ১২.৪৮ ডলার পাবে। অনেক অঙ্গরাজ্যে এই বৃদ্ধির পরিমাণ সামান্য। অ্যারিজোনায় ন্যূনতম মজুরি প্রতি ঘণ্টায় ৩৫ সেন্ট বৃদ্ধি পাবে। এ রাজ্যে কর্মীদের মজুরি প্রতি ঘণ্টায় ১৪.৩৫ ডলার থেকে বড়ে হবে ১৪.৭০ ডলার। ওহিওতে ৬৬ সেন্ট বেড়ে মজুরি প্রতি ঘণ্টায় ১০.৪ ডলার থেকে ১০.৭০ ডলার হবে।

ওরেগন ও ওয়াশিংটন, ডিসি-তে বৃদ্ধি প্রত্যাশিত কিন্তু এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। উভয় রাজ্যই ২০২৫ সালের জুলাই মাসে মজুরির ন্যূনতম পরিমাণ বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিয়োগকর্তাদের শ্রমিকদের ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় আইন দ্বারা মনোনীত সর্বোচ্চ ন্যূনতম মজুরি দিতে হবে। রাজ্যগুলো তাদের নিজস্ব ন্যূনতম মজুরি প্রয়োগ করতে পারে, তবে একটি ফেডারেল ন্যূনতম মজুরি প্রতি ঘণ্টায় ৭.২৫ ডলার নির্ধারিত রয়েছে, যা ২০০৯ সাল থেকে অপরিবর্তিত আছে। কিছু রাজ্যে ফেডারেল মানদণ্ডে ন্যূনতম মজুরি বার নেই: আলাবামা, লুইসিয়ানা, মিসিসিপি, টেনেসি এবং সাউথ ক্যারোলাইনা।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সার্ভিস ফি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)এক প্রেস রিলিজে এ বিষয়টি জানানো হয়। এতে আরো উল্লেখ করা হয় ক্রেডিট কার্ডে সার্ভিস ফি প্রদানে ৩% ব্যাংক সারচার্জ প্রযোজ্য হবে । এ ছাড়া নতুন সার্ভিসের সাথে আগের মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে ফি পরিশোধের ব্যবস্থাও অব্যাহত থাকবে। এতে করে নিজের সুবিধামতোভাবে সেবাগ্রহীতারা ফি প্রদান করতে পারবেন।

নিউইয়র্কের ৮০ হাজারের বেশি শিশু পাবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হেলথ প্লাসে প্রোগামে নথিভুক্ত ৬ বছরের কম বয়সী শিশুরাই এর সুবিধা নিতে পারবে। চলতি বছরে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু কিশোরদের প্রোগামের নথিভুক্ত হয়েছে। এই প্রেগ্রামের আওতায় বছরজুড়ে তালিকাভুক্ত এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দারা স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকেন।

নিউইয়র্কে কোসিয়ুজকু ব্রিজে চার গাড়ির সংঘর্ষে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ঘটে। এতে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটির সাথে আরো দুটি দ্রুতগতির গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এ সময় ঘটনাস্থলে শফিউর মারা যান। এনওয়াইপিডি ও ইএমস টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে এলমহার্সট হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে একজন নারী, একজন মেয়ে ও একজন ছেলে শিশু এবং দূর্ঘটনাকবলিত গাড়ির চালকসহ ৪জন পুরুষ আহত হোন। এনওয়াইপিডির হাইওয়ে পুলিশ জানায়, প্রথমে দুটি গাড়ির সংঘর্ষের পর চেইন রি-এ্যাকশনে আরো দুটি গাড়ি দূর্ঘটনাকবলিত হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, এবং এনওয়াইপিডির হাইওয়ে ডিস্ট্রিক্টের সংঘর্ষ তদন্ত স্কোয়াডের তদন্ত চলমান রয়েছে।

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে খাইরুল আলমের প্রশ্ন

আমি টুরিস্ট ভিসা এখানে বেড়াতে এসেছিলাম আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে বলে ভিসার মেয়াদ বাড়াবার জন্য আবেদন করেছি এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমি কোন অনুমতি পাই নাই এখানে আসার পর একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। আসার পর থেকে আমার এক বন্ধুর পরামর্শে আমি এই বিভাগের একজন নিয়মিত পাঠক। এই অবস্থায় আমি এই বিভাগের মাধ্যমে জানতে চাচ্ছি যে, আমি আমার ভিসার মেয়াদ বারার জন্য অপেক্ষা করবো নাকি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করব। আমার ভিসার মেয়াদ যদি না বাড়ে তবে আমাকে গ্রীন কার্ড পাবার জন্য বাংলাদেশের চলে যেতে হবে কিনা? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকব।

খাইরুল আলমের প্রশ্ন উত্তর

পরামর্শ হচ্ছে ভিসা বৃদ্ধির অ্যাপ্রুভালের জন্য আপনার আর অপেক্ষা করার দরকার নাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এর জন্য ফাইল করুন। আপনার স্ট্যাটাস বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। আপনার ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি অশিক্ষিত হলেও তাতে আপনার কেসের উপর কোন প্রভাব পড়বে না আপনি আপনার গ্রিন কার্ডের জন্য ফাইল করতে পারেন।

নিউ ইয়র্ক থেকে মোহাম্মদ হোসেনের প্রশ্ন

আমার স্ত্রী একজন ইউএস সিটিজেন আমার স্ত্রীর করা আবেদনে আমি এ দেশে এসেছি এবং ইউএস পাসপোর্ট পেয়েছি। আমি তো একজন বাংলাদেশী আমার বাংলাদেশের পাসপোর্ট নবায়ন করা আছে আজ আমি আমার এক সমস্যার কারণে এই লেখাটি লিখছি। বিষয়টি হচ্ছে আমাদের সংসার খুব সুখের নয়। আমাদের দাম্পত্য কলহের কারণে আমি খুবই মনোকস্টে জীবন যাপন করি। এসব কারণে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমি যদি দেশে যাই তবে কি আমি আমার বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে ভ্রমণ করতে পারব। ওই পাসপোর্ট নিয়ে আমি কি আবার এদেশে ফিরে আসতে পারবো। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

মোঃ হোসেনের প্রশ্নের উত্তর

একজন ইউএস পাসপোর্ট ধারি যে কোন সময় ভ্রমণ করতে পারেন। এবং দেশ থেকে ফিরেও আসতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটি একান্ত আপনার নিজস্ব ব্যাপার। তবুও পরামর্শ হিসেবে বলতে চাই যে সব সমস্যার সমাধান আছে। এ ব্যাপারে যথাযথ পরামর্শ পেতে চাইলে প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে এসব ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন। আপনার সব সমস্যার অবসান হোক এই কামনা করছি। একজন ইউএস পাস্পোর্ট ধারী যে কোন সময় ভ্রমণ করতে পারেন।



নভেম্বর ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিন:

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট (ডিওএস) নভেম্বর ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে ২০২৪ নভেম্বর এর পরিবার ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে অবশ্যই এই তারিখের পূর্বে।

নভেম্বর ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিনের সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরি খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে।

পরিবার ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা:

প্রথম: (এফ ১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র কন্যা : অক্টোবর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্রকন্যা।

এ. (এফ ২এ): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান: জানুয়ারী ০১, ২০২২।

বি (এফ টু বি): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের ২১ নিম্ন বয়সী এবং ২১ উর্ধ্ব বয়সী অবিবাহিত পুত্র কন্যা: মে ০১, ২০১৬।

তৃতীয়: (এফ ৩): ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র কন্যা: এপ্রিল ১৫, ২০১০।

চতুর্থ: (এফ ৪): প্রাপ্তবয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাইবোনেরা: আগস্ট ০১, ২০০৭।

এ ব্যাপারে পারিবারিক এবং চাকুররি ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল:

kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আমাদের পুলিশ

আজিজুর রহমান | (৫ম পর্ব)

মোস্তনসিরুর রহমান ছিলেন বৃটিশ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে রাষ্ট্রের একজন সফল পুলিশ অফিসার।পেশাগত জীবনে সরকারি দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ব্যাক্তি জীবনেও তিনি সফল ছিলেন জ্ঞান চর্চা,আমল এবং ইমানী দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ।

নামাজ রোজা আদায়ের সাথে সাথে নির্লোভ জীবন যেমন ছিলো তার সাধনা তেমনি ছিলো পেশাগত জীবনের পরিপূর্ণ দক্ষতা।সেই দক্ষতা বলে সম্পাদিত তার লেখা বই গুলো পুলিশ বাহিনীর শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।যা সারদা পুলিশ একাডেমিতে অনুমোদিত ও অন্তর্ভুক্ত ।

এমনই ভাবে আগের দিনের সেই উপনৈবেশিক শাসন ব্যবস্থায় নিয়োজিত থেকেও আমাদের দেশের পুলিশ অফিসারগণ বিভিন্ন ভাবে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছেন । আর তা সম্ভব হয়েছিলো ব্যাক্তি সততা ,মেধা ও কলুষমুক্ত জীবনের জন্য ।

তারা যেমন হতে চাননি সরকারের একনিষ্ঠ লাঠিয়াল তেমনি হতে চাননি একজন একজন নির্লজ্জ পরো মুখাপেক্ষী ।তাই তারা সমাজ জীবনে আজকের দিনের মতো নিন্দিত ছিলেন না ক্ষেত্র বিশেষ নন্দিত ছিলেন । আজকের দিনে আমাদের পুলিশ বাহিনীর এই অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে নিয়োগকালীন অনিয়ম ।ব্যাক্তি যোগ্যতার চেয়ে আজকাল নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে দেখা হয় তার রাজনৈতিক দলীয় অবস্থান ।এমনকি তার পারিবারিক বা গোত্রীয় অবস্থানও বিবেচনায় নিয়ে ক্ষমতাসীন দলগুলো পুলিশ বাহিনীতে লোকবল বৃদ্ধি করে । তারই সাথে রাজনৈতিক দলের নেতারা এবং উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তারাও নিয়োগ কালীন সময়ে নিয়োগকৃত সদস্য হতে বড় অংকের উৎকোচ গ্রহণ করে থাকেন।



এ অবস্থায় নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যাক্তি তার পেশা জীবনের শুরুতেই অসততার দীক্ষায় প্রলুব্ধ হয়ে উঠে । তারপর তার চাকুরী জীবনে তার দলীয় পরিচিতি হয়ে উঠে পদন্নোতি বা সুবিধা প্রাপ্তির সহায়ক ।এরই সাথে যুক্ত হয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত অসৎ ধনবানদের কুমতলব হাসিলের অশুভ তৎপরতায় প্রাপ্তিযোগ। এ তৎপরতায় সহায়ক হয় সরকার সমর্থিত রাজনৈতিক শক্তির ব্যবহার। সমাজে অসৎ ধনবানদের অন্যায় ভাবে গরীবের জায়গা জমি দখলেও পুলিশ বাহিনীকে রাষ্ট্রের জ্ঞাতসারেই ব্যবহার করা হয় লুটেরা পুঁজিপতিদের এসব বেআইনি কাজে ।

পদন্নোতি বা বদলীতেও বিদ্যমান আছে মোটা অংকের মাসোয়ারা ।এভাবেই একটি রাষ্ট্রে সরকার প্রবর্তিত অন্যায় অসততার মধ্যে জড়িয়ে আছে আমাদের পুলিশ বাহিনী। উৎকোচ হচ্ছে তাদের কাছে একটা সাধারণ ও নির্ধারিত পাওনা যা তাদের মধ্যে প্রায় সবার কাছেই এটি প্রচলিত ধারণা। এভাবেই সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের তৎপরতায় রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীকে একটি অসৎ ও বেআইনী বাহিনী রূপে পরিচিত করা হয় বা হলো।এমনিভাবে ইদানিং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনৈতিকতা ও দলীয় ক্ষমতা ধরে রাখার অপতৎপরতায় পুলিশ বাহিনীকে বেপরোয়া ব্যবহার করে বর্বরে পরিণত করা হয়েছে ।

তাদেরকে প্রয়জনে নিয়োজিত করা হয়েছে গুম খুন ও রাহাজানিতে। রাষ্ট্রের বিরোধী মত নির্মূলে পুলিশ বাহিনী সহ সব বাহিনীকে ব্যবহার করে গত সরকারের আমলে দেশকে অনিয়মের আখড়ায় পরিণত করা হয়েছিলো।দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার বদলে একটি বেআইনি অবস্থানের সরকার টিকিয়ে রাখার মন্ত্রে পুলিশকে দীক্ষিত করে তোলা হচ্ছিল ।নীতিহীন অযোগ্য অথর্ব মোসাহেবদের পুলিশ বাহিনীর সর্বোচ্চ পদে পদায়ন করা হয়েছিল । এদের অযোগ্যতায় দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চরম বর্বরতার দিকে ধাবমান ছিলো ।

দলীয় মন্ত্রে দীক্ষিত পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগকৃত দলীয় মাস্তানরা পুলিশ বাহিনীর সব নিয়ম কানুন তচনচ করে দিয়েছিল।এমনকি দলীয় সরকার টিকিয়ে রাখতে পুলিশ বাহিনীকে অত্যাধুনিক অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছিল।এভাবেই একটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পর্যায়ক্রমে দানবে রূপান্তরিত করা হয় । আর এই দানবীয় বর্বরতার নিকৃষ্ট প্রমাণ হলো আগষ্ট বিপ্লবের বিপ্লবীদের প্রতি রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর নির্মম অবস্থান । গত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে পুলিশের গুলি করার অভিজ্ঞতা ও আশুলিয়ায় বিপ্লবীদের মরদেহ দাহনই প্রমাণ করে আমাদের পুলিশের নিষ্ঠুর বর্বরতার রূপ।

রাষ্ট্রের অবৈধ সরকার ,লুটেরা পুঁজিপতি আর পুলিশের মধ্যে যখন স্বার্থের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন কি বর্বর ও করুণ রূপ ধারণ করে তার প্রমাণ গত সরকারের সময়ের বাংলাদেশ।

> উপনৈবেশিক শাসন ব্যবস্থায় নিয়োজিত থেকেও আমাদের দেশের পুলিশ অফিসারগণ বিভিন্ন ভাবে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছেন । আর তা সম্ভব হয়েছিলো ব্যাক্তি সততা ,মেধা ও কলুষমুক্ত জীবনের জন্য । তারা যেমন হতে চাননি সরকারের একনিষ্ঠ লাঠিয়াল তেমনি হতে চাননি একজন একজন নির্লজ্জ পরো মুখাপেক্ষী ।তাই তারা সমাজ জীবনে আজকের দিনের মতো নিন্দিত ছিলেন না ক্ষেত্র বিশেষ নন্দিত ছিলেন । আজকের দিনে আমাদের পুলিশ বাহিনীর এই অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে নিয়োগকালীন অনিয়ম ।ব্যাক্তি যোগ্যতার চেয়ে আজকাল নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে দেখা হয় তার রাজনৈতিক দলীয় অবস্থান

আর এর ব্যর্থতার পরিণাম এ সময়ে দৃশ্যমান হচ্ছে আরো করুণ আরো লজ্জার ।যা আজ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর দূর্বল অবস্থান থেকে প্রতীয়মাণ হচ্ছে যেনো দেখছি।

পোলাইড অভিডিয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কোওরেজ ও এফিসিয়েন্ট আদর্শিক শব্দ দ্বারা নামাংকিত পুলিশ বাহিনীর আজ আমাদের রাষ্ট্রে ও সমাজে কি করুণ দশা । কিছু সংখ্যক পুলিশ অফিসার ও সদস্যদের অনৈতিকতার অভিশাপ আজ যেনো পুরো পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ।

এমনই অবস্থায় প্রয়োজন আজ রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর জরুরী ভিত্তেতে উপযুক্ত সংস্কার সাধন । প্রয়োজন চিহ্নিত অসৎ পুলিশ সদস্যদের বিতাড়ন ও সাথে সাথে নতুন করে দেশের মেধাবী চরিত্রবান নগরিকদের পুলিশে নিয়োগ দান।

এমনকি সর্বোপরি বেনজির,শহীদুল , মনিরুল ও হারুনদের মতো অসৎদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ।এবং তাদের অবৈধভাবে অর্জিত সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের তড়িৎ পদক্ষেপে ।

এ সব উদ্যোগ হতে হবে আগামীদিনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর জন্য শিক্ষণীয় উদাহারণ হিসেবে ।

এমতাবস্থায় অন্তরবর্তিকালীন সরকারের দায়িত্ব কালীন সময়ে এই ধ্বসে পড়া পুলিশ বাহিনীর দ্রুত সময়ে সংস্কার সাধন প্রয়োজন ।

দেশের নাগরিকদের প্রত্যাশা বর্তমান সরকারের সময়ে এসব অনৈতিকতার অভিশাপ দূরে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।

কারণ ,ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সরকারের আমলে যদি দেশের এসব প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে সফলতা না আসে তাহলে তা আর কখনো পরিবর্তন হবে বলে বিশ্বাস করা যায় না ।

(চলমান)

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

ক্ষমতায় থেকে দল গঠন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

লীগ গর্ত থেকে বের হতে কেবল উঁকিঝুঁকি মারছে। বাকিগুলো ছিল ছোটখাট কিছু দল। কিছুটা সাংগঠনিক ব্যপ্তি ছিল ভাসানী ন্যাপের। প্রধানত: এই দলের ওপর ভর করেই জিয়াউর রহমান তার দল গঠনের উদ্যোগ নেন। সাথে যুক্ত করেন মুসলিম লীগের কিছু নেতাকে। আরও কিছু খুচরাখাচড়া দলের দুই/একজনও ছিল। তবে রাজনীতিকদের পাশাপাশি বেশ কিছু পেশাজীবিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করার দায়িত্বটা বর্তেছিল তৎকালীন ডিজিএফআই প্রধান মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম শিশুর ওপর। এই শুরু রাজনীতিতে ডিজিএফআইয়ের কলকাঠি নাড়ানো। শিশু সাহেব সুনিপুনভাবে নতুন দলের ভিত্তি তৈরী করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারকে প্রধান করে প্রথমে জাগদল, পরে আরও কয়েকটা দল মিলে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট এবং সবশেষে ফ্রন্টের সংমিশ্রনে জাতীয়তাবাদী দল।

জিয়া সাহেব যখন দল করেন তখন রাজনীতির দ্বার কিছু কিছু করে খোলা হচ্ছে। মাঠে কোন প্রতিপক্ষই নেই। সংসদে একটা বিরোধী দল বানাতে আওয়ামী লীগকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সামনে আনা হয়। নির্বাচনে তারা পায় ৩৯টা সীট। এবং তারাই হয় প্রধান বিরোধী দল। বিএনপি গঠনের সময় কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় নি। কেউ মুখ ফুটে বলতেও পারেনি ক্ষমতায় থেকে সকল রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে দল গঠন করা অনৈতিক বা অন্যায়।

মার্শাল ল'র মধ্যে সরকারি উদ্যোগে দ্বিতীয় রাজনৈতিক দলটি গঠন করেন সেনাশাসক জেনারেল এরশাদ। একই ফর্মূলা। প্রথমে প্রেসিডেন্ট আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে প্রধান করে জনদল। কিছুদিন পর আরও কয়েকটা দল মিলে জাতীয় ফ্রন্ট। এবং ফাইনালি ফ্রন্টভুক্তরা মিলে জাতীয় পার্টি। এই দল গঠিত হতে এক বছরের মত সময় লাগে, তবে এর প্রক্রিয়া শুরু হয় তারও দুই/আড়াই বছর আগে। সামরিক সরকারের মধ্যে একমাত্র সিভিলিয়ান মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমানকে যখন স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় তখনই অনুমান করা হয়েছিল হাওয়া কোন দিকে যাচ্ছে। কারন এই মন্ত্রনালয়টি হচ্ছে সরাসরি জনপ্রতিনিধি বিষয়ক। তৃণমূল পর্যায়ে নেতাদের সাথে যোগাযোগে সুবিধা হয় এই মন্ত্রনালয়ে বসলে। এখান থেকেই দল গঠনে মাঠ পর্যায়ের গুটি চালাচালিটা হয়। এরশাদ সাহেব তার দল গঠ নের কাজে দেশের সবগুলো গোয়েন্দা সংস্থাকে যেমন কাজে লাগিয়েছিলেন তেমনি প্রশাসনকেও পুরোদমে ব্যবহার করা হয়েছিল। এ সময় অবশ্য আওয়ামী লীগ বিএনপি দুই দলই সমান শক্তিতে মাঠে ছিল, কিন্তু তারা কেউ সরকারি উদ্যোগে বা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে দল গঠন ঠেকাতে পারেনি। মুখে প্রতিবাদ করেছে, নিন্দা জানিয়েছে, কিন্তু মার্শাল ল' জারী থাকায় কোন কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে মোটামুটি নির্বিঘ্নেই নতুন দল আত্মপ্রকাশ করে ফেলে।

দুটি দলই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জিতে সরকার গঠন করে। সংবিধান সংশোধন করে সামরিক শাসনের বৈধতা দেয়। বিদ্যমান বা পুরনো রাজনৈতিক দলগুলো হয় বিরোধী দল। তৃতীয় একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ওয়ান ইলেভেনের শাসনকালে। প্রফেসর ইউনুস একটা রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দিয়ে শুভাকাংখিদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় কয়দিনের মধ্যেই ফিরে যান। ডিজিএফআইয়ের অফিসাররা ফেরদৌস কোরেশীকে মাঠে নামিয়ে কিছুদিন দৌড়ঝাপ পারান। ওদিকে দুই প্রধান দলে সংস্কারপন্থী বলে কিছু নেতাকে ভাও করে কথিত মাইনাস টু'র প্রক্রিয়াও শুরু হয়। শেষে অধিক সন্যাসীতে গাজন নষ্ট হলে মঈনুদ্দিন সাহেব তড়িঘড়ি নির্বাচন দিয়ে মানে মানে কেটে পড়েন।

যতটা সহজ মনে করা হয় ততটা ছেলেখেলার বিষয় না এ কাজ। এর জন্য প্রচুর সময় লাগে। গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়োজিত করতে হয়। সরকা রে অধিষ্ঠিত সবাই কে একমত হ তে হয়। শুধু তাই না, বড় বড় দল থেকে লোক ভাগিয়ে আনতে হয়। টাকা ছিটিয়ে কিছু হাভাতে কর্মী সমর্থক পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহনীয় করতে ক্যারিশমাটিক নেতা লাগে, বাস্তব ও গনমুখী কর্মসূচী থাকতে হয়। সর্বোপরি বিরাজমান দলগুলোর ব্যপক প্রতিবাদ প্রতিরোধ মোকাবিলা করতে হয়। মার্শাল ল'র মধ্যে এ কাজ করা কিছুটা আসান হয় কারন প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রতিরোধের সুযোগ কম থাকে। অন্য সময়ে-! অন্তত: এ পর্যন্ত কখনও হতে দেখা যায়নি।

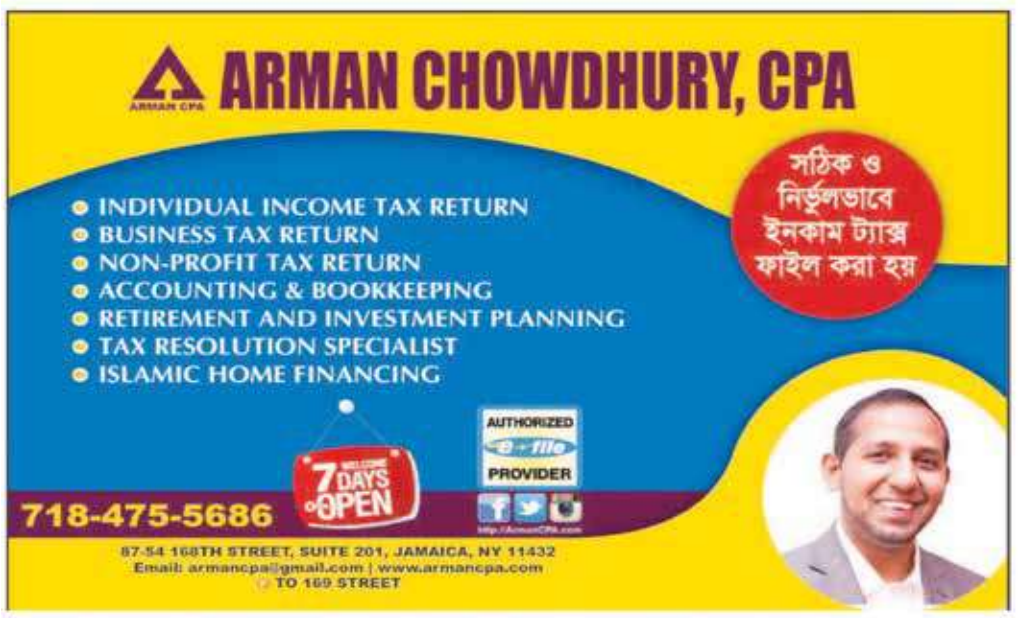
নিউইয়র্কের পৃথক স্থানে গুলিবিদ্ধ হয়ে ২জন নিহত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বছর বয়সী ওই যুবককে গুলি করে অপর আরেক যুবক এবং গুলিবিদ্ধ যুবককে ফেলে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পিঠে গুলিবিদ্ধ ওই যুবককে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। সেখান থেকে যুবককে উদ্ধার করে জ্যাকোবি হাসপাতালে নিয়ে যায় ইএমএস। সেখানকার চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজন ওই যুবকের সন্ধান করছে পুলিশ।

অপরদিকে একই রাত ৩টার দিকে ফার রকওয়ে এলাকার ১০২৫ বিচ ২০তম স্ট্রিটের একটি দোকানের পেছনে পেটে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে এমন খবর পায় ১০১ প্রিসেন্ট পুলিশ। সেখানে গিয়ে ৩৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে ইএমএস ইউনিটস। পরে জ্যাকোবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।









Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক
DHAKA ZILLA ASSOCIATION USA INC

"দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলা সমুহ নিয়ে গঠিত"



সভাপতি
দুলাল বেহেদু

নব-নির্বাচিত কার্যকরি কমিটি
২০২৪-২০২৬


মো: খায়রুল আলম
সিনিয়র সহ-সভাপতি


আকতার সিদ্দিকী শামিম
সহ-সভাপতি


আমীর আফতাব
সহ-সভাপতি


শাহীনুর রহমান বিপ্লব
সহ-সভাপতি


মো: কবির আহমেদ খাঁন
সহ-সভাপতি


মো: ইউসুফ ভূঁইয়া
সহ-সভাপতি



সাধারণ সম্পাদক
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন


আব্দুল আজিজ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক


তানভীর আহমেদ
সহ-সাধারণ সম্পাদক


দেওয়ান কাওসার
সহ-সাধারণ সম্পাদক


বি.এইচ সাইফুর
সাংগঠনিক সম্পাদক


মো: রবিউল আলম
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক


মোহাম্মদ আলী সবুজ
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক


সাইফুল ইসলাম সুমন
কোষাধ্যক্ষ


মো: রফিকুল ইসলাম
প্রচার সম্পাদক


মো: আজাদ হোসেন
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক


মো: ফরিদ খান
দপ্তর সম্পাদক


শারমিনা লিপা
মহিলা সম্পাদিকা


মো: লাভলু মিয়া
ক্রীড়া সম্পাদক


মোস্তাক রহমান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক


মো: আকতার হোসেন বিপ্লব
আপ্যায়ন সম্পাদক


সাইদুল ইসলাম ইকবাল
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক


মো: তোফাজ্জল হোসেন
সমাজ কল্যান সম্পাদক


মো: দেলোয়ার হোসেন
কার্যকরী সদস্য


আমিনুল ইসলাম কচি
কার্যকরী সদস্য


মোস্তফা কামাল মুকুল
কার্যকরী সদস্য


নূর আমিন
কার্যকরী সদস্য


মো: আওলাদ হোসেন
কার্যকরী সদস্য


মেজবা উদ্দিন আহমেদ চঞ্চল
কার্যকরী সদস্য


এহতেসাম হায়াত (সাগর)
কার্যকরী সদস্য


মো: সেলিম খান
কার্যকরী সদস্য


মনিরুল ইসলাম প্রিন্স
কার্যকরী সদস্য


ফারুক দেওয়ান (কুসুম)
কার্যকরী সদস্য


মো: শফিউদ্দিন সফা
কার্যকরী সদস্য

অভিষেক ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩০শে নভেম্বর, শনিবার

প্রধান অতিথি: গিয়াস আহমেদ
Chairman : America Bangladesh Chamber of Commerce and industry (ABCCI)
President : JBBA & CEO : Immigrant Elder Homecare

গেষ্ট অফ অর্নার
আব্দুর রব মিয়া
সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি

আতাউর রহমান সেলিম
নব নির্বাচিত সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি

আহ্বায়ক
মো: খায়রুল আলম

যুগ্ম আহ্বায়ক
মো: কবির আহমেদ খাঁন
মো: আজাদুর রহমান
আমীর আফতাব

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বি.এইচ সাইফুর

পৃষ্ঠপোষক
মো: নূর আমিন
রবিউল আলম
মো: ফরিদ খান

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
শাহিনুর রহমান বিপ্লব

অভ্যার্থনায়
মো: দেলোয়ার হোসেন
এহতেসাম হায়াত (সাগর)
সাইদুল ইসলাম ইকবাল
মেজবা উদ্দিন আহমেদ চঞ্চল
শফিউদ্দিন সফা
মো: সেলিম খান

প্রধান সমন্বয়কারী
আমিনুল ইসলাম কচি

সমন্বয়কারী
তানভীর আহমেদ
সাইফুল ইসলাম সুমন
মো: ইউসুফ ভূঁইয়া

ব্যবস্থাপনায়
মনিরুল ইসলাম প্রিন্স
শারমিন লিপা
মো: তোফাজ্জল হোসেন
মো: লাভলু মিয়া

সদস্য সচিব
আব্দুল আজিজ

যুগ্ম সদস্য সচিব
দেওয়ান কাউছার
মোহাম্মদ আলী সবুজ
আকতার সিদ্দিকী শামিম

আপ্যায়নে
আকতার হোসেন বিপ্লব
মো: আওলাদ হোসেন



সঙ্গীত পরিবেশনায়:
নাজু আখন্দ, কৃষ্ণা তিথী, শাহ মাহবুব
মোস্তফা কামাল মুকুল, আমানত হোসেন আমান, মোস্তাক রহমান





উপস্থাপনায়: নিম্নি নাহার ও আব্দুল আজিজ

সম্মানিত নির্বাচন কমিশনার বৃন্দ: মো: আমান উল্লাহ আমান -প্রধান নির্বাচন কমিশনার, শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: আজাদ হোসেন, আমীন মেহেদী বাবু, মো: গিয়াস উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন, হাবিব জোয়াদার, আলাউদ্দিন আহমেদ, মিশুক সেলিম, কে.এম তারেক।

সার্বিক সহযোগিতায় ও সমর্থনে: এম বাসেত রহমান (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন), শেখ হেলাল (প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন), হাফিজুর রহমান গিনি, ডা: তাজুল ইসলাম, বীরমুক্তিযোদ্ধা মমতাজউদ্দিন আহমেদ, বীরমুক্তিযোদ্ধ রাসুল আশরাফ চৌধুরী, মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া বিল্লাল, বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: হাবিবুর রহমান মাদবর, সোয়েব হোসেন খান, আব্দুল কাইয়ুম, বীরমুক্তিযোদ্ধা খন্দকার জাহাঙ্গীর আলম মন্টু, অধ্যাপক ইলিম মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইন, বুলবুল ভূইয়া, মোহাম্মদ ফরহাদ উল্লাহ, খালিদ আহমেদ বাবু, মো: ইসহাক মিয়া, আলহাজ্ব মো: বুলু ভূঁইয়া, মো: লুৎফর রহমান, নজরুল ইসলাম, ডা: হোসনে আরা মাসুব লাকি, কাউসার আলমগীর, মো: নুরু মিয়া, কার্ভাড গমেজ, আব্দুর রউফ চৌকদার, আব্দুর রাজ্জাক নান্নু, নজরুল বেপারী, আব্দুর রাজ্জাক আনোয়ার, হাজী মজিবুর রহমান, মো: ইয়াকুব আলী, ফজলুল হক, আছিয়া আক্তার, তাহমিনা আক্তার মায়া, নুরুন নাহার আক্তার হ্যাপি, এস সফিকুর রহমান তপন, বিমল চন্দ্র বর্মণ, জাকির হোসেন কাঞ্চন, সোয়েব আক্তার, সুমন মাহমুদ, ইমরান আহমেদ পরশ, হিরা খান, আক্তার হোসেন, এস.আর লিংকন, শফিউল আলম, আলাউদ্দিন মাহমুদ, বাবুল হোসেন সানি, মোহাম্মদ বোরহান খান, শেখ দুলাল, রনি দেওয়ান, পারভেজ ঢালী, রুবেল আহমেদ, মন্টু, ইকবাল আজম লিটন, ফজলুল হক, আলী হোসেন, স্বপন মৃধা, জালাল উদ্দিন, রজ্জব আলী, সাইফুর রহমান টুটুল, আশিক মাহমুদ, তানভীর হাসান, শফিকুল ইসলাম, সালাউদ্দিন, ইয়ার হোসেন, ফয়সল আহমেদ, ইকবাল আজম, আমিনুল ইসলাম, আপেল মাহমুদ, মোহাম্মদ আব্বাস, তাহসীন আহমেদ, আতিক উল্লাহ্, অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম, মো: আব্দুল হালিম, রহমত উল্ল্যাহ।

সভাপতি
দুলাল বেহেদু

আমন্ত্রণে

সাধারণ সম্পাদক
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন

প্রচারে: মো: রফিকুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক



সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ১০ : সোমবার, অগ্রহায়ণ ১০ ১৪৩১ / জমাদিউল আউয়াল ২১, ১৪৪৬
Vol. 29 Issue 10, November 25, 2024 USA.
Free in NY, Other State $1.

প্রতি ঘণ্টার বেতন বাড়ছে নিউইয়র্কসহ ২২টি স্টেটে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে লাখ লাখ কর্মীর বর্ধিত মজুরি/বেতন বৃদ্ধি পাবে আগামী বছরের শুরুতেই । নিউইয়র্কসহ ২২টি স্টেটে ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে শ্রমিকদের প্রতি ঘণ্টার নুন্যতম মজুরি বাড়াবে। নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া ও ইলিনয়সহ দেশের সবচেয়ে জনবহুল কয়েকটি স্টেটে এ বেতন কাঠামো বৃদ্ধি পাবে। নিউইয়র্কে সবচেয়ে নিম্ন সীমার একজন কর্মচারী কর্মদিবসে আট ঘণ্টায় অতিরিক্ত আরো ৪ ডলার আয় করতে পারবেন। এটি নিউইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড ও ওয়েস্টচেস্টারে বসবাসকারীদের জন্য বেশি হবে। এসব

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

সাঈদ তারেকের কলাম



ক্ষমতায় থেকে দল গঠন

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই কাজটা করেছেন দুইজন জেনারেল। দুইবারই দুই সেনাশাসক সকল রাষ্ট্রীয় মেশিনারিজ ব্যবহার করে রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। জিয়াউর রহমান যখন দল করেন তখন ভরা মার্শাল ল'। কারও টু শব্দটি করা মানা। বছর দুয়েক দোর্দন্ড প্রতাপে সামরিক শাসন চালানোর পর তিনি অনুভব করেন এবার বেসামরিক ধারায় ফিরে আসা যায়। সীমিত সুযোগ দিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। সংবিধানে সেনা শাসনের বৈধতা দিতে পরের সংসদে মেজরিটি দরকার। তার জন্য লাগে নিজের দল। কারন অন্য কোন দলের ওপর ভরসা করা যায় না, বা সত্যিকারের কোন রাজ নৈ তিক দল কখনও সেনা শাসনের বৈধতা দিতে চায়না।

তখন সকল দলই প্রায় নিষ্ক্রিয়। প্রধান প্রতিপক্ষ জাসদ ততদিনে সাইজ হয়ে গেছে। কঠোর নিপীড়নে তাদের মাজা ভাঙ্গা অবস্থা। আওয়ামী

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়



বিপুল উৎসাহে ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো অনুষ্ঠিত

১৪ জন নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা প্রদান

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে তৃতীয়বারের মতো বিপুল উৎসাহে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউএসবিসিসিআই) বিজনেস এক্সপো-২০২৪ অনুষ্ঠিত হলো। অভিবাসী ও সংখ্যালঘু-মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা প্রদান

বাকি অংশ ০৩ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কের পৃথক স্থানে গুলিবিদ্ধ হয়ে ২জন নিহত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের কুইন্সে ও ব্রঙ্কসে গুলিবিদ্ধ হয়ে ২জন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ তাদের নাম পরিচয় প্রকাশ করেনি। নিহত দুজনের একজনের বয়স ২৫ এবং অন্যজনের বয়স ৩৫ বছর। তাদের একজনের পিঠে ও একজনের বুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ

পুলিশের তথ্য মতে, শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ব্রঙ্কসে ৬৮৯ ইস্ট ২৩৩ স্ট্রিটের ওয়েকফিল্ডে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের বাইরে দুই যুবক তর্কে জড়ান। এর জেরে ২৫

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে কোসিয়ুজকু ব্রিজে চার গাড়ির সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৭

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ম্যাসপ্যাথ এলাকায় কোসিয়াস্কো ব্রিজের ওপর চারটি গাড়ির সংঘর্ষে ১ জন নিহত সাতজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে এ দূর্ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তি শফিউর রহমান (৭৫) তিনি টেক্সাসের ইউলসের বাসিন্দা।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টির মধ্যে শফিউর রহমান তাঁর গাড়ি দিয়ে কোসিয়ুজকু ব্রিজ থেকে ব্রুকলিন-কুইন্স এক্সপ্রেসওয়ে অভিমুখে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীতমুখী আরেকটি গাড়ি শফিউরের গাড়িটির সাথে সংঘর্ষ

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সার্ভিস ফি দেওয়া যাবে ক্রেডিট কার্ডে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের সকল সার্ভিসের ফি এখন থেকে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে। ১৯ নভেম্বর মঙ্গলবার এ সেবা কার্যক্রম সংযুক্ত করে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কার্যালয়। গণমাধ্যমে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কার্যালয় থেকে পাঠানো

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কের ৮০ হাজারের বেশি শিশু পাবে স্বাস্থ্যসেবা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের স্বাস্থ্যসেবা কাভারেজ প্রোগ্রাম প্রসারিত করা হয়েছে। শুক্রবার গর্ভনর কেথি হোকুল এই ঘোষণা দেন। কেথি হোকুল বলেন, চাইল্ড এবং মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় রাজ্যজুড়ে ৮০হাজার শিশুর স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিতে প্রোগ্রামটির পরিধি বাড়ানো হয়েছে। তবে মেডিকেইড এবং চাইল্ড

বাকি অংশ ২৬পৃষ্ঠায়

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ'র কার্যকরী কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক ৩০ নভেম্বর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্টে ঢাকা জেলাবাসীর অন্যতম সংগঠন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আগামী ৩০ নভেম্বর। ঝাকঝমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানের জন্য ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বর লাগোর্ডিয়া প্লাজা হোটেলে এই বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশী কমিউনিটির সুপরিচিত নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট। এছাড়াও আয়োজনে থাকছে খ্যাতনামা শিল্পীদের পরিবেশনায় সংগীতানুষ্ঠান।ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের এই অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মো. খায়রুল আলম ও সদস্য সচিব আব্দুল আজিজ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক বি.এইচ সাইফুর, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় শাহিনুর রহমান বিপ্লব এবং প্রধান সমন্বয়কারী আমিনুল ইসলাম কচি।

কি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

মিশিগানে 'বাংলাটাউন' নামফলকের পতাকা মুছে দিলো দূর্বৃত্তরা, কমিউনিটিতে ক্ষোভ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে প্রায় এক দশক ধরে 'বাংলাটাউন' নামফলকটি বাংলাদেশি-আমেরিকানদের ঐক্য ও ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে বেশ সমাদৃত প্রবাসী কমিউনিটিসহ সেখানকার বাসিন্দাদের মাঝে। সেই নামফলকে ছিলো দুই দেশের পতাকার চিত্র। কিন্তু সম্প্রতি দূর্বৃত্তরা সেই নাম ফলকে বাংলাদেশে পতাকা মুছে দিয়েছে। এ ঘ

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল ইনক'র সংবাদ সম্মেলন

ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই

এটর্নী মঈন চৌধুরী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন নীতি নিয়ে নানা আতঙ্ক, ভয়-ভীতি আর শঙ্কার কথা শুনা যাচ্ছে। এনিয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটিতে নানা আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে এনিয়ে এখনই ততো আতঙ্কের কিছু নেই, ভয়কে জয় করতে হবে। বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা ও নব গঠিত ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল ইনক'র প্রেসিডেন্ট এটর্নী মঈন চৌধুরী এসব কথা বলেন। এই সংগঠনের মূল শ্লোগান হচ্ছে 'ভয়েস অব ইমিগ্র্যান্টস'।

সংবাদ সম্মেলনে ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল ইনক'র ডাইরেক্টর জহিরুল ইসলাম মিঠু, ইসলামিক সার্কেল অব আমেরিকা (মদিনা মসজিদ)-এর সভাপতি এডভেকেটনাসির উদ্দিন ও বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি'র সাধারণ সম্পাদক আমীন মেহেদী বাবু উপস্থিত ছিলেন।

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি

এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ০০

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ:

নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অনুষ্ঠানের শেষ নেই। আর এসব অনুষ্ঠানগুলো কভার করতে সাংবাদিকদেরও কমতি নেই। কোন কোন অনুষ্ঠানে এতো সাংবাদিকের উপস্থিতি এবং তাদের চলাচলে দর্শক-শোতাদের মাঝে বিরক্তি ফুটে উঠে। কোন কোন অনুষ্ঠানে কেউ কেউ তা প্রকাশ করেন, আবার কেউ করেন না। এনিয়ে সাংবাদিকদের মাঝেও প্রতিক্রিয়া লক্ষনীয়। কিন্তু বিষয়টি সাংবাদিকরা গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে অনেকেই নিরবে-নিভৃতে নানান কথা বলাবলি করেন। প্রশ্ন তোলেন সাংবাদিকরা কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন কিনা? আবার অনেক সাংবাদিকের আচরণও সাংবাদিক শুলভ নয় বলেও প্রশ্ন তোলেন। যা শোভনীয় নয়। পেশাদার সাংবাদিকরা বিষয়টি কি ভেবে দেখবেন?

নিউজার্সি বিএনপির সভাপতিকে নিয়ে ঔদ্বত্যপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:।নিউজার্সি বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলীকে নিয়ে একটি সংগঠনের কতিপয় ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঔদ্বত্যপূর্ণ বক্তব্য ও মিথ্যাচার করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

২২ নভেম্বর সন্ধ্যায় বিএনপি নিউজার্সি ষ্টেট (নর্থ) ইউএসএ'র আয়োজনে এ সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়, কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব নিউজার্সি নামে একটি সংগঠনের প্যাডে এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল লতিফ খান ও সহ সভাপতি

বাকি অংশ ০২ পৃষ্ঠায়







Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com